বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ জনগণ মাত্রেই স্বর্গীয় কবি কালিদাসের নাম শুনিয়াছেন, কারণ কি সভ্য, কি অসভ্য সকল জাতির নিকটেই বোধ হয় কালিদাসের নাম অবিদিত নাই। তিনি দিগ্বিজয়ী বীর অথবা ধনাঢ্য সম্রাট ছিলেন না, কিন্তু তিনি যে অলৌকিক কবিত্ব শক্তি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও স্ব প্রণীত কাব্য ও দৃশ্য কাব্য সমূহে যে অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই কবিত্ব শক্তির জন্যই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া ভূতলে বিদ্যমান আছে। যত দিন এই ভূতলে সংস্কৃত সাহিত্যের সমাদর থাকিবে, তত দিন তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া সজীব থাকিবে। এবং কালিদাসের কবিত্ব শক্তির মহিমা শ্রবণ করিতে অনেকেই উৎসুক আছেন, এজন্য কবি কালিদাস প্রভৃতি নবরত্নের জীবনী সম্বন্ধে অনেক সংগ্রহ থাকায় ঐ সংগ্রহ সকল যথারীতি অনুসারে প্রনয়ণ পূর্ব্বক প্রচার করিলাম এক্ষণে সহৃদয় মহাত্মাগণ দোষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া এই বহু যত্ন প্রসূত আদরের ধন সাদরে গ্রহণ করিলে যাবতীয় শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব।

আরও প্রকাশ থাকে যে, এতদ্দেশীয় মুদ্রাঙ্কিত কোন কোন পুস্তকে কবি কালিদাসের বিবাহ সম্বন্ধে রাজগুরু শারদানন্দের কন্যা বিদ্যোত্তমা নাম্নী পাত্রীর সহিত বিবাহ হওয়া লিখিত আছে কিন্তু এই পুস্তক প্রকাশ জন্য নানা দিগদেশ হইতে অর্থাৎ বোম্বাই প্রভৃতি দেশ হইতে যে সকল গ্রন্থ আনয়ন করা হইয়াছিল তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, উজ্জয়িনী নগরীস্থ ধ্বান্ধা নামক প্রসিদ্ধ প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার কন্যা সত্যবতী নাম্নী রাজবালা বিদ্যাবিষয়ে বিশেষ নিপুণতা হেতু স্বীয় অনুরূপ পতি প্রাপ্ত্যাভিলাষে চার প্রার্থী হইলে পরে মহাকবি কালিদাসের সহিত বিবাহ হয় তদ্বিষয় বিস্তারিত রূপে পুস্তকেই পাইবেন তদুল্লেখ এক্ষণে অনাবশ্যক।

তাঃ—১৫ শ্রাবণ ১২৯৪।

শ্রীগিরীশচন্দ্র শর্ম্মা।
৬৫ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

কবি কালিদাস উপন্যাস

বা

জীবন বৃত্তান্ত।
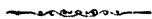
কালিদাস, কবি, "বড় বেহুদা পণ্ডিত্।
আপাদ মস্তকগুণ রতনে মণ্ডিত্।
শুভক্ষণে তাঁরে মাতা ধরিল উদরে,
নাহি দেখি সম তাঁর ভুবন ভিতরে।
বুদ্ধির তুলনা নাই যেন বৃহস্পতি
রূপের তুলনা নাই যেন রতিপতি।
রসিকের চূড়ামণি সর্ব্ব গুণাকর,
সুশীলের শিরোমণি দয়ার সাগর।
সুবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণ প্রায়,
যেই যে কামনা করে সেই তাহা পায়।
এ বিষয়ে কেহ নাহি তাঁহার সমান,
এক মাত্র তিনি নিজ উপমার স্থান।
তাঁহার গুণের কিছু করিব বর্ণন
অবহিত চিত্তে সবে করহ শ্রবণ।

কালিদাস উপন্যাস ।

স্বর্গীয় কবি কালিদাসের ভুমিষ্ঠ হইতে পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত সকল লিখিবার আবশ্যক না থাকায় লেখনী নিবৃত্ত হইলেন, তবে নিতান্ত পক্ষে কিঞ্চিৎ না লিখিয়া ক্ষন্ত থাকা যায়না, কালিদাসের পিতার উপাধি ন্যায়বাগীশ এবং অনেক গুলিন যজমান, যাজন কার্য্যে সর্ব্বদা ন্যায় বাগীশ ব্যস্থ থাকেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণীর সন্তাননাহওয়ার কারণ ন্যায়বাগীশ বিশেষ কুন্ঠিত, কেন না ব্রাহ্মণী সন্তানের নিমিত্ত ধুনা পোড়াইতে বা দেবতা স্থানে মাথা খুড়িতে বাকী করেন নাই। বিশেষ যজমানের বাটীতে কোন পূজাদি হইলে ন্যায়বাগীশের ব্রাহ্মণী অগ্রে যাইয়া ধুনাপোড়াইতে বসেন। তখন যজমানেরা পুরোহিত ঠাকুরাণীর ধুনা পোড়াইবার কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক গলদশ্রু নয়নে নম্র বচনে আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলে ন্যায়বাগীশ ঠাণ্ডা হইয়া পূজা ইত্যাদি করিতে থাকেন, কারণ ব্রাহ্মণীটি দ্বিতীয় পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যে কত বড় আদরের ধন তাহা যাঁহার হইয়াছে তিনিই বিশেষ জানেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে যথা ;—

(বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী)। ১।

পাঠকবর্গের অবগতি জন্য যাহা আবশ্যক তদুল্লেখ করাই কর্ত্তব্য, ফলতঃ পঞ্চম বর্ষের পর হইতে দ্বিষোড়শ বর্ষের অতিরিক্ত কাল পর্য্যন্ত যে কিছু মজাদার কথাবার্ত্তা আছে তাহাতেই গ্রাহকগণের আগ্রহ নিবৃত্তি হইবে, সম্প্রতি অনেক আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া এই মহাকাব্য খানি প্রণয়ন করিতে উদ্যবৃতি হইলাম, জনশ্রুতি দ্বারা শুনিতে পাই যে এই মহাকাব্য খানি অনেকের পছন্দ সই জিনিস হইবে কেননা স্বর্গীয়

মহাত্মা কবি কালিদাস, কত বড় প্রাচীন সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে স্ব স্ব প্রতিভাবলে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন।

যাহাহউক, ঈদৃশ অভাবনীয়, ও অচিন্তনীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ দর্শনে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি রসে অভিষিক্ত হইয়া উপযুক্ত মহাকাব্য লিখিতে কায়মনোবাক্যে যত্ন সহকারে ক্রটি করিব না। তবে ভাল লেখক বলিয়া যে আজ কাল কার বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করা বড় সুকঠিন, যেহেতু কতিপয় উচ্চ দয়ের লেখক চুড়ামনি মহাশয়েরা অসন্তুষ্ট হইলে উপায় বিহিন কারণ সাহিত্য রঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ লেখক সকল নানা রকম রঙ্গ রস নিঃসৃত পূর্ব্বক আপন আপন সুখ্যাতি লাভে যত্নবান আছেন এমত স্থলে আমার এই মহাকাব্য খানি গোময় কুণ্ডে কমলোৎ-পত্তির ন্যায় কোন মতে সম্ভব সিদ্ধ নহে।

তবে স্বর্গীয় কবি কালিদাসের জীবনীসম্বন্ধে অনেক সংগ্রহ থাকায় সুতরাং বৃত্তান্ত সকল ব্যক্ত করিয়া গ্রাহকবর্গকে তৃপ্তি মানসে স্বর্গীয় কালিদাসের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিলাম, কলি রাজ্যের প্রথম অবস্থাতে পরম পবিত্র উজ্জয়িনী নগরের নিকটবর্ত্তী পৌণ্ড্র নামক গ্রামে সদাশিব ন্যায়বাগীশ নামে এক অতি প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিতের পুত্র স্বর্গীয় কালিদাস পাঁচ বৎসরের সময় এক দিবস পিতার হাত হইতে 'দা' নামক অস্ত্র খানি কাড়িয়া লইয়া ইচ্ছা মতন কার্য্যে বৃতি হইলেন অর্থাৎ পিতার অতিরিক্ত বয়সের এক পুত্র কালিদাস, কালিদাস ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা করেন তাহাতে পিতার বিরুক্তি নাই কালিদাস 'দা' লইয়া প্রলাপিত এক বাঁস কাটিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য ন্যায়বাগীশ পিতার নিকট আবদার করিয়া সুতা বরসির পয়সা লইয়া সিপ প্রস্তুত পূর্ব্বক নিত্য প্রাতে ও আহারন্তে মৎস্য ধরিয়া

মায়ের নিকট আনিয়া দেন কিন্তু মাতা বলেন যে দেশের ব্যভিচার ধর্ম্ম অতএব তুমি মৎস্য ধরিওনা আর পিতা পড়াই-বার জন্য অনেক অনুরোধ করেন তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া আপন ইচ্ছায় চলিয়া জান, কালিদাসের যে নগরে বাস দিঘি পুষ্করিণী প্রচুর আছে, মৎস্য ধরিবার কোন চিন্তা নাই, কিছু দিন পরে ন্যায়বাগীশ মহাশয় স্ত্রী ও কালিদাস পুত্রকে রাখিয়া লোকান্তর গমন করিলে কালিদাসের মা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার পর নিদ্রার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত কালি দাসকে উপদেশ দিতেন, যে কর্ত্তা এই নগরের প্রধান প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত ছিলেন অতএব "বাবা কালী" তুমি কিছু কিছু লেখাপড়া শিক্ষা কর আর আহারাদির আয়োজন কর তাহা হইলে কোন কালে আমাদের দুঃখ বিমোচন হইয়া আমরা সুখী হইব, ইহা শ্রবণে কালিদাস লেখাপড়া করিতে তত যত্নবান না হইয়া প্রাতঃকালে মার নিকট হইতে কুঠার ও দা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া প্রথমে কাষ্ঠ ও ডুম্বুর প্রভৃতি আহারাদির পরিচর্য্যায় থাকিয়া মধ্যাহ্ন কার্য্য সমাপনান্তে নিত্য মৎস্য ধরিতে যান। মা কি করেন সন্তান অবাধ্য কিছুতেই কথা শুনে না, এই প্রকারে প্রায় উনষোড়শ বৎসর অতীত হয় এমৎ সময় উপবীত করাইবার জন্য কালি-দাসের মা নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া যজমান কল্পতরু রাজার নিকট হইতে যথাযোগ্য ব্যয় আনিয়া উপযুক্ত ব্যয় দ্বারা কালিদাসের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। কালিদাস উপবীত হইয়া দম্ভের সহিত নিত্য অভ্যস্ত ক্রিয়া সকল সংক্ষেপে সমাপন করিয়া প্রতিবাসীদিগের বাটীতে বেড়ান আরম্ভ করিলেন, তাহাতে প্রতিবেশীরা সম্পদ বা বিপদ সময়ে পতিত হইলে সর্ব্বদা বিশেষ উপকৃত হইতেন, কেন না কালিদাস শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা আত্মীয় স্বজনের উপকার করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

তবে এক দিবস কালিদাস বড় ব্যাজার হইয়াছিলেন নিজ গ্রামস্থিত এক ভদ্র লোকের বাটীতে কোন এক ব্যক্তি পীড়িত হইলে কালিদাস ঐ উক্ত পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে যান এবং ঐ পীড়িতের আত্মীয়েরা কালিদাসকে বলেন যে আপনি অপরাজিতার স্তব প্রভৃতি শ্রবণ করান, কালিদাস তাহা কোন রকমেই স্বীকার করিতে পারেন না যেহেতু ক খ প্রভৃতি কালিদাসের পক্ষে তখন অখাদ্য বিশেষ এই জন্য তাহা স্বীকার না করিয়া অন্যান্য পরিচর্য্যায় কালাতিপাত করিতে থাকেন, এমন সময়ে ঐ রোগীটির মৃত্যু হইলে সে স্থানে তখন গৃহস্থ আর ন্যায়বাগীশের পুত্র ভিন্ন আর কেহই উপস্থিতছিলেন না সুতরাং মৃত দেহিকে ধরিয়া উপর হইতে নামাইবার সময় ন্যায়বাগীশের পুত্র পশ্চাৎ দিকে ধৃত করায় সিঁড়িতে নামিবার সময় মৃতদেহির উদরে যত কিছু পুঁজিপাঁজা ছিল তাহা সকলি কালিদাসের শরীরে ব্যপিয়া পড়িল তখন কি করেন কোন উপায় না পাইয়া সহজেই তীরে গমন করিয়া মৃতদেহিকে দাহাদি করণান্তর স্নানাদি করিয়া প্রতিজ্ঞা-করিলেন যে আর কেহ স্তব শুনাইবার জন্য ডাকিলে আমি কখনই যাইব না। দাক্ষিণাত্ম মহারাষ্ট্রীয় ভৃগু গোত্রজ ন্যায়বাগীশ ব্রাহ্মণের পুত্র কালিদাস, কোনক্রমেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন না, কিন্তু আর এক দিবস ঐ নগরবাসী কোন এক যজমানের কন্যা ভদ্র মহিলা চারুহাসিনী বিধবা রমনী গলদশ্রু লোচনে ও শোকাকুল বচনে গুণমণি কালিদাসের নিকট আসিয়া কহিলেন যে আমার মধ্যম দাদার জ্বর হইয়াছে অতএব আপনি স্তব শুনাইবার জন্য আমাদিগের বাটীতে যাইবেন, তদুত্তরে ন্যায়বাগীশের পুত্র বলিলেন যে আমি যাইব কিন্তু পশ্চাৎ দিকে ধরিতে পারিব না। এই প্রকারে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে কালিদাসের মাতা নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন অথচ সুখিও নন কারণ

এক সন্তান সন্তানের মুখ কমল দর্শন করিলে মায়াতে মুগ্ধ হইয়া সদাসর্ব্বদা উপদেশ ছলে ন্যায়বাগীশের পুত্রকে লেখা-পড়া বিষয়ক উপদেশ দিতে ক্ষন্ত থাকিতেন না। যথা—

কালিদাসের প্রতি মাতার উপদেশ।

মায়া পাপ নয় বাপু, জানিবেক সবে,
মায়া পাপ হলে দয়া, কি করি হইবে।
মায়া না থাকিলে লোকে থাকিত বা কোথা,
মায়া পাপ লোকের এই আশ্চর্য্য কথা।
মায়া না থাকিলে কি সংসার থাকিত,
বালক বালিকা সবে কোথায় যাইত।
তাহলে তাহাদিগে দিতকে খাইতে,
হইত তাহাদিগের জীবনে মরিতে।
খাইতে না পেলে কেহ বাঁচিয়া থাকে না,
আহার ভিন্ন জীব কখন বাঁচে না।
মায়া দ্বারা ধর্ম্ম এই সংসারে বিদিত,
ধর্ম্ম রক্ষা মানবের অতীব উচিত।
পৃথিবীর সৃষ্টি সব মায়াতেই আছে,
মায়াকে যে পাপ বলে কেবল মাত্র মিছে।
মায়াতেই দয়া হয় বাপুহে জানিবে,
দয়া ভিন্ন শ্রদ্ধা নাহি, হয় না কাহাকে।
দয়া শ্রদ্ধা হইবে মায়াতে উৎপত্তি,
মায়াই জানিবে তুমি জগতের গতি।
বৃক্ষের শিকড়ে যেমন ডাল বাঁচি যায়,
সেইরূপ মায়াতে এই সংসার রাখয়।

আর এক দেখ বাপু এই মাত্র আছে,
মায়া না থাকিলে পরে, এ সংসার মিছে।
এই দেখ গর্ভজাত পুত্র কন্যা হয়।
কোথা থাকি আসে তারা তাদের কে দেয়।
অনাথা হয়ে যখন ভূমিতলে পড়ে,
কে তাদের রক্ষা করে সুতিকার ঘরে।
প্রসূতি তাহার পানে যদি নাহি চায়,
তবে সে বালক বল কিসে রক্ষা পায়।
মায়া যদি পাপ হল, ধর্ম্ম কোথা থাকে.
শিশু হত্যা হয় যদি ধর্ম্ম বলে কাকে।
বালক বালিকা পালন ধর্ম্ম ইহা হয়,
মায়াকে পাপ বলি নেকা লোকে কয়।
গর্ভজাত পুত্র কন্যা যার নাহি হয়,
সৃষ্টি হলে সৃষ্টি তাকে বলা নাহি যায়।
সন্তান না হলে দেখ সংসার না থাকে,
সংসারি বলিয়া লোকে বলে না তাহাকে।
সন্তান না হইলে লোকে বন্ধ্যা নারি বলে,
সংসার শ্মসান প্রায় সন্তান না থাকিলে।
সন্তানের জন্য লোকে কত দেশে যায়,
শিকড় বাকড় কত শিলে বাটি খায়।
তাহাতেই ভাগ্যক্রমে যদি সন্তান হয়,
কত কষ্ট সহ্য করি মানুষ করা যায়।
এ ঘোর সংসার ময় মায়াতেই আছে,
পুণ্যবতি মায়াতেই সংসার রাখিছে!
পুণ্যের সংসার দেখি দিনে দিনে বাড়ে,
পুণ্যবতি মায়া তাই বলি যে উহারে।

তাঁহারি কৃপায় অর্থ, উপার্জ্জন করে,
মানব সকল সুখে, থাকে এ সংসারে ॥

॥ * ॥

যাহার যেমন অর্থ উন্নিত হয়,
অহঙ্কার করি থাকা উচিত নয়।
অর্থে অহঙ্কার সবে অনর্থ জানিবে,
চিরদিন অর্থ কিছু কারু নাহি রবে।
কৃপণ হইলে যদি কিছু দিন থাকে,
অহঙ্কার করিলে কিছুই নাহি রবে।
অহঙ্কারে কিবা কার্য্য কিবা ফল হয়,
অর্থ থাকিলে যে অহঙ্কার করা নয়।
পরিমিত ভাবে তাকে চলিতে যে হয়,
অর্থ হইলে বেশী খরচ করা নয়।
ন্যায় ভাবে কার্য্য করা সবার উচিত।
গরিবদিগে দয়া করিবে যথোচিত।
অর্থ হইলে কেহ ধর্ম্ম এই করিবে,
দুর্গোৎসবের মেষ বাড়াইয়া দিবে।
ঐরূপ করিলে আর বেশী অর্থ পাব,
সম্বৎসরান্তে মাগো মেষ বাড়াইব।
বেশী অর্থ পাইলে পূজা অর্চ্চা দিবে,
সকলে সুখ্যাতি বই নিন্দা না করিবে।
ঈশ্বরের প্রিয় হও আনন্দে ভাসিবে,
নতুবা অনেক কষ্টে ভুগিতে হইবে।

২

অর্থ হীন মনুষ্যকে তুচ্ছ না করিবে,
চিরদিন কখন সমান নাহি যাবে।
অবশ্য মরিতে হবে, হবে তেজ হীন,
মনুষ্য বাঁচিয়া নাহি থাকে চিরদিন।
ক্ষণভঙ্গুর দেহেতে কখন কি হয়,
তাচ্ছল্য কাহাকেও করিতে নাহি হয়।
মনুষ্য কোথায় যায় দেখ দেখি ভেবে,
সমস্ত বৈভব সব পড়িয়া থাকিবে।
সে অর্থের অহঙ্কার মিথ্যা মাত্র প্রায়,
অর্থ না থাকিলে পরে তুচ্ছ করা নয়।
অর্থ হীন ব্যক্তি সব, যাহাকে দেখিবে,
মিষ্ট কথা বলি অগ্রে তাহাকে তুষিবে।
পাপানল প্রবল যখন হয় হৃদয়েতে,
কাঙ্গাল থাকিলে তখন হয় সম্ভাষিতে।
নতুবা সে এই রূপ মনেতে করিবে,
আমাকে দেখিয়া তুচ্ছ হইয়া থাকিবে।
গরিব দেখিয়া তুচ্ছ হয়েছে উহার,
তাচ্ছল্য করিয়া বুঝি হইয়াছে ভার।
ভাবিয়া দেখ তাহার কত কষ্ট হয়,
গরিবের মনেতে কষ্ট দেওয়া নয়,
লোকের কষ্ট যদি লোক হইতে হয়।
অধর্ম্মের বাকি কিছু তার নাহি রয়,
কদাচ কাহাকে মন কষ্ট নাহি দিবে।
মুখের প্রিয় বাক্যেতে সন্তুষ্ট করিবে,
ভাল মন্দ কথাটি মুখ হইতে হয়।
মন্দ কথা বলা কাহাকে উচিত নয়,

মিষ্ট কথা কাহাকেও কিনিতে হয় না।
বাপু হে ইহা কি তুমি বুঝেও বুঝ না।
মুখের প্রিয় বাক্যেতে লোক তুষ্ট হয়,
কটু বাক্যে লোককে কষ্ট দেওয়া নয়।
না বুঝিয়া কেহ যদি কটু কথা কয়,
বিবিধ প্রকারে তাকে বুঝাইতে হয়।

যদি বল মায়া কর্তৃক সদ্বস্তু অনুভূত হয় না। কেননা তখন বুদ্ধ্যুৎপাদক মনের অভাব হেতু সদ্বস্তু বিষয়ক বুদ্ধি হইতে পারে না, ইহাতে বলা কর্ত্তব্য যে সদ্বস্তু প্রকাশের নিমিত্ত বুদ্ধি উৎপত্তির আবশ্যকতা নাই, যেহেতু সেই পরব্রহ্ম স্বয়ং সর্ব্বত্র প্রকাশ থাকিয়া তৎকালে তিনি বুদ্ধি নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং প্রতিভাত থাকেন। আব তৎকালে যে মনের বৃত্তির অভাব হয় তাহা যিনি জানেন অর্থাৎ তৎকালে যিনি তাৎকালিক নির্ম্মনস্কতার সাক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তিনিই সৎ এবং তাঁহাকে বোধগম্য করা মনুষ্য মাত্রেরই সুসাধ্য। কারণ তিনি যখন তাৎকালিক তুষ্ণীম্ভাবের সাক্ষীরূপে সমনুভূত হন তখন আর তাঁহার অভাব বলা যায় না," বরং তৎকালে তাঁহার সদ্ভাবই সুসিদ্ধ হয়। অতএব মনের বিজৃম্ভণ অর্থাৎ সংকল্প বিকল্পাদি বিষয়ে সকল পরিত্যক্ত বা লয় প্রাপ্ত হইলে তুষ্ণীম্ভাবাবস্থায় দ্রষ্টা অর্থাৎ তদুপস্থিত চৈতন্য যেমন নিরাকুল হন, কেবল মাত্র সাক্ষীরূপে বিরাজিত থাকেন তদ্রূপ মায়ার বিজৃম্ভণ অর্থাৎ মায়ার কার্য্যভূত জগতের উৎপত্তি স্বরূপ সদ্বস্তুও নিরাকুল থাকেন। এবং জগতের নিমিত্ত কারণ স্বরূপ সেই সদ্বস্তুর শক্তি বিশেষের নাম, মায়া। সেই মায়া শক্তিটী তাঁহা হইতে পৃথক্ কি অপৃথক তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে ও নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং মায়ার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, বরং অগ্নি শক্তির ন্যায় তাহা অনু-

মান গম্য কার্য্যাবস্থা না আসিলে কাহার কিং স্বরূপ বা কারণ আছে তাহা জানা যায় না। দগ্ধাদি কার্য্য দেখিয়া অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে বলিয়া অনুমিত হয়, তদ্রূপ জগতের কার্য্য দেখিয়া ও সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার সৃষ্টি শক্তি আছে ইহা অনুমান করা যায়।

পরমাত্মা হইতে পরমাত্মার স্বরূপ মধ্যে ও নিবিষ্ট করা যায় না। কারণ দাহিকা শক্তিকে যেমন অগ্নির স্বরূপ বলিয়া বলা যায় না, সেই প্রকার মায়া শক্তিকেও পরমাত্মা বলিয়া বিবেচনা করা যায় না, আর মায়া শক্তি যদি তাঁহা হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র হয় তবে তাহার স্বরূপ কি?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে আমি আমার মায়ারূপ শরীরের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ আক্রমণ করিয়া থাকি সুতরাং শরীর ছাড়া আমার শুদ্ধাংশ আছে।

নীল পাত প্রভৃতি বর্ণ যেমন ভিত্তির আশ্রিত হইয়া সেই ভিত্তিতেই বিবিধ চিত্র যেরূপ উৎপাদন করে তদ্রূপ মায়া নামক উক্ত পরমাত্ম শক্তি সেই সদ্বস্তু পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহা-তেই বিবিধ কার্য্য কল্পনা করিয়া থাকে। মায়া দ্বারা পরমা-ত্মার অস্তিত্ব প্রকাশ পায় না। কেননা ভ্রান্তি প্রদর্শন করাই মায়ার স্বভাব।

যদি বল মিথ্যা বস্তুর প্রতীতি উৎপাদন করাই মায়িক পদা-র্থের ভূষণ হইল, তবে একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রের আলোচনা কর করিলে ক্রমে উক্ত উভয়ের ভিন্নতা তোমার চিত্তে নিরূঢ় হইবে অর্থাৎ ভিন্নতা পক্ষে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে। আরও দেখ মনুষ্যগণ এক প্রকার পদার্থ দ্বারা গঠিত। কারণ কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য এবং কি শূদ্র কি যবন কি ম্লেচ্ছ, কি সভ্য কি অসভ্য প্রত্যেক নর নারীর দেহ একই পদার্থ, ও একই যন্ত্র, আর একই

ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। অস্থি, শোণিত, মাংস, বসা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, এবং ফুস্ ফুস্ হৃদপিণ্ড, যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল কাহারও বিভিন্ন প্রকারে গঠিত অথবা তাহাদের কার্য্যের তারতম্য কদাপি পরিলক্ষিত হয় না। ক্ষুধার সময় আহার, পিপাসায় জল পান, দুঃখে বিমর্ষ, সুখে আনন্দ ইত্যাদি দৈহিক কার্য্যের কাহার জাতিভেদ, স্থান ভেদ, কিম্বা কার্য্যভেদে কস্মিন কালে পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় না। (কিন্তু কি আশ্চর্য্য) সকলই এক হইয়াও ভেদাভেদ জ্ঞান এবং কার্য্য বিভিন্নতার তাৎপর্য্য কি, বাস্তবিক ক্ষুধায় আহার করিতে হয় তাহা দেহীর ধর্ম্ম বিশেষ, কিন্তু আহারীয় দ্রব্যের সতত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, কাহার আহার তণ্ডুল ও দুগ্ধ ঘৃত, কাহার আহার চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, এবং কাহার মদ্য মাংস প্রভৃতি আহারে পরিতৃপ্তি লাভ হয় না শয়নে, বা উপবেশনে, ভ্রমণে বা দণ্ডায়মানে আলাপনে কিম্বা মৌনাভাবে প্রত্যেক মনুষ্যের বিভিন্নতা আছে। এই বিভিন্নতার কারণ স্বভাব গুণকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, এই স্বভাবের স্বাতন্ত্র ভগবানের বিচিত্র অভিনয় যেমন এক মাতৃগর্ভে পাঁচটি* সন্তান জন্মিল, মাতা পিতার শোণিত, শুক্র, এক হইয়াও পাঁচটি পঞ্চ প্রকারের হইয়া থাকে।

---

* এই বিষয়ের বিবিধ মতভেদ আছে কিন্তু তৎসমুদয় সিদ্ধান্ত বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য নহে কারণ যাহারা সন্তানের জন্ম কালীন পিতা মাতার মানসিক অবস্থার প্রতি বিভিন্নতার হেতু নির্দ্দেশ করেন, তথায় দেহ গত কারণের অভাব হইয়া পড়ে। দেহ গত কারণ সন্তানে প্রকাশিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত যাহার পিতার কোন প্রকার ব্যাধি থাকে তাহার সন্তানের সেই ব্যাধি প্রকাশ হইয়া থাকে, আর যাহার যে প্রকার অবয়ব তাহার সন্তান সন্ততিরও বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্য মানসিক কিম্বা দৈহিক কারণকে সন্তানের স্বভাব সংগঠনের আদি কারণ বলা যাইতে পারে

ভগবান মনুষ্যদিগকে এক পদার্থ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু প্রত্যেকের স্বভাব স্বতন্ত্র করিয়াছেন, ব্যক্তি মাত্রেই তাহার দৃষ্টান্ত। বাল্যাবস্থা হইতে মনুষ্যদিগের পরিবর্দ্ধন ক্রমে তাহাদের স্বভাব যেমন পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে, সেই পরিমাণে নানাবিধ বাহ্যিক অস্বাভাবিক ভাব দ্বারা আবৃত হইয়া আইসে। যেব্যক্তি যেমন অবস্থায় যে প্রকার সংসর্গে থাকিবে, সেই প্রকার ভাব তাহার স্বভাবে আবরণ হইয়া যাইবে। কিম্বা সুপণ্ডিতের সহিত মুর্খের প্রণয় অথবা ধনীর সহিত দরিদ্রের ঘনিষ্ঠতা যার পর নাই অস্বাভাবিক কথা, কিন্তু যখন কোন দুর্বিপাক বশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে এই প্রকার বিপরীত প্রকৃতির ব্যক্তির এক স্থানে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়, তখন প্রবল অর্থাৎ কাহার প্রকৃতি স্বভাবে রহিয়াছে তাহার নিকট দুর্ব্বল অর্থাৎ যাহার স্বভাব বিলুপ্ত হইয়াছে সে পরাজিত এবং আয়ত্তে আনীত হইয়া থাকে। স্বভাব এবং অস্বাভাবকে প্রকৃত এবং বিকৃতাবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। যেমন হরিদ্রা, ইহার সহিত যে পরিমাণে হরিদ্রাই মিশ্রিত হউক হরিদ্রা কখনই বিকৃত হইবে না, কিন্তু চুণ মিশাইলে বিবর্ণ হইয়া না হরিদ্রা না চুণ তৃতীয় প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইবে। যদ্যপি হরিদ্রার পরিমাণ অধিক হয় তাহা হইলে বিকৃত পদার্থটি হরিদ্রার মধ্যেই নিহিত থাকিবে অথবা চুণ অধিক হইলে ইহারই প্রাধান্য রহিয়া যাইবে। যেমন গঙ্গা জলে এক কলস দুগ্ধ নিক্ষেপ করিলে, দুগ্ধের চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। অথবা এক কলস দুগ্ধে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল মিশ্রিত করিলে জলীয়াংশ অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া যায়। এই আবরণ

না, এই নিয়ম মতে পণ্ডিতের মূর্খ সন্তান হওয়া অনুচিত কিন্তু সচরাচর তাহার বিপরীত ঘটনাই ঘটিয়া থাকে।

এমন অলক্ষিত ও অজ্ঞাতসারে পতিত হইয়া যায়, তাহা স্বভাবাভিজ্ঞ ব্যতীত কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রত্যেকের স্বভাবে এই প্রকার অগণন আবরণ পতিত থাকায় নিতান্ত অস্বাভাবিকাবস্থা স্থিরীকৃত হইতেছে। যেমন এক ব্যক্তি স্বত্ত্বগুণী স্বভাব বিশিষ্ট, বাল্যাবস্থায় রজগুণী বয়স্যদিগের দ্বারা রজগুণ প্রাপ্ত হইয়া স্বভাব হারাইয়া ফেলিল। পরে বিবাহের দিবসাবধি যদ্যপি তমোগুণ স্ত্রীলাভ হয় তাহা হইলে তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, এই রূপ উদাহরণ প্রায় প্রতি গৃহে প্রত্যক্ষ হইবে।

এক্ষণে সংসারে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ যে প্রত্যেক নর নারী সকলে কোন্ প্রকার অবস্থায় অবস্থিত। কাহার স্বাধীন প্রকৃতি, কাহার পরাধীন প্রকৃতি এবং কাহারও প্রকৃতি অন্যের সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে।

যাহার স্বভাব স্ব, ভাবে রহিয়াছে সেই স্থানেই স্বাধীন ভাব লক্ষিত হয়, পরাধীন স্বভাব স্বভাব বিচ্যুতিকে কহে। এবং যে স্থানে উভয়ের এক স্বভাব সেই স্থানেই মিলনের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক নিয়ম সর্ব্বত্রই প্রয়োজ্য হইতে পারে, যখন কেহ কাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চাহেন তখন তাহাদের পরস্পর প্রকৃতির মিলন না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন কদাচিৎ সাধিত হয় না। মাতালের সহিত সাধুর সদ্ভাব অথবা ক্রোধ পরায়ণ ব্যক্তির সহিত শান্ত গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির মিলন নিতান্ত অসম্ভব।

এই হেতু বিবাহ কালীন পাত্র পাত্রীর স্বভাব অবধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ উভয়ে সম স্বভাব বিশিষ্ট হইলে সকল কার্য্যই সমভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, যদ্যপি স্ত্রী স্বত্ত্ব গুণা এবং স্বামী তমোগুণ বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে এক জনের ঈশ্বর

চিন্তা ও আর এক জনের তদ্বিপরীত বিদ্বেষ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। অতএব কি স্বামী কি স্ত্রী উভয়ের স্বভাব সমগুণ যুক্ত না হইলে সে স্থানে পরস্পরের অস্বাভাবিক কার্য্য বা অধর্ম্মাচরণ সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের কি মহিমা যে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই নিয়মের পারিপাট্য দর্শন পথে পতিত হইয়া থাকে, দিবসের পর রাত্রি সমাগত হইতেছে, দিবাকরের প্রবল রশ্মি কখন সুধাকরের স্নিগ্ধ কর জালের সদৃশ হয় না, হিমাচলের অনন্ত শৈত্যভাব বিলয় প্রাপ্ত হইয়া উষ্ণ প্রধান দেশের দুঃসহনীয় উত্তাপ উদ্ভূত হইয়া যাইতেছে না।

এ জন্য মনুষ্যদেহ যেমন দ্বিবিধ তেমনি শাস্ত্র ও দুই প্রকার, দেহ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম স্বাভাবিক নিয়মে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা এক শ্রেণীর শাস্ত্র, এবং দেহী বা আত্মা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার শাস্ত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যদিও দেহ ও দেহী পরস্পর বিভিন্ন প্রকার বলিয়া কথিত হইল কিন্তু একের অবর্ত্তমানে দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেই জন্য দেহ ও দেহীর একত্রিভূতাবস্থায় বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। দেহের বিকৃতাবস্থা উপস্থিত হইলে দেহী বিকৃত না হউক কিন্তু বিকৃতাঙ্গের নিকট নিস্তেজ এবং নিষ্ক্রিয় হয়, অথবা দেহী, দেহ ত্যাগ করিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিকার প্রাপ্ত না হইলেও তাহাদের কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত দেহ ও দেহী স্ব স্ব প্রধান হইয়া ও উভয়ের আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব শাস্ত্র দুই প্রকার প্রথম জড়, ২য় চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, যে শাস্ত্র দ্বারা দেহ এবং আত্মার সহিত বাহ্য পদার্থের সম্বন্ধ শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহাকে জড় শাস্ত্র বলা হয় এবং চৈতন্য ও দেহ চৈতন্যের জ্ঞান লাভের উপায়কে আধ্যাত্মিক শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

একারণ সেই সর্ব্ব শক্তিমান পরম ব্রহ্মের অসামান্য শক্তিতে এই ভুতাবাস বিশ্ব সংসার পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার পক্ষ পাত হীন, স্বাভাবিক নিয়মে, পাপীর প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে, ধার্ম্মিক মুক্তি পাইতেছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার নিকট ক্ষুদ্র বর্ত্তুলবৎ পরিদৃশ্যমান, যিনি অনন্তের অনন্ত, চৈতন্যের চৈতন্য, যিনি জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, ঘাটে, বাটে, ধাতুকাটে বাস করিতেছেন, যিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর, বৃহত্তাধিক বৃহত্তর, যিনি সংকীর্ণ, যিনি অসীম, সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে রহিয়াছেন, যাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, সেই বিশ্ব, নিয়ন্তা বিশ্ব পতির বিশ্বারাধ্য চরণ স্মরণ করিয়া—সাংসারিক কার্য্যে বিরত হও।

স্ত্রীলোক যতই বকুক্ না কেন কালিদাসের পক্ষে আমড়া যেমন শস্যের সঙ্গে খোঁজ নাই আঁটি আর চামড়া। ফলের আকৃতি অনুসারে তুলনা করিয়া দেখিলে, আমড়া হইতে এক অংশ সার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই আবার নিতান্ত পক্ষে অস্বাস্থ্য কর পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়।

কালির গুণের কথা অতি চমৎকার।
এমন গুণের কালি না হেরিব আর॥

কালিদাস পরিণামে যেমন পাণ্ডিত্য লাভ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন প্রথম বয়সেও এমনি হদ্দমুদ্দ বেয়াড়া আনাড়ি ছিলেন, যে এরূপ প্রায় নয়নগোচর হয় না।

যোগ দীক্ষা।

জ্ঞান হেতু যেরূপ অনেক ভাক্ত বিষয়ের কল্পিত গাম্ভীর্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার অজ্ঞতা দ্বারাও অনেক অসার

পদার্থের সময় সময় ওজস্বীতা বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন কালের লোকেরা এই জন্যই অনেক বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ব সংস্থাপন ও সংরক্ষণাশয়ে সাধারণ লোকদিগকে শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ, নাম রাখিতেন, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অনেক ব্যাপারেই ওজস্বীতা সে কালে নির্জ্জন, ও নীরব আর গোপন ভাব দ্বারা রক্ষিত হইত। যে কথা বা যে পুস্তকের অর্থ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মান্য করিত। অস্মদ্দেশে সাধারণ বাঙ্গালা ছন্দের উপদেশ অপেক্ষা সংস্কৃত ছন্দের উপদেশ অধিক আদরণীয়। সরল সংস্কৃত ভাষার কথা অপেক্ষা দুর্জ্ঞেয় জটিল বৈদিক ভাষার শব্দ সকল অধিক ওজস্বী, মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতি যতই কুটিল ও অবোধ্য হয়, সাধারণের পক্ষে ততই তাহার মহিমা এবং বুজ্‌রুগী বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কোন ফকির কি বাবাজী সর্ব্বদা লোক চক্ষের অপরিজ্ঞাত স্থানে বাস করেন, ক্বচিৎ কখন কাহাকে দেখা দেন, নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে বলিয়া প্রায়ই কথা কহেন না, এবং যাহাও কখন কহেন তাহা এক প্রকার প্রলাপে জড়াইয়া কহেন, ঐ ফকির কি বাবাজীর মহত্ত্ব বা দেবত্ব, বাজারে বেড়িয়া বেড়ান ফকির সন্ন্যাসীগণের মহিমা হইতে সর্ব্বদাই অত্যন্ত অধিক। এই গোপনীয়তা, দুর্জ্ঞেয়তা এবং অজ্ঞতা যে অনেক সময়েই ব্যাপারাদির ওজস্বীতা আর গুরুত্ব রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা আজি কালির সভ্যতাভিমানীদিগের ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যেও অতিশয় সুস্পষ্ট রকমে লক্ষিত হয়। আমাদের দেশে যখন যোগ শাস্ত্র আর তন্ত্র শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড সকল এক সময় অতিশয় বাহুল্য রকমে প্রচলিত ছিল, তখন তাহারও ব্যাপারাদির নিগূঢ়তত্ব বিষয়ে সাধারণ জন সমাজকে অর্থাৎ যে সকল লোকের মধ্যে যোগ এবং সাধারণের অলৌকিক শক্তি

প্রচার করিতে হইবে, বলিয়া, তাহাদিগের নাম, সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, বলিয়া রাখা হইত। "গোপয়েন্মাতৃ জারবৎ" মাতৃ জারের ন্যায় সর্ব্বদা গোপন রাখিতে হইবে। প্রত্যেক সিদ্ধ পুরুষ বা যোগী-কেই তখন এই সপথ নিতে হইত বটে; কিন্তু যখন ক্রমে সাঙ্খ্য, পাতঞ্জলের মূল সূত্র সকল অতিশয় দুর্জ্ঞেয় হইয়া উঠিল, মহা-নির্ব্বাণ এবং তন্ত্র সারাদির ভাষা যাহা নাকি সরল এবং সহজার্থে অশ্লীল, কিন্তু আজি কালির ঐকান্তিক আর্য্য পরায়ণ ভাবুক বাবুদের অনুমিত রূপকার্থে কি না জানি কি, খোলাশা রকমে বুঝান অত্যন্ত ভার হইয়া পড়িল, আর যোগ শাস্ত্রাদির নানা-প্রকার উৎকট ব্যায়াম্ ও তন্ত্র শাস্ত্রাদির শবারোহন্ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বিকট ক্রিয়া সকল, মানবেরা করিতে করিতে কতক গুলি ক্লান্ত ও হতাশগ্রস্ত, অপর কতকগুলি তাহাদের বি করাল ও উগ্রভাব দর্শনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িল। মান-বেরা এই সকল উদ্বেগ ও আপদ রাশির মধ্যে যোগীদিগের যোগ বল ও সিদ্ধ পুরুষদিগের দৈবীবল হইতে যখন কোন আনু-কূল্য পাইল না, বরং সিদ্ধগণের মধ্যে অনেক্কেই বিপ্লবে পতিত হইতে হইল। যোগ বিষয়ক বিস্তার এখানে অনাবশ্যক তবে গোসাঞীজীর ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ নিম্নে লিখিত হইল।

গোসাঞীজী এইবার নূতন বেশে ও নূতন ধরনে এখানে আসিয়া অনেক লোককে যোগশিক্ষা ও মন্ত্র শিক্ষা দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন।

গোসাইজীর এবার গেরুয়া বসন পরিধান, গেরুয়া বর্ণের পিরহন গায়, পায় বৃন্দাবনী বিনামা মুখে কেবল সর্ব্বদাই হরি-বোল হরিবোল হরিবোল শব্দ অর্থাৎ উপাসনার সময় হরিবোল আল্লা তোবা আল্লা বল মন এই শব্দ।

উপাসনার সময় গোসাই বসিয়া বসিয়া কেবল হরি-

বোল হরিবোল বলেন পরে যখন ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয় তখন বসা হইতে দাঁড়াইয়া হরিবোল বলেন, পরে স্থিরভাবে চক্ষু মুদিয়া থাকেন।

আর তাঁহার সঙ্গীয় চেলারা তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। গোঁসাঞী জি যখন পড় পড় হয়েন তখন তাঁহার চেলারা গোঁসাইকে ধরিয়া একেবারে শোয়াইয়া ফেলে। গোসাঞী অজ্ঞান অবস্থায় চুপ করিয়া থাকেন। পরে কীর্ত্তন থামিয়া যায় কিন্তু গোঁসাই অজ্ঞানই থাকেন। তাহার পর তাঁহার চেলারা যখন তাঁহার কাণের কাছে প্রায় ২০।২৫ মিনিট সময় পর্য্যন্ত হরি ওঁ হরি ওঁ শব্দ করে তখন গোসাঞী অর্দ্ধ চৈতন্য যুক্ত হইয়া শোয়া হইতে উঠিয়া বসেন। প্রথম অস্পষ্ট ভাবে গোঁ গোঁ করিয়া কত কি বলিয়া থাকেন। কোন কোন দিন স্পষ্ট করিয়াও নানা প্রকার কথা বলেন, কোন দিন বলিয়া থাকেন "কাজি সাহেব" শোভান আল্লা, সেলাম, আসুন। হাত অগ্রসর করিয়া বলেন বলুন কেমন আছেন, এখানে কত দিন যাবৎ আছেন আপনকার কার্য্য কর্ম্ম কেমন চলিতেছে ও আবার কবে, দেখা হবে, এত দিন দেখা হয় নাই কেন, কোন দিন বলেন আসিয়াছেন, বেশ হইয়াছে আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন্ না, আমি পরীক্ষা দিতে পারিবনা, আমায় ও সব আর করিবেন্ না। একবার আমাকে আপনারা পরীক্ষা করিয়া বিষম শঙ্কটে ফেলিয়া ছিলেন, যোগিনি মাতা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে তুমি সিদ্ধা হও। সিদ্ধা হইলে অনেক রোগ আরাম করিতে পারিবে, আর অনেক বুজ্‌রুক্ দেখাইতে পারিবে, আমি তাহাই স্বীকার করিয়া ছিলাম, তাহাতে আমার যোগিনী মাতা আমায় রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে তুমি কি চাকরি লইতে চলিয়াছ তখন আমার

জ্ঞান হইল জ্ঞান হওয়াতে আমি সিদ্ধা হইতে অমত প্রকাশ করিলাম তখন বলিলাম আমি সিদ্ধা হইতে চাহিনা ওসব আমার দরকার নাই। আমার চক্ষু আরও পরিষ্কার করিয়া দেও, আমি ঈশ্বরকে ডাকিতে বা দেখিতে পারি এমৎ করিয়া দেও, ও তাঁহার প্রতি ভক্তি থাকে, তাহা হইলেই হয়, এই কথার পরেই ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। পরে গোঁসাইজির নিকট একদিন অনেক ব্যক্তি আসিয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করেন তাহাতে প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তর যাহা দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ হইল।

যথা।

প্রশ্ন। মহাশয় উপাসনার সময়ে যে সকল কথা বলিয়া থাকেন তাহা কাহারও সঙ্গে বলেন কি না।

উত্তর। যে সকল যোগী বা সিদ্ধ পুরুষ আছে, যোগবলে তাহাদের সহিত দেখা হয়, আমি তাহারদিগের সহিত কথা বলি, তাহাই তোমরা শুনিতে পাইয়া থাক।

প্র। উপাসনার সময় যখন অজ্ঞান থাকেন তখন আপনার মনের ভাব কি প্রকার হয়।

উঃ। তখন আমি ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করি অর্থাৎ তাঁহাকে দেখি আর তাঁহার নিকট হইতে সুধাপান করি।

প্র। ঈশ্বর আপনাকে কি পরিমাণে সুধা দিয়া থাকেন।

উঃ। সোমরসের পরিবর্ত্তে নিত্য মামার বাড়ী ১৸৹ আনা করিয়া প্রণামি দিয়া থাকি তদ্বাদে আফীঙ্গ ৴১৫ পয়সার আর যোগে বসিবার পূর্ব্বে ৶৹ আনার তুরুপ্ সওয়ার খরিদ করিয়া থাকি, সম্প্রতি কলুটোলা সাকীনের প্রধান কবিরাজ বাবু চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় সোমলতা আনাইয়াছেন এবং ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের কল্যাণে খোলা ভাঁটিরও আদেশ হওয়ায় সুধার বড় অপ্রতুল হইবে না।
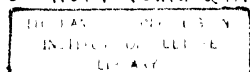
প্র। সাধুদিগের যোগের কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য পরিচারিকা আবশ্যক হয় কি না।

উঃ। আমার স্ব পত্নীর ভগিনী বিধবা হওয়ার পর হইতে আমার যোগে যোগ দান করেন আমি তাঁহার নিমিত্ত অদ্য ১২ বৎসর এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি।

প্র। ঈশ্বর দেখিতে কি প্রকার।

উঃ। ঈশ্বর সর্ব্ব ব্যপী নহেন, কিন্তু জড় পদার্থও নহেন, এক খণ্ড আলোময় মাত্র।

প্র। যোগবলে যত জীবিত যোগী আছেন আপনি কেবল কি তাহা দিগকে দেখেন, না আরও কিছু দেখেন।

উঃ। যোগবলে সমস্ত দেখি, পরকাল দেখি, মৃত ব্যক্তির আত্মা দেখি, আর জীবিত লোক সকলের অন্তরের ভাব দেখি।

প্র। পরকাল যাহা আপনি দেখিতে পান তাহা কি রকম স্থান।

উঃ। সকল জিনিস ও বৃক্ষ লতা গুল্ম কীট পতঙ্গ গৃহাদি সকলেরই সুক্ষ্ম ও স্থূল শরীর আছে। এখানে আপনার স্থূল শরীর যেরূপ দেখিতে পান, পরকালে সেই প্রকার সমস্তের সূক্ষ্ম শরীর আছে।

প্র। পরকালে স্ত্রী পুরুষ আছে কি না।

উঃ। আছে স্ত্রীলোক সকল যেখানে আছেন পুরুষ আত্মা সকল সেখানে যাইতে পারে না, কেবল যোগবলে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সেখানে গণ্য হইয়াছেন আর তাহারাই যাইতে পারেন পুরুষ যদি ধার্ম্মিক হয় ও স্ত্রীলোক যদি অধার্ম্মিকা হয়, তথাপি স্ত্রীলোকের স্থান পুরুষ ধার্ম্মিকের স্থান হইতে উচ্চে নিরূপিত হয়

প্র। কালী দুর্গা মহাদেব ইহাদিগের ভজনা করিলে মুক্তি আছে কি না।

উঃ। আছে ঈশ্বর জ্ঞানে যে যাহার প্রতি সরল বিশ্বাস ও ভক্তি করে তাহারই মুক্তি হইবে, ও ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্র। পুনর্জন্ম আছে কিনা, থাকিলে তাহা কিরকম,

উঃ। ঈশ্বরের শাসনে যে প্রকার এই পৃথিবী দেখিতেছেন, সেই রকম আরও অনেক পৃথিবী আছে যেমন সূর্য্যলোক, চন্দ্র-লোক ও নক্ষত্র লোক।

প্রঃ। আমরা মৃত ব্যক্তির আত্মা দেখিতে পারি কি না।

উঃ। ঘোর তর পাপীকেও ১ ঘণ্টার মধ্যে যোগবলে ঈশ্বরকে দেখাইতে পারি কিন্তু তাহা করার এখন সময় হয় নাই।

প্রঃ। আপনার যিনি গুরু তাঁহার সহিত আপনার দেখা হয় কি না।

উঃ। তিনি আমার উপাসনার সময় এই খানে প্রতিদিন আসিয়া যোগদান করেন তাঁহাকে কেবল আমি দেখি।

প্রঃ। আপনি যাহা দেখিতে পান, আমরা তাহা কেন দেখিতে পাই না।

উঃ। এই চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইবেন্ না। এবং আমি এই চক্ষে দেখি না। আর একটী চক্ষু আছে যোগ করিতে করিতে সাধন বলে তাহা খুলিয়া যায়। তাহা অন্তর্দিব্য চক্ষু তাহার দ্বারা সকল দেখিতে পাই। যাহার দিব্য চক্ষু নাই সে কিরূপে, দেখিবে।

গোঁসাই জি এই সহরে আসিয়া অনেককে যোগ মন্ত্র দীক্ষা দিয়া শিষ্য করিয়াছেন।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে জ্ঞানবানপি।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহ কিং করিষ্যতি॥—গীতা

অর্থ, সংস্র জ্ঞানে জ্ঞানবান হইলেও সে আপনার স্বাভাবিক

প্রকৃতির অনুরূপই কার্য্য সকল করিয়া থাকে। প্রাণীরা সর্ব্ব-দাই আপন আপন স্বভাবকে অনুগমন করে, নিগ্রহাদি করিলে কি হইবে।

অর্থাৎ যে প্রথা ও পদ্ধতির মধ্যে মনুষ্য জন্ম হইতে প্রতি পালিত হইয়া আসে, সে মনুষ্যের জন্মগত প্রকৃতি ভিন্ন রূপও থাকে, তাহা দেশাচার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত, হয় বটে তবে সহজে তাহার দাগ বা পদচিহ্ন শরীর ও মন হইতে ধুইয়া ফেলিতে পারে না। আর গেরুয়া বস্ত্র ও বৃন্দাবনী জুতার প্রতি অনুরাগ, বা প্রগাঢ় ভক্তি যোগী সন্ন্যাসী দেখিলে অমনি তাহার কথায় অত্যন্ত বিশ্বাস এবং মন্ত্র দেওয়া ও নেওয়া বা শিষ্য হওয়াতে অত্যন্ত আনন্দ উৎসাহ, তাহা কেবল পুরুষ পরম্পরাগত অভ্যাসের ফল মাত্র।

আর আর্য্য জাতিরা মুক্তিকে অপবর্গ বলিয়া জানেন, ঐ মুক্তি চতুর্ব্বিধ প্রকার, যথা সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, সালিপ্য, ইহার মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ মুক্তি ভক্তিজা। শেষ মুক্তি সালিপ্য জ্ঞান বৈরাগ্য সাপেক্ষ হেতু অপরাপর মুক্তি হইতে গরীয়সী সালোক্য মুক্তিকে সগুণ ব্রহ্মের সমলোক, সারূপ্যে তাঁহার সমান রূপ, সাযুজ্যে সমান ক্ষমতা, সালিপ্যে নির্ব্বাণ অর্থাৎ জলে জল যেরূপ মিশ্রিত হয় তদ্রূপ সালিপ্যে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যায়। পরম হংস যোগীরা এই মুক্তি লাভ করিতে পারেন নচেৎ অন্য যোগীগণ কেবল স্বর্গ ভোগান্তে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সংসার যাতনা ভোগ করিতে থাকেন। তন্মধ্যে জীবন্মুক্ত পরম হংস এক প্রকার, বিদেহ মুক্ত পরম হংস অন্য প্রকার, জীবন্মুক্তেরাও কখন কখন সংসার সাগরের আবর্ত্তে নিপতিত হন। বিদেহ মুক্তেরা দেহ পাত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহজগতে সাক্ষী স্বরূপ থাকেন, দেহাবসানে পরমত্মায় মিলিত হইয়া যাওয়ায় সংসারে

তাহার আর অস্তিত্ব থাকেনা। তিনি তখন অন্যান্য স্বর্গ হইতে সপ্তমস্থান আধ্যাত্মিক জগতে গিয়া বিশ্রাম লাভ করেন, জীবের জীবত্ব ক্ষয় না হইলে আধ্যাত্মিক জগতের প্রজা হইতে পারে না। ভূলোক যেমন পাপপুণ্য, সুখ দুঃখ স্থান "তেমনি সপ্তম স্বর্গ আধ্যাত্মিক জগৎ পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নিষেধ শূন্য, এখানে চন্দ্র সূর্য্যের ক্ষমতা না থাকিয়াও উহা আত্ম জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, পাঞ্চ ভৌতিক কোন প্রাকৃতিক পদার্থ এখানে না থাকিয়াও পঞ্চতন্মাত্র নিত্য হইয়া বিরাজ মান আছেন। প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি, ও পঞ্চ মহাভূত, অবিকৃত ভাবে একত্রিত হইয়া এখানে পরমাত্মায় মিলিত হইয়া আছেন।

এস্থানের মাহাত্ম বাক্য মনের অগোচর। তবে সিদ্ধ যোগীরা সমাধি অবস্থায় ইহার বিষয় জ্ঞানের দ্বারা কিছু কিছু অনুভব করেন বটে। পৌরাণিকেরা সত্য লোক বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার আলোক প্রত্যেক জগতের কেন্দ্রীভূত সূর্য্য মণ্ডলে পতিত হওয়ায় তাবৎ সূর্য্যই জ্যোতিষ্মান, যোগী সকল স্ব স্ব দেহে ষট্ চক্র ও সহস্রার স্বরূপ সত্যলোক চিন্তা করিতে করিতে যখন সত্যধাম পবিত্র বুদ্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে থাকেন তখন যোগী চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইয়া সপ্তম স্বর্গ সত্যলোকের আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া পড়েন। ইহাকেই যোগীরা আত্ম সাক্ষাৎ কার বলিয়া জ্ঞান করেন, এতদ্ভিন্ন পরমাত্মার প্রকৃত রূপকে, কেহই সাক্ষাৎ করিতে পারেন না।

যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

পর মাত্মার প্রকৃত রূপের বিষয় বলিতে বাক্য ও মন পরাভূত হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। ইহার প্রকৃতার্থ এই এবং ভ্রম

প্রমাদাদি দোষ যুক্ত মন ও বাক্যের দ্বারা তাঁহার বিষয় বর্ণনা করিতে অপারগ। পবিত্র বাক্য ও মনের গ্রাহ্য হেতু পবিত্রাত্মা যোগী সকল ষট্‌চক্র চিন্তা করিতে করিতে আত্ম সাক্ষাৎ কার লাভ করেন ঐ সত্য লোকের অধঃ মহল্লোক, মহল্লোকের অধঃ তপঃ লোক, তপঃ লোকের অধঃ জন লোক, জন লোকের অধঃ স্বর্লোক, স্বর্লোকের অধঃ ভুব লোক, ভুব লোকের অধঃ ভূর্লোক, মূলাধার ভূলোক, স্বাধিষ্ঠান ভুবর্লোক, মণিপুর স্ব লোক, অনাহত জন লোক, সহস্রার সত্য লোক। সত্য লোকে সত্ব, রজঃ, তম, ও আবরণ বিক্ষেপের সম্পর্কশূন্য। সে স্থানে বিশুদ্ধ জ্ঞান আর পরমানন্দ, সত্য ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।

জীবাত্মা যাবৎ পর্য্যন্ত ক্রিয়াশূন্য ও বহির্জগৎ বিস্মৃত হইতে না পারেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত বহির্জ্জগতে অর্থাৎ ভূলোক হইতে মহল্লোকে ভ্রমণ করিবেন, ভূলোক বাসী গণ যেমন সুখ দুঃখের ভাগী, সত্যলোক ভিন্ন অন্যান্য লোকও তেমনি সুখ ও দুঃখের আস্পদ। তবে ভূলোকের ঊর্দ্ধে মহল্লোক পর্য্যন্ত যত লোক আছে সে সকল লোকে ক্রমেই পাপাচার অল্প। ঐ সকল স্থানকে স্বর্গ বলে। স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগের যাঁহারা অধিকারী তাঁহারাই পৃথিবী পরিত্যাগের পর, ক্রমে পরম্পরায় ঐসকল লোকে গমন করিয়া সুখ সম্ভোগ করত পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আসিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করেন, বিনা জ্ঞানে কর্ম্ম বা কর্ম্ম বীজ ধ্বংস হয় না। কেবল বিশুদ্ধ ভক্তি যোগে ও কর্ম্ম বা কর্ম্ম বীজ ধ্বংস হইতে পারে" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্যক্ত আছে যে আজ্ঞাখ্য চক্রের অর্থাৎ মহল্লোকের উপরি সহস্রারের অর্থাৎ সত্যলোকের অধঃ ধ্রুব, শুক্র, শিশুমার সূর্য্য ও চন্দ্রলোক আছে, ঐ লোক পঞ্চকোপরি কুজ্ঝটিকাবৎ কারণবারিও আছে, ঐ

বারির উপরি ব্রহ্মাণ্ড বহির্ভূত সত্যলোক আছে, ঐ সত্য লোককে বৈষ্ণবেরা গোলোকধাম এবং শৈব শাক্তেরা কৈলাশ শিখর বলিয়া থাকেন, সত্যলোক হইতে যে দ্বাদশটি স্থান আছে তৎসমুদায়ই শ্রীগুরুর আসন অর্থাৎ পরমাত্মার স্থান। বিদেহ মুক্ত পরমহংস যোগীরাই ঐ সকল স্থান সন্দর্শন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারেন। অন্যের পক্ষে নিতান্ত অসাধ্যকর এবং অসাধ্য বলিয়া কথিত হয়।

সংসার সাগরা ওর্ত্তুং যদীচ্ছেদ্যোগিপুঙ্গবঃ।
সুগুপ্তে নির্জ্জনে দেশে বন্ধমেবং সমভ্যসেৎ॥

সংসার সাগর হইতে যদি কেহ উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন তবে অতি যত্নসহকারে অতিশয় সুগুপ্ত নির্জ্জন স্থানে এই মূলবন্ধ যোগ অভ্যাস করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। এ যোগ অভ্যস্ত হইলে যোনি মুদ্রা যোগীর অতিশয় আয়ত্তাধিন হয়, যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হইলে অপর যে সকল মুদ্রা আছে তাহা অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পাদমূলেন সংপীড্য গুদমার্গং সুযন্ত্রিতম।
বলাদপান মাকৃষ্য ক্রমাদূর্দ্ধং সমভ্যসেৎ,
কাল্পতো হয়ং মূলবন্ধো জরা মরণ নাশনং॥

যোগী ব্যক্তি স্বীয় পাদমূল দ্বারা গুহ্যদ্বারকে সংপীড়ন করত আবদ্ধ আপন বায়ুকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিলে ইহাতে জরা মরণ নিবারণ হয়, আর সর্ব্বত্র কুম্ভকের আবশ্যক। ইহারই প্রকৃত নাম মূলবন্ধ (সকল কার্য্যের মূলবন্ধ করিতে হয় এবং করাও নিতান্ত আবশ্যক, মূলবন্ধ ব্যতীত) তাবৎ কার্য্যই অচির স্থায়ী বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে অতএব স্থায়ী কার্য্য করিতে থাক।

অপাদ প্রাণয়োরৈক্যং প্রকরো ত্যধিকল্পিতং
বন্ধে নানেন কার্য্যস্ত যোনি মুদ্রা প্রসিধ্যতি ॥

যে ব্যক্তি কুম্ভক দ্বারা অপান, ও প্রাণবায়ুকে প্রকৃত রকমে এক তান, অর্থাৎ ঐক্য করিতে পারেন তিনি এই মুদ্রা দ্বারা যোনি মুদ্রায় অবশ্য সিদ্ধ হইতে পারেন, এবং উক্ত বায়ুদ্বয়কে ঐক্য করিতে হইলে প্রথমতঃ মূলবন্ধ মুদ্রার প্রয়োজন, মূলবন্ধ ব্যতীত অপান প্রাণের ঐক্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

বিপরীত করণ মুদ্রা।

ভূতলে স্ব শিরো দত্বা খেলয়ে চ্চরণদ্বয়ং
বিপরীত কৃতিশ্চেষা সর্ব্ব তন্ত্রেষু গোপিতম্।

প্রথমতঃ কুম্ভক করিয়া ভূতলে আপন মস্তক রাখিয়া উর্দ্ধে চরণদ্বয়কে অবক্র ভাবে স্থির রাখিবে, পশ্চাৎ ঐ চরণ দ্বয় চতুর্দ্দিকে খেলাইবে। অর্থাৎ পাদ দ্বয়কে চারিদিকে ঘুরাইবে এই মুদ্রার ফল নিতান্ত সামান্য।

যথা

এতদ্‌য কুরুতে নিত্যং অভ্যাসং যাম মাত্রকং
মৃত্যুংজয়তি সযোগী প্রলয়ে নাবসীদতি ॥

ঐ বিপরীত মুদ্রা প্রভাবে মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়, প্রতি দিবস এক প্রহর অর্থাৎ দিবার চতুর্থ ভাগের এক ভাগ কাল কুম্ভক করিয়া এ যোগ অভ্যাস করিতে হয়, করিতে পারিলে মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় নামধারী পূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয় হইয়া মহা প্রলয়াবসান পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারা যায়। অর্থাৎ মহাপ্রলয় সময়ে সকলের যেমন অবসাদ প্রাপ্তি হয় কিন্তু যোগী সাধকের তাহা হয় না। আবার বিপরীত করণ মুদ্রার অপর ফলও

আছে যথা ঐ বিপরীত করণ মুদ্রা বন্ধন করিয়া যে যোগী স্বীয় শরীরস্থ অমৃতধারা পান করিতে পারেন, তিনি যাবতীয় সিদ্ধ গণের সমতালাভ পূর্ব্বক সর্ব্বলোকীয় স্থিরতা তাঁহার করতলস্থ হয়।

প্রমাণ যথা।

কুরুতেঽমৃত পানং যঃ সিদ্ধানাং সমতা মিয়াৎ,
স সিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ ॥

তৎপরে উড্ডীন বন্ধ মুদ্রার ফল বলা যাইতেছে।

নাভেরূর্দ্ধ মধশ্চাপি তানং পশ্চিম মাচরেৎ।
উড্ডীন বন্ধ এষঃস্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌ ঘনাশনঃ।
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তুকারয়েৎ।
উড্ডীনাখ্যো হয়ং বন্ধো মৃত্যু মাতঙ্গ কেশরী ॥

নাভির ঊর্দ্ধ আর অধদেশে ও পশ্চিম অর্থাৎ পশ্চাৎ দ্বারকে সমভাবে কুঞ্চিত করিবে, এবং নাভির নিম্নস্থ নাড্যাদিকে কুম্ভক দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধভাগ উত্তোলন করিয়া রাখিবে। এই উড্ডীন বন্ধ মুদ্রা সমস্ত ক্লেশকে নাশ করিয়া মোক্ষদায়ক হইবেন। আর উদরের অধোভাগস্থিত যে সকল চক্রস্থ বিষয় আছে সে গুলিকে প্রথমোক্ত ক্রমে নাভির ঊর্দ্ধদেশকে উত্তোলন করিলে ঐ করাকে উড্ডীন বন্ধ বলে যোগ প্রভাবে মৃত্যুও পলায়ন করেন।

নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃস্যা দ্যেন শুদ্ধো ভবেন্মরুৎ
সম্মাস মভ্যসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং।
তস্যোদরাগ্নি র্জ্জলতি রস বৃদ্ধিস্তু জায়তে।
অনেন সুতরাং সিদ্ধির্ব্বিগ্রহস্য প্রজায়তে।
রোগানাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবং ॥

যে যোগী কুম্ভক করিয়া প্রত্যহ চারিবার করিয়া ঐ যোগ অভ্যাসকরেন তাঁহার নাভিদেশ পরিষ্কার হইয়া নিশ্চয় বায়ু পরিষ্কার হয়, এই প্রকারে ছয় মাস সময় অভ্যাস করিলে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু পলায়ন করে। আর যে সকল দ্রব্য যাহা যাহা খাওয়া যায় তৎসমুদয় সুন্দর রূপে পরিপাক হইয়া শরীরের রস বৃদ্ধি পূর্ব্বক হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে, কাজে কাজেই তাহাতে সমস্ত দেহের সিদ্ধিতা লাভ হয়েন, অর্থাৎ শরীরে যে কোন আধিব্যাধি এবং অলসতা থাকে না। আর শরীর স্ববশে থাকে, যেমন্ বৈদ্য শাস্ত্রে অনুপান্ দ্বারা ঔষধের বীর্য্য বৃদ্ধি পায় তেমন যোগ সাধনা পক্ষে যোগাঙ্গ সাধনা না করিলে যোগের কোন ফল দর্শে না ২৩,163

মুদ্রা সকল যোগের অঙ্গ বিশেষ; ঐ মুদ্রা সাধন করিতে পারিলে যোগ সাধনা সত্বরে সিদ্ধ হয়। বৈদ্য শাস্ত্রে যেমন রোগের চিকিৎসা বিহিত থাকায়, বৈদ্যেরা দৈহিক জ্বরাদি ঔষধ দ্বারা প্রতিকার করিয়া থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাধি যেমন তেমনি থাকে, তাহার প্রতিকার করিতে পারেন্ না; তেমনি যোগ শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সমেত প্রতিপালন করিলে আধ্যাত্মিক রোগ বিদূরিত ও তৎসমভিব্যাহারে দৈহিক রোগও ক্ষয় হয়। ইহা অঙ্কশাস্ত্রের ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ ফল দায়ক।

প্রথমে দশটি মুদ্রা বন্ধনের বিষয় যাহা লেখা যাইতেছে বলিয়া যে অঙ্গীকার করা হইয়াছিল তন্মধ্যে মহা মুদ্রা প্রভৃতি ৯নয়টী মুদ্রা লেখা গেল, কেবল বজ্রুনী বন্ধন মুদ্রা লেখা গেল না। কারণ বজ্রুনী মুদ্রার ক্রম অতিশয় গুহ্য ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ সেজন্য এপ্রকারে পরিত্যক্ত হইয়া, যে সকল মুদ্রাবন্ধনের বিষয় লেখা গেল ইহারা স্ব স্ব প্রধান, আর প্রত্যেকেরই ফল স্বতন্ত্র। যোগীরা উহার যে কোনটির সাধনা করিয়া চরিতার্থতা লাভ

করিয়া থাকেন। শেষ মুদ্রার নাম শক্তি চালন মুদ্রা। এই স্থলে সেই মুদ্রা বন্ধনের বিষয় লেখা যাইতেছে।

যথা—

শক্তিচালন মুদ্রা।

আধার কমলে সুপ্তা চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াং।
অপান বায়ু মারুহ্য বলদা কৃষা বুদ্ধিমান্॥
শক্তিচালন মুদ্রেয়ং সর্ব্বশক্তি প্রদায়িনী॥

মূলাধার পদ্মে প্রসুপ্তা ভুজগাকারা কুণ্ডলিনীকে জ্ঞানবান যোগী কুম্ভক করিয়া অপান বায়ুতে আরোহণ করাইয়া বল পূর্ব্বক চালনা করাইবে অর্থাৎ ষট্‌চক্র ভেদ করিবে, ইহার নাম শক্তিচালন মুদ্রা। কুম্ভকাবস্থায় যোগীর উদরস্থ পঞ্চ বায়ু একত্র মিলিত হয়, তখন সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে যোগী যে বায়ুকে পূরণ করেন তাহার নাম অপান বায়ু সেই বায়ু দ্বারা ঐ নাড়ীর মধ্য দিয়া কুণ্ডলিনীকে চেতন করাইয়া মূলাধার হইতে উর্দ্ধে উর্দ্ধে উঠাইয়া সহস্রারে লইয়া যাইতে পারিলে শক্তিচালন করা হয়, ইহার নাম শক্তিচালন মুদ্রা। সাধক মাত্রেই এই মুদ্রা বন্ধনকরা কর্ত্তব্য। এই মুদ্রার ফল বিশেষ লেখা যাইতেছে ইহা অতিশয় গুহ্য।

যথা—

শক্তিচালনমেবং হি প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ॥
আয়ুর্ব্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনং।
বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয় মূর্দ্ধে ভবেৎ খলু॥
তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা ;
যঃ করোতী সদাভ্যাসং শক্তিচালন মুত্তমং॥
যেন বিগ্রহ সিদ্ধিঃস্যাদনি মাদিগুণ প্রদা।
গুরূপদেশ বিধিনা তস্য মৃত্যুভয়ং কুতঃ।

মুহূর্ত্ত দ্বয় পর্য্যন্তং বিধিনা শক্তিচালনং যঃ করোতি প্রযত্নেন
তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ।

মুক্তাসনে ন কর্ত্তব্যং যোগিভিঃ শক্তিচালনং।

এতত্তু মুদ্রা দশকং ন ভূতং নভবিষ্যতি একৈকাভ্যাসনে-
সিদ্ধি সিদ্ধোভবতি নান্যথা॥

এই শক্তিচালন মুদ্রার দ্বারা কুণ্ডলিনী নিজেই নিদ্রা হইতে ঊর্দ্ধে অর্থাৎ সহস্রারে উঠিতে থাকেন এবং প্রত্যহ এই মুদ্রা বন্ধন প্রভাবে যোগীর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অধিকন্তু তাবৎ রোগ বিনষ্ট হয় এজন্য এ যোগ সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে। এই উৎকৃষ্ট যোগ যে ব্যক্তি অভ্যাস করেন তিনি অণি-মাদিগুণ সম্পন্ন হইয়া বিগ্রহ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। এই যোগ যিনি গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া অভ্যাস করেন তাঁহার কোন প্রকার মৃত্যু ভয় থাকে না। এবং যিনি মুহূর্ত্তদ্বয় সময় একাসনে থাকিয়া এই যোগ সাধনা করিবেন তাঁহার এই যোগ সিদ্ধি অতি নিকটে উপস্থিত হয়। নিরাসনে উপবিষ্ট কি দণ্ডায়মান হইয়া কোন যোগাভ্যাস করিবেন্ না। কেবল বিপরীত করণ বজ্রুণি বন্ধন মুদ্রা সাধনে কোন আসনের নিয়ম নাই। এই শক্তিচালন মুদ্রা-
ইতি শিব-সংহিতায়াং যোগ শাস্ত্রে মুদ্রা দশকং।

ভোগ বিঘ্ন।

ইহার পর যোগ সাধন বিষয়ে ভোগ এবং বিঘ্ন
কি কি তাহা বলা যাইতেছে।

নারী শয্যা সনং বস্ত্রং ধন মস্যবিড়ম্বনং।
তাম্বূল ভক্ষণং যানং রাজ্যৈশ্বর্য্য বিভূতয়ঃ॥
হেমং রৌপ্যং তথা তাম্রং রত্নঞ্চাগুরুধেনবঃ।
পাণ্ডিত্যং বেদ শাস্ত্রাণি নৃত্যং গীতং বিভূষণং॥

বংশী বিণা মৃদঙ্গাশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ব বাহনঃ
দারাপত্যানি বিষয়া বিঘ্না এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ভোগ রূপা ইমে বিঘ্না ধর্ম্মরূপানি মাং শৃণ॥

স্ত্রী সহবাস, বিচিত্র শয্যা অপূর্ব্ব বস্ত্র পরিধান, নানাবিধ ধন সম্পত্তি তাম্বূলাদি ভক্ষণ, (অর্থাৎ তাম্বূল ও পানাদি দ্রব্য সকল) রথ শকট ও শিবিকাদিতে আরোহণপূর্ব্বক গমনাগমন রাজৈশ্বর্য্য ভোগ ইহারা প্রত্যেকে মুক্তি পথের দস্যু, এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র হীরক প্রবালাদি দ্রব্য সকল, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, গোধনাদি সম্পত্তি, বেদ শাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ, নৃত্য গীত, বাদ্যাদি শ্রবণ দর্শন, নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ বীণাদি বাদ্যযন্ত্র বাদন, ও তম্বুর নাদিতে অনুরাগ, হস্তি অশ্বাদি বাহনে আরোহণ, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারে অত্যাসক্তি ইত্যাদি বিষয় সকল যোগ বিঘাতক অপর ধর্ম্মরূপ বিঘ্নগুলি ক্রমে বলা যাইতেছে।

ধর্ম্মবিঘ্ন

স্নানং পূজা তিথিহোমং তথা মোক্ষোমযাস্থিতি।
ব্রতোপবাস নিয়মা মৌনমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ, ধ্যেয় ধ্যানং
তথামন্ত্র দানং খ্যাতি র্দ্দিশাস্চ।
বাপীকূপ তড়াগাদি প্রসাদারাম কল্পনা।
যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং তীর্থানি বিবিধানিচ।
দৃশ্যন্তেচ ইমা বিঘ্না ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ॥

স্নান পূজা অতিথি করা ও হওয়া এবং হোম ব্রত নিয়ম উপবাস করা মৌন হইয়া থাকা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা সাকার ধ্যেয় বিষয়ের ধ্যান, মন্ত্রদান, সর্ব্বত্র যশ কীর্ত্তি প্রকাশ পুষ্করিণী ও দিঘি ও কূপ প্রতিষ্ঠা ও উদ্যানাদি নির্ম্মাণ করতঃ তাহা ভোগ করা, দেব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সাকার দেবতা প্রতিষ্ঠা করা, অট্টালিকা ও উপবন নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা ভোগ করা,

অশ্বমেধাদি কোন যজ্ঞকরণ, পাপ ক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করণ, তীর্থ পর্য্যটন, বিষয় কর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ, এই সকল যোগীদিগের ধর্ম্মরূপে মহাবিঘ্ন কথিত হইয়াছে, ইহা শিব সংহিতা তন্ত্রে নিষেধ আছে।

জ্ঞানবিঘ্ন।

পিণ্ডস্থং রূপ সং স্থঞ্চ রূপস্থং রূপ বর্জ্জিতং।
ব্রহ্মে তস্মি ম্ৃতাবস্থা হৃদয়ঞ্চ প্রশাম্যতি।
ইত্যেতে কথিতা বিঘ্না জ্ঞানরূপে ব্যবস্থিতা॥

পিণ্ডস্থং অর্থাৎ দেহস্থ রূপ সংস্কার আর রূপ সত্বে রূপ পরিত্যাগ ও জগতীয় তাবত পদার্থ ব্রহ্ম এই মতাবলম্বী হওয়া এবং মন অর্থাৎ অন্তঃকরণকে অযথা প্রশমন করা ইত্যাদি বিঘ্ন সকল যোগীদিগের পরিহার্য্য।

গোমুখোদ্বামনং কৃত্বা ধৌতী প্রক্ষালনং বসেৎ।
নাড়ীসঞ্চার বিজ্ঞানং প্রত্যাহার বিরোধনং।
কুক্ষিসঞ্চালনং ক্ষিপ্রং প্রবেশ ইন্দ্রিয়া ধ্বনা।
নাড়ী কর্ম্মাণি কল্যাণি ভোজনং শ্রূয়তাং মম;
নবং ধাতুরসং ছিন্ধি শুষ্ঠীকা স্তাড়য়েৎ পুনঃ।
এককালং সমাধিঃ স্যালিঙ্গভূতং ইদং শৃণু॥

পশ্চাৎ জ্ঞান বিঘ্ন সকল বলাযাইতেছে জপাবরক গোমুখের বিসর্জ্জন করিয়া ধৌতীযোগে অন্তঃপ্রক্ষালনার্থ উপবিষ্ট হওয়া, নাড়ীসকলের সঞ্চরণ কি প্রকারে হয় তদনুসন্ধান করণ, নানা শাস্ত্র বিচার ও প্রত্যাহারোপায় ও চৈতন্যের উদ্দীপনার্থ কুণ্ডলিনী বোধন চেষ্টা করণ, আর উদর সঞ্চালন ও শীঘ্র ইন্দ্রিয় পথে প্রবিষ্ট হইবার উপায় ও নাড়ী শুদ্ধির কারণ পথ্যাপথ্য বিচার করণকে যোগ শাস্ত্রে জ্ঞান বিঘ্ন বলাহইয়াছে যখন আত্ম তত্ব জ্ঞান জন্মিবে তখন জপাবরক গোমুখের বিসর্জ্জন করতঃ

ধৌতীযোগে অন্তঃপ্রক্ষালনার্থ উপবিষ্ট হইতে হইবে না আর এই রূপ অপরাপর কার্য্য সকল কিছুই করিতে হইবে না।

তদন্যথায় ঐ সকল অসিদ্ধাবস্থায় সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, যেমন বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হইলে পুষ্প থাকেনা, এবং ফলের পূর্ব্বে মুকুল হয়, সেই মুকুল হইতে পুষ্প হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের পূর্ব্বে যোগাঙ্গ সকল যোগীদিগের সাধনীয়। ঐ রূপ দৃঢ় জ্ঞান জন্মান, যোগসাধনার চরম ফল। যতক্ষণ যোগ সিদ্ধ না হইবে তৎকাল পর্য্যন্ত নূতনবস্তুর রস ভক্ষণ ও শুষ্ঠীচূর্ণ ভোজন ও গব্য ঘৃত ও মধু পান করিতে হইবে, যোগ সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান জন্মিলে ওরূপ আহার ও বিহারের প্রয়োজন থাকিবে না। তখন

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি-বিচরতাং কোবিধিঃ কো নিষেধঃ"

অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত পথে যে বিচরণ করে তাহার বিধিই বা কি নিষেধই বা কি। যিনি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছেন—তিনি ত্রিগুণাতীত পথের পথিক, তাঁহার নিকট শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ নাই।

যোগ চতুষ্টয়।

যথা।

মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈবলয়যোগ স্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজ যোগঃস্যাৎ সদ্বিধা ভাব বর্জ্জিতঃ॥

যে যোগে গুরু মন্ত্র ও সাধকের ঐক্য হয় তাহাকে মন্ত্রযোগ বলা যায়, এই যোগের ফল যে দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া সাধ্যসাধক আর গুরুকে সেই দেবতারূপ জ্ঞানদ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহাকে মন্ত্র যোগ বলা হয়। এই যোগের ফল যে দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া সাধ্য সাধক আর গুরুকে সেই দেবতা রূপ জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহাকে মন্ত্রযোগ বলা হয়। মন্ত্র যোগ সিদ্ধ হইলে ও তদ্দেবতার সাক্ষাৎ

কার লাভ হইয়া থাকে। মন্ত্র যোগ সিদ্ধ ব্যক্তির চরমে সারূপ্য গতি প্রাপ্ত হওয়া বৈ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয় না, উহা একরূপ স্বর্গ ভোগ হয় মাত্র। ভোগান্তে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আগমন করিতে হয়। ইহা হইতে লয় যোগ শ্রেষ্ঠ তমঃ। লয় যোগের ফল এই যে ব্যক্তি নিরঞ্জন পরমাত্মার চিন্তাকরত দেহক্ষয় করেন তিনি পরমাত্মায় বিলীন্ প্রাপ্ত হন। এজন্য যোগীরা সাকার চিন্তা করত দেহ ক্ষয় করেন না। তবে ষট্ চক্র চিন্তা কালে কুণ্ডলিনীকে যে সাকার রূপে চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে সে কেবল যোগের প্রথমাবস্থায় মনঃস্থির করিবার জন্য, কারণ যোগ শাস্ত্রে প্রতীকোপাসনাকে লয় যোগ বলে। এই সময় প্রতীকোপাসনা যে প্রকার তাহা বলা যাইতেছে।

প্রতীকোপাসনা কার্য্যা দৃষ্টা দৃষ্টে ফল প্রদা।
সন্নাপি দর্শনাদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

যিনি লয় যোগে সিদ্ধ হইতে বাসনা করেন, তিনি যেন প্রথমে পবনাভ্যাসে কৃত কার্য্য হইয়া প্রতীকোপাসনায় প্রবৃত্ত হন, ইহাতে কার্য্যাকার্য্যের বিচার নাই, এ উপাসনায় দৃষ্টাদৃষ্ট উভয় প্রকার ফল লাভ হয়। প্রতীক দর্শনের অর্থ প্রতিবিম্ব দর্শন সূর্য্য মণ্ডলে পরমাত্মার ছায়ার ন্যায় সন্দর্শন হওয়াকে প্রতিবিম্ব দর্শন বলে, অনেক পরিশ্রমে উহা ঘটিতে পারে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে।

গাঢ়াতপে স্ব প্রতিবিম্বমীশ্বরং নিরীক্ষ্য নিস্ফলিত লোচনদ্বয়ং
যদা নভঃ পশ্যতি স্ব প্রতীকং নভোঙ্গনে তৎক্ষন মেব পশ্যতি।

প্রতীক দর্শনাভিলাষী যোগী অগ্রে প্রাণায়াম সাধনা করিয়া নিষ্পাপ হইলে পর আর পঞ্চাগ্নি সেবায় দেহ ও দেহস্থ অন্তরিন্দ্রিয় পবিত্র হইলে উত্তরায়ণ কালে দিবা ভাগের মধ্যাহ্ন সময়ে বিরলে পদ্মাসনাদি করিয়া কুম্ভক করত প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিয়

শনৈঃ শনৈঃ সূর্য্য মণ্ডলে দৃষ্টি করিতে করিতে ৬ মাস মধ্যে প্রতীক দর্শনের ক্ষমতা জন্মিলে চক্ষুর অব্যাঘাতে সূর্য্য মণ্ডলে ঐশ্বর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবেন। যখন ঐশ্বর প্রতিবিম্ব দর্শনের ক্ষমতা হইবে, তখন গগণ মণ্ডলে আত্ম প্রতিবিম্ব ও দেখিতে পাইবেন, স্বচ্ছ দর্পণাদিতে যেরূপ বস্তুর প্রতিবিম্বদেখিতে পাওয়া প্রকৃতি সিদ্ধ, তদ্রূপ যোগারূঢ় হইয়া আকাশস্থ আদিত্য মধ্যে আত্মা ও পরমাত্মার প্রতিকৃতি সন্দর্শন করা যায়। ইহার ফল শ্রুতিঃ। যথা।

প্রত্যহং পশ্যতে যোবৈ স্বপ্রতীকং নভোঙ্গনে।
আয়ুর্বৃদ্ধিভবেত্তস্য ন মৃত্যুঃস্যাৎ কদাচন॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ একবার করিয়া নিজ প্রতিবিম্ব সূর্য্য সন্নিহিত আকাশতলে দেখিতে পান, তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকিতে থাকেন।

যদাপশ্যেতি সম্পূর্ণম্ স্ব প্রতীকং ন ভোঙ্গনে।
তদা জয় মবাপ্নোতি বায়ুং নির্জিত্য সঞ্চরেৎ॥
যঃ করোতি সদা ধ্যানং চাত্মানং বিন্দতে পরং।
পরানন্দৈকঃ পুরুষঃ স্বপ্রতীকঃ প্রসাদতঃ।
যাত্রা কালে বিবাহেচ শুভে কর্ম্মণি শঙ্কটে।
পাপক্ষয়ে পুণ্য বৃদ্ধৌ প্রতীকোপাসনঞ্চরেৎ।

সাধক যখন আকাশ মণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে আত্মার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবেন তখন সর্ব্বপ্রকার বায়ুর উপর জয় লাভ করিয়া সর্ব্বস্থানে সঞ্চরণ করিতে পারেন অপর যিনি সর্ব্বদা এই যোগা-ভ্যাস করেন তিনি জ্ঞান গম্য পরাৎ পর পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। সেই পরমাত্মা স্ব প্রতীকরূপে দর্শন পথের পথিক্ হন এরূপ দর্শন লাভ কেবল স্বপ্রতীকের প্রসাদেই হয়।

যাত্রা কালে বিবাহে, অর্থাৎ মঙ্গল কার্য্য করণে বিপদে, পাপ

ক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করণ কালে, আর পুণ্য বৃদ্ধ্যার্থে প্রতিকোপাসনা করিবে; আর তন্ত্রভিন্ন শ্রুতিতেও প্রতীকোপাসনার প্রশংসা করিয়াছেন।

যথা।

"অক্ষিণী সূর্য্য মণ্ডলে হৃদ্দহরে আত্মা উপাস্য"

চক্ষুতে সূর্য্য মণ্ডলে ও হৃদয়াকাশে পবিত্র হেতু আত্মাকে চেষ্টা করিলে সামান্য চক্ষুতেও দেখা যায়, এসকল স্থানে যদিচ আত্মার প্রতিবিম্ব বৈ স্বরূপ দেখা যায় না তথাপি ঐ প্রতিবিম্ব স্বরূপের সদৃশ কার্য্য কারক, প্রাচীন আর্য্য শ্রেষ্ঠ মুনিরা আত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইতেন প্রতিবিম্ব দর্শন, যোগ সাপেক্ষ, বিনা যোগে এরূপ দর্শন হইতে পারে না। এবঞ্চ

নিরন্তরং কৃতাভ্যাসা দন্তরে পশ্যতিধ্রুবং।
অতোমুক্তি মবাপ্নোতি যোগীনিয়ত মানসঃ॥

যিনি নিরন্তর প্রতিকোপাসনা যোগ সাধনা করেন তিনি নিশ্চয় স্বপ্রতীক দর্শন করতঃ নিয়ত মানস যোগী মুক্তি লাভ করেন। এ প্রকার যোগীকে জীবন্মুক্ত বলা যায়, এবং প্রতীক দর্শন যোগীর দেহ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে পারে, মৃত্যু ও তাহার ইচ্ছার বশীভূত হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে মহা প্রলয় পর্য্যন্ত পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া বাহ্যজগতে ক্রীড়া করিতে করিতে ঐ দেহ ক্ষণ মাত্রে পরিত্যাগ করিতে পারেন, যোগীদিগের যোগ সিদ্ধ হইলে সর্পনির্ম্মোক নির্ম্মুক্তবৎ দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন,। যোগিরা জানেন ভৌতিক ভোগ দেহ সুক্ষ্ম দেহের মূল স্বরূপ" তজ্জন্য ভোগ দেহে স্নেহ শূন্য হইয়া পরমাত্মায় ক্রীড়া করেন।

যথা।

নির্ম্মোক স্যেব সর্পস্য যোগৈশ্বর্য্য সমন্বিতঃ।
বিহায় দেহং যোগেশ যযৌব্রহ্মে সনাতনে।

ইহাকে যোগশাস্ত্রে লয় যোগ কহে অতঃপর রাজযোগের বিষয় লেখা যাইতেছে। এই রাজ যোগ প্রভাবে সিদ্ধ যোগিগণ সম্যক্‌রূপে, সত্ব, রজ, তমোগুণ বর্জ্জিত হইয়া নিস্ত্রৈগুণ্য পথে অবস্থিত হইয়া আনন্দ স্বরূপ পর ব্রহ্মকে হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা জ্ঞান গম্য করিতে পারেন।

যোগক্রম।

অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে কর্ণে তর্জ্জনীভ্যাং দ্বি লোচনে।
নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যাং অনমাভ্যাং মুখেদৃঢং।
নিরুদ্ধং মারুতং যোগী যদেব কুরুতে ভৃশং।
তদালক্ষণ মাত্মানং জ্যোতিরূপ প্রপশ্যতি॥

যখন অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় তর্জ্জনী দ্বয়, নেত্র দ্বয়, মধ্যা-[ঙ্গু]লী দ্বয় দ্বারা বদনকে দৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া কুম্ভক দ্বারা [শ]রীর মধ্যে বায়ুকে অনবরত স্ব হৃদয় মধ্যে জ্যোতি স্বরূপ [প]রমাত্মাকে সুস্পষ্ট রকমে দেখিয়া মানব জন্ম সফল করিতে [প]ারিবেন। সকল প্রকার যোগ সাধনার ফল লাভের ছয় মাসই [প]রিশ্রম সাপেক্ষ।

জন্মান্তরীন যোগজ পুণ্য প্রভাবে ছয় মাসের পূর্ব্বোক্ত সময়ে [যো]গ ফল লাভ করা যাইতে পারে।

যত্তেজো দৃশ্যতেযেন ক্ষণ মাত্রং নিরাবিলং।
সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং॥
নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাৎ যোগীবিগত কল্মষঃ।
সর্ব্বদেহাদি বিস্মৃত্য তদ্ভিন্নঃ স্বয়ং ভবেৎ।
যঃ করোতি সদাভ্যাসং গুপ্তাচারেণ মানবঃ।
সবৈ ব্রহ্মে বিলীনঃ স্যাৎ পাপ কর্ম্মরতো যদি।
গোপনীয়ং প্রয়ত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয় কারকঃ।
নির্ব্বান দায়কো লোকে যোগোঽয়ং মম বল্লভঃ।

নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যা সতশ্চবৈ,
মত্তভৃঙ্গ বেণুবীনা সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ ॥

হে সাধক এই রাজ যোগে যিনি কৃত কার্য্য হইতে পারেন তাঁহার যাহা যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা বলা যাইতেছে। যিনি ক্ষণমাত্র প্রথমোক্ত ক্রমে কুম্ভক দ্বারা অনিরোধ স্বচ্ছ আকাশ তুল্য তেজঃ পদার্থ হৃদয়ে দেখিতে পান তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যান।

এবং নিরন্তর যে যোগী বিশুদ্ধচিত্তে এ যোগের অভ্যাস করেন, তিনি পাঞ্চ ভৌতিক দেহ ধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে যখন ইচ্ছানুসারে লিপ্ত হইতে পারেন। ইহাতে যে সুখ হয় তাহা তিনি বৈ আর কেহই অনুভব করিতে পারেন না। আর যে ব্যক্তি গুপ্তাচারে অর্থাৎ গোপন ভাবে সর্ব্বদা এই রাজযোগ অভ্যাস করেন তিনি অত্যন্ত পাপীহইলেও উক্ত যোগ প্রভাবে পরমাত্মায় বিলীন হইতে পারেন। মহা মুনি বাল্মীকি বাল্যকাল হইতে যৌবন কাল পর্য্যন্ত কেবল দুষ্কর্ম্মে রত থাকিয়া ও কিন্তু চিত্ত বিনোদন করিতেন। এবং দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করেন নাই, যখন মহা পাপে লিপ্ত ছিলেন তখন ইহাঁকে রত্নাকব বলিয়া সকলে ডাকিত "জন্মান্তরীন পুঞ্জ২ পুণ্য প্রভাবে যোগাদি তপস্যাতে সিদ্ধ হইলে বাল্মীকি নাম প্রাপ্ত হইলেন।"

বল্মীক শব্দে উই পোকার সংগৃহীত মৃত্তিকার ঢিবী অর্থাৎ ঐ মহা মুনি এমনি রাজযোগে প্রবৃত্ত ছিলেন যে কতকাল অরণ্য মধ্যে একাসনে বসিয়া পরব্রহ্মে চিত্তসমর্পণ করিয়া ছিলেন, তাহার ঠিকানা হয় না। তাঁহার বাহ্য জ্ঞান একবারে অন্তর্দ্ধান হওয়ায় শরীর উই মাটীতে আচ্ছাদিত হইয়াছিল বলিয়া বাল্মীকি নাম পাইয়া ছিলেন।

রাজ যোগের ন্যায় সদ্য প্রত্যয় কারক যোগ আর কিছুই নাই, এই যোগ—শিবের বড়ই প্রিয়, এবং প্রিয় বলিয়া তন্ত্রেউক্ত হইয়াছে; আর এই যোগ কেবল নির্ব্বান মুক্তি দায়ক ও নাদ উৎপাদক; এ যোগ যতই অভ্যস্ত হইবে ততই ক্রমশঃ নাদোৎপাদন করিবে।

নাদশব্দার্থ শব্দ।

প্রথমে মত্ত মধুকরের শব্দ, পরে বংশবেণুর শব্দ, তৎপরে ঘণ্টাশব্দ, তৎপরে মেঘ নির্ঘোষ তুল্য ভয়ানক শব্দ, শ্রুতি গোচর হয়।

যথা।

মত্তভৃঙ্গ বেণুবীণা সদৃশঃ প্রথমোধ্বনিঃ।
এব মভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসার ধ্বান্ত নাশনঃ।
ঘণ্টানাদ সমঃ পশ্চাৎ ধ্বনিমের্ঘর বোপ্মঃ।
ধ্বনৌতস্মিন মনোদত্বা যদাতিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ।
তদাসংজায়তে তস্য লয়স্য মমবল্লভে॥

যোগীর উক্তরূপ ধ্বনি কর্ণ গোচর হইলে তাহাতে মনোঃনিবেশ করতঃ নির্ভয়ে যোগ সাধনা করিতে পারিলে মুক্তিদায়ক লয় প্রাপ্ত হইবেন।

তত্র নাদে যদাচিত্তং রমতে যোগিনোভৃশঃ।
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্য নাদেন সহশাম্যতি॥

যখন সেই নাদে যোগীর চিত্ত নিরন্তর রমণ করিতে থাকে, তখন বাহ্য বিষয় সকল বিস্মৃত হওয়ায় ঐ নাদের সহিত শমতা প্রাপ্তি হয়।

যথা।

এত দভ্যাস যোগেন জিত্বাসর্ব্ব গুণান্ বহুন্।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী-চিদাকাশে বিলীয়তে॥

মানব তত্ত্ব।

বিশ্ব সংসারের অপরাপর পদার্থ সকলের ন্যায় মানব ও একটী পদার্থ বিশেষঃ। অন্যান্য পদার্থের যেরূপে অবনতি মানবেরও সেই প্রকার, এবং অন্যান্য পদার্থের যেরূপে উৎপত্তি মানবের ও সেই প্রকার, আর অন্যান্য পদার্থের যে পরিণাম মানবের ও সেই পরিণাম, তবে বহু শক্তির সমাবেশ হেতু মানব পরিজ্ঞাত বিশ্ব মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া অভিহিত হয়।

মানবের পূর্ব্বে, বর্ত্তমান ও পরকাল অপরাপর পদার্থ হইতে কোন মতে বিভিন্ন প্রকারের নহে।

সর্ব্বদা মানব সকল বিশ্ব সংসারেরই একটী উজ্জ্বল পদার্থ বিশেষঃ। কোন বিষয়েই উহা অন্য পদার্থ হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বা নিকৃষ্ট নহে।

মানবের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইলে অগ্রে তাহার উদ্দেশ্য কি জানা আবশ্যক। মানব যখন অন্যান্য পদার্থের সমধর্ম্মী, কারণ মানবের উৎপত্তি ও পরিণাম প্রভৃতি যখন অপর পদার্থের ন্যায়, তখন উহার উদ্দেশ্য ও তাহা দিগের তুল্য হইবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে বিশ্বের পদার্থ সকলের উদ্দেশ্য কি অর্থাৎ কোন কার্য্য সাধন জন্য পদার্থ সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা দেখিতে হইলে এই মাত্র জানা যায় যে বিশ্বের কার্য্য সমূহ সাধন জন্যই বিশ্বান্তর্গত পদার্থ সকলের আবশ্যকতা, কাজে কাজেই তাহাই তাহা দিগের উদ্দেশ্য, মানব ও যখন বিশ্বান্তর্গত একটী পদার্থ, তখন মানবের ও উদ্দেশ্য তদ্ভিন্ন আর অন্য কি হইতে পারে, তবে বিশ্ব সংসারের কার্য্য যে কি তাহা কে, বলিতে পারে। কার্য্য শক্তি প্রকাশের নামান্তর বিশেষ। সুতরাং কার্য্য বলিতে হইলে পদার্থের শক্তি প্রকাশ মাত্র বুঝায়। পদার্থ বিশেষের শক্তি ভিন্ন প্রকার, যে পদার্থের যে শক্তি আছে সেই শক্তি

প্রকাশ করাই তাহার কার্য্য যেমন চুম্বকের শক্তি লৌহ আকর্ষণ করা উহাই উহার কার্য্য, কাজে কাজেই বলিতে হইবে যে লৌহাকর্ষণ উদ্দেশে চুম্বকের অবস্থিতি। এই প্রকারে দেখা যায় যে, যে পদার্থে যে শক্তি বা গুণ আছে তাহাই তাহার কার্য্য প্রকাশ করা এবং সেই উদ্দেশে অর্থাৎ সেই কার্য্য সাধন অভিপ্রায়ে তাহার প্রয়োজন। কাজে কাজেই মানবের ও আপন শক্তি প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য বলিতে হইবে অর্থাৎ বিশ্ব রক্ষা অথবা বিশ্বের যে কার্য্য সাধন জন্য অপরাপর পদার্থের শক্তি প্রকাশ যেরূপ আবশ্যক, মানবের শক্তি প্রকাশও তদ্রূপ আবশ্যক।

যাহার যে শক্তি আছে তাহা অবাধে প্রকাশ করিতে পারাকে স্বাধীনতা বলে, স্বাধীনতা চরিতার্থের অপর নাম সুখ, সুতরাং দেখা যাইতেছে সুখই মানবের উদ্দেশ্য "সুখ সাধন হইলেই মানবের তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু যখন বহু যন্ত্রের সংযোগে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন মানবে, নানা প্রকার শক্তি নিহিত আছে। যত প্রকার শক্তি মানবে আছে তৎসমুদায়েরই শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলে, মানব সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইতে পারে, অর্থাৎ তদন্তর্গত সমুদায় যন্ত্রেরই স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। কিন্তু তদন্তর্গত শক্তি সকলের কতকগুলি এরূপ পরস্পর বিরোধী যে একের তৃপ্তি সাধন করিতে হইলে অপরের বিরোধাচরণ করা হয়।

সুতরাং এক বিষয়ে সুখী হইতে হইলে অপর বিষয়ে অসুখী হইতে হয়, এবং মনুষ্য সকল পরস্পর সমধর্ম্মী প্রযুক্ত প্রকাশ শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে অপরের শক্তি প্রকাশের বাধা হয়, কাজে কাজেই একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাৎ জন্মে, কিন্তু যখন প্রত্যেক মনুষ্য ও প্রত্যেক শক্তি বিশ্বেরকার্য্য সাধন জন্য নিযুক্ত, তখন কাহারও স্বাধীনতা

নষ্ট করা কখন উদ্দেশ্য হইতে পারেনা। আবার তখন একের শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে অপরের শক্তি প্রকাশের বাধা জন্মে, তখন শক্তিসকলে সামঞ্জস্য ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না; এক শক্তি, উদর পূরণে ব্যস্ত, অপর শক্তি শরীর রক্ষণে নিযুক্ত, এস্থলে এইরূপ সামঞ্জস্য করিতে হইবে যে এরূপ দ্রব্য এরূপ পরিমাণে ভোজন করিতে হইবে যে অধিক বা কুদ্রব্য ভক্ষণে শরীর নষ্ট না হয়। এই প্রকারে নিজের ও পরস্পরের শক্তি সকলের সামঞ্জস্য করাই বিশ্বসংসারের প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং কর্ত্তব্য করিতে হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, যাহাতে শক্তি সকলের সামঞ্জস্য হইয়া বিশ্ব কার্য্য সকল সুনিয়মে চলে। আর শক্তিসামঞ্জস্য করাই মানবের এক মাত্র কর্ত্তব্য, শক্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্ব ভাবের নাম ইচ্ছা। কোন বাধা না পাইলে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, মানব গঠনের পদার্থ সকলের তারতম্য ও অবস্থানের প্রকার বিশেষ অনুসারে মনুষ্যভেদে পূর্ব্বোক্ত কারণে যে প্রকার শক্তি নিহত আছে, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপ। তজ্জন্য সকল মানবের প্রকৃতি সমান নহে। শক্তির নামান্তর বৃত্তি বিশেষঃ। কথকগুলি বৃত্তি মানব মাত্রেই আছে যে গুলি মানবের সাধারণ বৃত্তি ও ভিন্ন ভিন্ন মানবে ন্যুনাধিক পরিমাণে থাকে। যখন শক্তি প্রকাশ হয় তখন অবশ্য তাহা বিশ্বের পদার্থের উপর প্রকাশিত হইয়া থাকে, চুম্বকের শক্তি লৌহ আকর্ষণ করা কিন্তু যদি একদিকে এক খণ্ড বৃহৎ, ও অপর দিকে এক খণ্ড ক্ষুদ্র চুম্বক রাখিয়া মধ্যে লৌহ রাখা যায় তবে উভয় চুম্বকেই লৌহকে আকর্ষণ করায় শক্তি সত্ত্বেও বৃহৎ চুম্বক ক্ষুদ্রের বলকে পরাস্ত করিয়া লৌহকে স্বাভিমুখে আনয়ন করে। এস্থানে বৃহতের স্বাধীনতা রক্ষাহইল, তবে বল ক্ষুদ্রের হইল না। "মানব জাতি সম্বন্ধে ও ঐরূপ জানিবে"

যাহাতে যেরূপ শক্তি সকলের সামঞ্জস্য করিতে হয় তাহারই নাম কর্ত্তব্য কার্য্য ; অনেকে বলিতে পারেন, যে লোকে কর্ত্তব্য বিষয়ে যত্ন করিবে কেন, যখন কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে আপনার স্বাধীনতা ও সুখের হানি হয়, তখন তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে কেন" ঈশ্বর ভয়েই লোকে সুখ নাশে প্রবৃত্ত হয়" সে ভয় না করিলে লোকে নিজের সর্ব্বস্ব ধন সুখের ব্যাঘাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইবে কেন। প্রত্যুত, ঈশ্বর ভয় না থাকিলে মানব সকল স্বেচ্ছাচারী হইবে ও তাহাতে বিশ্বসংসারে মানবের বসবাস করা, কঠিন হইয়া উঠিবে, এ নিতান্ত জঘন্য কথা, যে প্রাকৃতিক নিয়মে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতির স্থিতি হইতেছে, জগদীশ্বর সম্বন্ধে তাহাদের কিছু মাত্র জ্ঞান না থাকিয়া ও স্বচ্ছন্দ বিহার ও বিশ্ব কার্য্য সমাধা করিতেছে, সেই অপ্রমেয় শক্তির নিয়ম যে মানবের উপরে প্রভূতা করিতে পারিবে না, একথা অতি অশ্রদ্ধেয়। কোন ব্যক্তির জীবন রক্ষা পরম ধর্ম্ম, ও সেই ধর্ম্ম পালন জন্য আহার বিহার করিয়া থাকে। এবং কেহই বা পুন্নাম নরক হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বিবাহ করেন, এই প্রকারে দেখা যায় মানব যে সমস্ত কার্য্য করে তৎসমুদায়ই স্বভাব শক্তি প্রেরিত হইয়া করিয়া থাকে, বিশ্বের সমাজ রক্ষিণী শক্তি এত দুর্ব্বল নহে। যে তাহা মানব ইচ্ছা করিলেই ভঙ্গ করিতে পারে, মানবের বিশ্বাস ও শক্তির অধীন বিশ্ব শক্তি নহে। মনুষ্য শক্তি বিশ্ব শক্তির অন্তর্গতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে, যে সকল নিয়ম ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া সমাজ রক্ষার প্রযুক্ত হইয়াছে" তাহার সকলেই প্রাকৃতিক নিয়ম, ঈশ্বর না মানিলেও মানবকে সেই সকল নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হইবে" ঐ সকল নিয়ম যাহারা লঙ্ঘন করিবে তাহারা ঈশ্বর মানিলে ও করিবে, যাহারা পালন করিবে তাহারা ঈশ্বর না

মানিলেও করিবে অর্থাৎ যাহার শরীরে দয়া আছে ঈশ্বর না মানিলেও তাহার পর দুঃখ কাতরতা কোথায় যাইবে? সে যে তাহার স্বাভাবিক সহজাত। যে নিষ্ঠুর, ঈশ্বর ভয়ে তাহার চিত্ত বৃত্তি কিপ্রকারে ফিরিবে?

যদি ঈশ্বর ভয়ে প্রকৃতি ফিরাইতে পারিত তাহা হইলে এই সংসারে নিত্য কোটী কোটী কুকর্ম্ম সম্পন্ন হইত না। সকলেই ত জানেন ঈশ্বর ও পরকাল আছেন, তবে লোকে এত দুষ্কর্ম্মে লীন হয় কি জন্য? যে, যে প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার সে প্রকৃতি কখন যাইবে না। ব্যাঘ্র ও মেষ উভয়েরই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে সমান জ্ঞান; তবে ব্যাঘ্র এত হিংসা-যুক্ত জন্তু কেন, আর মেষই বা কেন এত নিরীহ।

মনুষ্য ও সেই রূপ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। ঈশ্বর ও পরকাল ভয়ে কখন নির্ব্বোধ, বুদ্ধি মান হইবে না, ও বুদ্ধিমান নির্ব্বোধ হইবেনা, তেজস্বী নিস্তেজ হইবে না ও নিস্তেজ তেজস্বী হইবেনা দয়ালু নিষ্ঠুর হইবে না, নিষ্ঠুর দয়ালু হইবে না। অনেকে বলেন মনুষ্যের সহজাত কোন শক্তি নাই' সকলই মানবের স্বোপার্জ্জিত। আবার কেহ কেহ কতক গুলি শক্তি সহজাত বলিয়া থাকেন কিন্তু অধিকাংশ শক্তি স্বোপার্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে বাল্য-কাল হইতে মনুষ্য যে রূপ সংসর্গে বাস করে, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপ হয়। আরও বলেন বাল্য কালে যাহার যে শক্তি আদৌছিলনা, শিক্ষাবলে সে তাহা প্রাপ্ত হয়, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে যদিও ঐ সকল প্রকার কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে উহার অলীকত্ব স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে মানবের স্বকীয় কিছুই নাই—

তাহার দেহ, তাহার প্রাণ, তাহার সমুদয় শক্তি প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত, পশু; পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির ন্যায় তাহারা বিশ্বের একটী জীব ভিন্ন কিছুই নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে মানবের বহুশক্তি সমাবেশ হেতু শক্তির আধিক্য ভিন্ন অপর কিছুই প্রভেদ নাই। তবে মানবের স্বকীয় সম্পত্তি কোথা হইতে আসিবে, ও যখন মানব নিজেই আপনার নহে, তখন তাহার অংশ বিশেষ—শক্তি কিরূপে আপনার হইবে ও যখন যন্ত্রাধিকারই মানবের প্রাধান্যের কারণ, তখন যে মানবে ঐ যন্ত্রাধিক্য নাই সে কিরূপে প্রধান হইবে ও যখন সপ্রমাণ হইতেছে পূর্ব্বে পৃথিবী বাষ্পময় ছিল, পরে পরে তাহার দ্রবত্ব ক্রমে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল, ও ক্রমে বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মানব উৎপন্ন হইল অর্থাৎ বাষ্পময় পদার্থ বিশেষ হইতে পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই নির্ম্মিত হইয়াছে অথচ পদার্থ সকলের শক্তি পরস্পর এত বিভিন্ন যে কিছুতেই বিবেচনা করা যায় না, যে তাহারা একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন, তখন স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে পদার্থ সকল বাষ্পময় ভিন্ন, ভিন্ন প্রকার পদার্থের ন্যুনাধিক পরিমাণ সংযোগ ও অবস্থিতির প্রকার ভেদে উৎপন্ন হইয়াছে। নতুবা যদি একই প্রকারে সমুদায় পদার্থ নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে তাহা দিগের আকার প্রকার প্রভৃতি সর্ব্বাবয়বে একই প্রকার হইত। তাহা না হইয়া প্রস্তর স্বর্ণ গো, অশ্ব, পক্ষী, মানব নানা প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু সকলেরই উপদান সেই বাষ্পময় পদার্থ ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

সহজাত শক্তি না থাকিলে প্রস্তর অথবা অশ্বকে শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য করা যাইত কিন্তু তাহা করা যায় না, কেন না মানবে যে সকল যন্ত্র আছে ঐ সকল যন্ত্র জন্তু বা অন্যপপার্থে তাহা নাই, ঐ রূপ সকল মনুষ্য সমান রূপ যন্ত্রলইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। যদি

করিত তাহা হইলে কেহ কৃষ্ণ কেহ গৌর বা কেহ শ্বেত বর্ণ হইতনা কেহ স্থূল কেহ বা কৃশ হইত না; কেহ উন্নত কেহ খর্ব্বকায় হইত না কেহ মধুর কেহ কর্কশ কণ্ঠযুক্ত হইতনা। শত মন্ সাবান দিয়া ধৌত করিলে কৃষ্ণবর্ণ শুভ্র হইবার নহে। একমন ঘৃত ভোজন করিতে দিলেও কৃশকায় ব্যক্তি স্থূল হইবার নহে, নিত্য বীণার সহিত মিলাইয়া স্বর পরিচালন করিলেও কর্কশ স্বর মধুর হয় না। এই প্রকার বহু বিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যায়, যখন ঐ সকল বাহ্যিক শক্তি পরিবর্ত্তন করিবার কাহারও অধিকার নাই অর্থাৎ মানব নিজে বর্ণাদি উপার্জ্জন করিতে পারে না। তখন আন্তরিক শক্তি যে উপার্জ্জন করিবে তাহার প্রমাণ কি? সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে, যে কবি হয় সে বাল্যকাল হইতেই কবিতায় নিপুণ, যে গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয়, সে বাল্য সময় হইতেই তাহাতে আশক্ত, যে বীর হয় বাল্য কালেই তাহার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, যে ভীরু হয় সে বাল্য কালে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারে না; অতএব সহজাত শক্তি যে সকলের মূল তাহার সন্দেহ নাই। তবে কি মানবের কোন শাসনের আবশ্যক নাই অথবা শিক্ষার কোন ফলনাই তাহা নহে, কারণ মানবের আত্ম শাসনেই সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়া দিবে। স্বার্থই সেই শাসনের ভিত্তি? সুখে ও নিরাপদে থাকিব ইহাই জীবমাত্রের ইচ্ছা কিন্তু আমি যদি তোমার সুখের ব্যাঘাৎ করি, তবে তুমি আমার সুখের ব্যঘাত করিবে, এবং আমি যদি তোমার উপকার করি, তবে তুমিও আমার উপকার করিবে, কাজে কাজেই নিজের স্বাধীনতার হানি করিবার ইচ্ছা না থাকিলে তোমার স্বাধীনতার হানি করিব না এবং নিজে উপকার পাইবার প্রত্যাশা করিলে তোমার উপকার করিব। মনুষ্যে দিগের পরস্পরের এই

নিয়মের নাম সামাজিক নিয়ম। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে স্বার্থপরতাই পরার্থ পরতা ও পরার্থ পরতাই স্বার্থ পরতা। বিশ্বসংসারে যে সকল আবশ্যক কার্য্য ঈশ্বর বা নীতি ভয়ে সম্পন্ন হয় তৎসমুদায়ই স্বার্থ বা পরর্থ পরতা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু সকলের বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তি এক রূপ নহে। কাজেকাজেই সকলে সামাজিক নিয়ম ও স্বার্থ তত্ত্ব ভাল বুঝিতে বা বিবেচনা করিয়া চলিতে নিয়ম মতে সামাজিক নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে? ফল কথা কর্ত্তব্য বলিয়া যদি কিছু কার্য্য থাকে তবে তাহা শক্তি সামঞ্জস্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই উপায় ও অবলম্বনে কর্ত্তব্য কার্য্য সকলের বিস্তারিত বিবরণ করিবার পূর্ব্বে শিক্ষা, শাসন, সভ্যতা, উন্নতি, প্রভৃতি বিবেচনা করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া জানিবে॥

রাজবাটীর কথা।

কলি রাজ্যের প্রথম সময়ে উজ্জয়িনী নগরে ধ্বান্ধা নামক অতি প্রসিদ্ধ সৈন্য বলশালী মহা পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি আপনার বীর দর্পে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে নিজ প্রভুত্ব সংস্থাপন্ করেন, তাঁহার ভুজবলে অন্যান্য অধীন ভূপতি গণ স্বতই শঙ্কিত থাকিতেন এবং যথা নিয়মে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতেন। আর তিনি প্রজারঞ্জন বিষয়ে কত দূর স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এমন কি তাঁহার নিজ আত্মীয়গণ কোন রকম অন্যায়াচরণ করিলে তাহাদিগেরও দণ্ডপ্রদান্ পূর্ব্বক প্রজাবর্গের তুষ্টি সাধনে ত্রুটি করিতেন্ না। এই রকমে মহারাজ বহুকাল রাজকার্য্য

পর্য্যালোচনা করিতে করিতে কোন সময় দাস দাসী ঘোড়া হাতী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যাদি লইয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। কিছু দিবস এই প্রকারে অতিবাহিত হইতেছে, এখন এ দিকে রাণীর ঋতু রক্ষার সময় উপস্থিত জগদীশ্বরের কি, কৃপা, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় রাজা বাহাদুর মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাণীর ঘরের ঝাঁপ ঠেলিতেছেন, যদি পাঠক মহাশয়েরা বলেন যে রাজা হইয়া রাণীর ঘরের ঝাপ ঠেলিতেছেন, একথা অতি অসঙ্গত, তদ্বিষয়ে উত্তর এই যে এক্ টাকা কি দেড়্ টাকাতে কখন পেনেলা কপাট হইতে পারে না, আরও ইহার সদুত্তর পরে লেখা হইবে। এমন সময় রাণী অতিশয় আহ্লাদযুক্তা হইয়া মহারাজের শুশ্রূষার নিমিত্ত দাস দাসীদিগকে অনুমতি করিলেন, এবং চরণ সেবার জন্য নিজে নিযুক্তা হইলেন, এইরূপে নিশাবসান হইল।

পরদিবস হইতে যথা নিয়মে অর্থাৎ মন্ত্রীগণ ও রাজ সভাসদগণ সহ মহারাজ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিলেন, ওদিকে রাণীর সাধের সময় উপস্থিত হইলে পর, নৃপতি রাজসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আপন অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠাভিমুখে গমন করিয়া, আপন প্রেয়সী স্ব সত্বা মহারাণীকে মৃদু মধুর বচনে সম্ভাষণ করিয়া সাধের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাণী অতিশয় খুসি হইয়া দসী সংযুক্ত বানারসী চেলি প্রভৃতির ফর্মাইস দিলেন, রাণীর হুকুম মত মহারাণীর সাধের দিন অতিবাহিত করিলেন।

কিছু দিন পরে মহারাণীর গর্ভে একটী সুলক্ষণা সুশ্রী ও সৌদামিনীর ন্যায় রূপবতী কন্যা গর্ভস্থ হইয়া নিয়মিত সময়ে ভূমিষ্ঠ হইলেন্, সেটেরা পূজার দিন ষষ্ঠী দেবীর পূজা উপলক্ষে নগরীস্থ সমুদায় লোক জনকে আহার ও বস্ত্রাদি দান করিলেন,

এবং কন্যাটীর নাম সত্যবতী রাখিলেন, সত্যবতী রাজকুমারী ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্তা হইতে থাকিলেন,

যথা।—

সাধের মেয়ে, আদর পেয়ে
হেসে কুটি কুটি।
মায়ের কাছে, সদাই নাচে,
তুলি হাত দুটী,
পবনে উড়ে, বদনে পড়ে,
কুঞ্চি ও কুন্তল।
তাহার মাঝে, মধুর সাজে,
নয়ন যুগল,
নাকের কোলে, নলক দোলে,
মাধুরী বিকাশ।
হাসির ঘায়, কাঁপিয়া যায়,
সৌন্দর্য্য উচ্ছাস,
সোহাগে গলে, টলিয়া চলে,
পাগল পরাণ।
চকিত চায়, কখন গায়,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তান,
অঠিকসব, সঙ্গীত নব,
আধ আধ স্বর।
সুধুই হাসে, স্বপন ভাসে,
ভরিয়া অন্তর,
ভোরের বেলা, উষার খেলা,
হেরিলে নয়নে।

বাগানে গিয়া, কুসুম নিয়া

খেলে এক মনে,

মায়ের স্বর, শুনিলে পর,

আনন্দ লহরি।

তুলিয়া ধায়, চঞ্চল পায়,

গৃহ আলো করি,

সকল ঘরে, আচল ধরে,

ভ্রমে মার সাথ।

পড়িয়া উঠে, আবার ছুটে,

নাহি দৃষ্টিপাত,

সাঁঝের করে, কনক সরে,

ডুবিলে তপন।

গরবী মেয়ে, পিতারে পেয়ে,

চুমাতে মগন,

গলায় ঝুলি, জগৎ ভুলি,

খেলার কাহিনী।

পিতার কাণে, ভগন তানে,

ঢালে সোহাগিনী,

রজনী হেরে, জননী তারে,

পিতৃ কোলে হতে।

লইয়া সুখে, চুমিয়া মুখে,

চাহে ঘুমাইতে,

আহ্লাদ ভরে, শয্যায় ক্রোড়ে,

বালিকা রতন।

স্নেহের সনে, পুলক মনে,

ঘুমায় তখন,

ক্রমে রাজকন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইতে থাকিলেন প্রায় ৫ পঞ্চম বৎসর বয়সের সময় বিশেষ ধুম ধামের সহিত রাজকন্যার হাতে খড়ি দেওয়া হইল রাজদুহিতা বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে অল্প দিন মধ্যেই বিদ্যাবতী হইয়া উঠিলেন, পশ্চাৎ অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি অভ্যাস্ করাইবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে সুশিক্ষিত অস্ত্র বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণকে আনীত করিয়া, মহারাজ অস্ত্র-বিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা সকল অভ্যাস করাইতে লাগিলেন সুদক্ষা রাজপুত্রী অতি অল্প সময় মধ্যেই সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর রাজকন্যা যখন চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন, তখন মহারাজ একদিন মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গকে ডাকিয়া কহিলেন যে রাজদুহিতা সত্যবতী যৌবন রাজ্যে অভিশিক্তা হইবার যোগ্যা হইয়াছেন অতএব আমার সম্পূর্ণ অভিলাষ যে রাজকন্যাকে যৌবন রাজ্যে অভিষিক্ত পূর্ব্বক রাজকুমারদিগের প্রতি রাজ্যভার দিয়া, গুরু বহন রাজ্য ভার হইতে অবসর লাভ করি, মন্ত্রীগণ তাহাতে সম্পূর্ণ মত না দিয়া এই কথা বলিলেন রাজকুমারীর উদ্বাহ ক্রিয়া সমাধা করা তৎপরে কর্ত্তব্য বটে, তবে রাজকুমারীকে এক-বার জিজ্ঞাসা করা বিধেয়, কেন না রাজকুমারী সুশিক্ষিতা বিদ্যাবতী ও গুণবতী বিশেষঃ। এইহেতু ভূপাল মন্ত্রী বাক্য গ্রহণ করিয়া রাজকুমারী সত্যবতীকে আপনকার নিকটে আনয়ন করিলেন “রাজকুমারী অগ্রে জানিতে পারেন নাই যে পিতা কি জন্য ডাকাইয়াছেন, সে কারণ তিনি বিনীত ভাবে পিতৃসম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন, রাজা কহিলেন বৎসে আমি তোমাকে কিজন্য ডাকাইয়াছি তাহা বোধ করি তুমি জ্ঞাত হও নাই, কিন্তু আমি তোমার পরিণয় কার্য্য অবিলম্বে সম্পূর্ণ করিবার মানসে তোমাকে আনয়ন

করিয়াছি এক্ষণে তোমার মন্তব্য কি তাহা প্রকাশ করিয়া বল।

রাজকুমারী পিতৃমুখে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন, তৎপরে কিছু বিলম্বে উত্তর করিলেন, মহারাজ আপনকার বাক্যের উত্তর দানে সহসা পরাঙ্মুখ হইয়াছি বলিয়া যে দোষ জন্মিয়াছে তাহা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যে আমাকে এরূপ সামান্য বয়সে পরিণয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহা কিছুতেই স্থির করিতে পারি নাই, যাহা হউক যদি এবিষয় অভিলাষ করিয়া থাকেন তবে কিছু দিন আমাকে সময় দান করুন, আমি ইহার প্রকৃত বিষয় নিশ্চয় না করিলে কখনই উত্তর দানে বাধ্য হইতে পারিব না। ইহার তাৎপর্য্য যে আমি অনেকানেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। এবং তাহাতে দেখিয়াছি যে বাল্যবিবাহ নিতান্ত পক্ষে অবৈধ, কারণ শরীর তত্ত্বের ইহা একটি নির্দ্ধারিতরূপে সত্য, যে অঙ্গ বা বৃত্তি বিশেষের পরিপুষ্টি ও অন্যান্য অঙ্গ ও বৃত্তিসমূহের পরিপুষ্টির উপর নির্ভর করে, একটি বালকের ও একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মস্তিস্কে বিস্তর প্রভেদ। আরও দেখিয়াছি যে; বাল্যবিবাহ জননশক্তিকে অতি অপরিপক্ক বয়সে বিকসিত ও পরিচালিত করিয়া শারীরিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে। বাল্যে জনন্ শক্তির বিকাশে শরীরের অপরাপর অংশ যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এবং মস্তিষ্ক তদপেক্ষা বহুতর গুণে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাহার কারণ জনন শক্তির আধার স্বরূপ বীজ ও মস্তিস্ক এক স্নায়ু পদার্থ, একের বৃদ্ধিতে অপরের হ্রাস্ অবশ্যম্ভাবী। এখন বাল্যেই যদি এই জনন শক্তির বৃদ্ধি হইল তাহা হইলে বালক বালিকার অপরিপক্ক দুর্ব্বল মস্তিস্ক অধিক

ন্তর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তাহাও এক প্রকার স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে, এবং মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলে যে বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তাশক্তি বা ইচ্ছা শক্তির হ্রাস হইয়া পড়িলে, তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। ইচ্ছা শক্তি হ্রাস হইলে জনন শক্তির উপর আরও কমিয়া যাইবে ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল জনম শক্তির অধিকতর বৃদ্ধি ও তাহার আনুষঙ্গিক ফল বুদ্ধি বৃত্তির হ্রাসতা। এই বিষময় ফলের এখানেই শেষ হইল না, বংশপরম্পরা ক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে জাতীয় ধাতু দৌর্ব্বল্যে পরিণত হইবে।

অতএব এই বিষময় ফল ভোগ করা নিতান্ত অযুক্তি দেখুন, আরও পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ হইলে শিক্ষা হওয়া সুকঠিন, কারণ আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বালিকাদের শিক্ষিত বিবাহের সহিত হইতেই পাঠ বন্ধ হইয়া যায়, বালক বালিকাদের মনও নূতন সুখের আস্বাদ পাইয়া, কবিতা প্রিয়, ও প্রিয়া, হইয়া পড়ে, জ্ঞানোপার্জ্জনে আর পূর্ব্বের ন্যায় সেরূপ মন থাকে না। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ হওয়াতে কত শত শত বালক বালিকার শিক্ষার পথ—একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, বাল্য বিবাহের অপর একটি অবশ্যম্ভাবী ফল, একান্নবর্ত্তী পরিবার, এমন কি একান্ন পরিবার প্রথা প্রচলিত না থাকিলে বাল্য বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিত, এবং বাল্য বিবাহ না থাকিলে একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকাও সুকঠিন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষ গুণ আলোচনা অনাবশ্যক। তবে অপরিণত বুদ্ধি বিশিষ্ট বালক সংসার কি বুঝেনা, আশৈশব্ পিতা মাতার যত্নে লালিত পালিত, কখন ও দুঃখের মুখ দেখে নাই, পিতা মাতা আদর করিয়া বিবাহ দিলেন সেও ভাবিল সংসার কি সুখের বিবাহের দায়ীত্ব না বুঝিয়াই এই সোণার শৃঙ্খল পায়ে পরিল। যদি সৌভাগ্য বশতঃ সেই

খানেই তাহার পাঠশেষ না হইল ত খুব ভাল, যদি তাহার পাঠ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মস্তকে সংসারের ভার না পড়িল তবে তাহার সৌভাগ্যের তুলনা নাই। এ সৌভাগ্য অধিকাংশের অদৃষ্টে ঘটেনা। তথাপি একবার বিচার করিয়া দেখুন যে ইহার এত সৌভাগ্যের ফল কি?

প্রকৃতির গতিরোধ কে করিবে, তাহার পাঠ শেষ হইতে না হইতেই দুই একটী সন্তান হইল, পিতার গলগ্রহ থাকিতে থাকিতে আবার তাহার কতকগুলি নট বহর জুটিল। পিতা মাতা কাহারও চির দিন থাকে না, থাকিলেও তাঁহাদের আয়ের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, অধ্যয়ন শেষ হইতে না হইতেই সংসারের গুরুতর ভার সংসারানভিজ্ঞ যুবকের মস্তকে পড়িল, এতকাল যে সুখময়, ভবিষ্যতের কল্পনা করিয়া আসিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। পাঠ্যাবস্থায় কত উচ্চ আশা হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, হয় ত মনে করিয়াছিল, দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া মাতৃ ভূমির দুঃখ দূর করিবে, হয় ত মনে করিয়াছিল, যে নূতন আলোকে তাহার প্রাণ আলোকিত হইয়াছে. তাহা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দেশবাসী ভ্রাতাদের দিয়া তাহাদের প্রাণ আলোকিত করিয়া নিজের জীবনকে ধন্য করিবে, হয় ত ভাবিয়াছিল যে ঘোর দরিদ্র ভাবে ভারতের মর্ম্মস্থান নিষ্পেষিত হইতেছে, সেই দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচন করিতে তাহার জীবন উৎসর্গ করিবে, হয় ত তাহার প্রাণে এ আশা এক দিন দেখা দিয়াছিল যে, যে সমস্ত কুসংস্কার ও দুর্নীতি ভারতের জীবনী শক্তি হ্রাস করিতেছে, তিনি তাহাদের উচ্ছেদ সাধনে সক্ষম হইবেন, সক্ষম না হইলেও এই পবিত্র কার্য্যে দেহ পাত করিবেন। কিন্তু যখন সংসারের গুরু ভার তাঁহার মস্তকে পড়িল, তিনি তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার-ময় দেখিলেন, ভবিষ্যৎ সে আশারাজি লইয়া ঐন্দ্রজালিক

দৃশ্যের ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল। যে যুবক এক দিন সিংহবিক্রান্ত ছিল, তাঁহার আজ শত আঘাতেও বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। জানেন চাকরিটি গেলে তাঁহার শিশু সন্তানদিগের মুখে অন্ন গ্রাসটি উঠিবে না, বাল্য বিবাহই তাহার জীবনের সমস্ত উচ্চ আশার সমাধি হইল। বাল্য বিবাহ যে, যে কারণে পুরুষের শিক্ষার কণ্টক হয়, আবার স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা শত গুণে অধিক। কেন না পুরুষের সন্তান হইলে মাতার উপর ভার দিয়া নিজে স্বচ্ছন্দে পাঠাভ্যাস করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। সন্তানের অধিকাংশ ভার মাতার স্কন্ধে, সুতরাং সন্তান পালন করিয়া নিয়মিত রূপ লেখা পড়া করা একেবারে অসম্ভব। তবে ইহাই স্পষ্টই প্রতীয়মান হই-তেছে যে, যদি জ্ঞান আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়, তবে শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বিবাহিত জীবনের কঠিন কর্ত্তব্যভার বুঝিতে সক্ষম হইবার পূর্ব্বে কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহারই বিবাহ করা উচিৎ নহে। ইহার একটি শুভ ফল এই যে বালক বালি-কার জীবনশক্তি জ্ঞানোপার্জ্জনে ব্যয়িত হইলে তাহাদের জনন বৃত্তি বিলম্বে বিকশিত হইবে, ও মনও নানা প্রকার উচ্চ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকাতে নীচ সুখ স্পৃহা বাল্যে তাহাদের মনকে কলুষিত করিতে পারিবে না, আর ইহার শুভ ফল অবর্ণনীয়।

বাল্য বিবাহ সমর্থনকারীরা বলেন যে বাল্য বিবাহই আমা-দের বিশেষতঃ স্ত্রী জাতির চরিত্র রক্ষার এক প্রধান উপায়, বাল্য বিবাহ উঠিয়া গেলে, আমাদের দেশ অপবিত্রতার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। একথা কত দূর সত্য তাহা এক বার বিচার করিয়া দেখা উচিত। কেননা পবিত্রতার সদর্থ কি?

চিত্ত সংযম পবিত্রতা আমার নিকট একার্থ ব্যঞ্জক, কেবল দেহকে অকলুষিত রাখিলেই যে পবিত্রতা রক্ষা হইল,তাহা নহে,

চিত্তকে অন্যায্য সুখ স্পৃহা হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিতে হইবে। ইহা-কেই বলে পবিত্রতা, বাল্য বিবাহ কি এই চিত্ত সংযমের সহায়তা করে? না তদ্বিপরীত? প্রবৃত্তি উদয়ের পূর্ব্বে তাহার পরিতৃপ্তির উপায় করিয়া দেওয়াতে প্রবৃত্তি দমন না হইয়া তদ্বিপরীতই হইয়া থাকে। বাল্য বিবাহ অস্বাভাবিক রূপে কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিয়া মানবাত্মাকে পবিত্রতা ও ধর্ম্মের পথ হইতে দূরে লইয়া গিয়া দুর্নীতির নরক কুণ্ডে ডুবাইয়া দেয়। বরং যাহার একটুমাত্র নৈতিক জ্ঞান জাগ্রত হইয়াছে, তিনি ঋতুকালের আগমনের পূর্ব্বে, উক্তবৃত্তি বা প্রবৃত্তিকে অস্বাভাবিক রূপে আনয়ন করাকে ঘোর দুর্নীতি মহাপাপ বলিয়া গণনা করেন, যে মহাপাপের শাস্তি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন, বাল্য বিবাহ সেই মহাপাপের জয় ঘোষণা করিতেছে। ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ যে অনেক মহাপাপের প্রসূতি, তাহাত যাহার একটু মাত্র নীতি জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, কিন্তু ঋতুর অব্যবহিত পরেই কি বিবাহ হওয়া নীতি সম্মত, ঋতু উপস্থিত হই-লেই যে কাম প্রবৃত্তির উদয় হয় তাহা নহে, ভাল নৈতিক আব-হাওয়ার মধ্যে প্রতি পালিত হইলে ঋতুর বহুদিন পর পর্য্যন্ত উক্ত প্রবৃত্তির উদয় হয় না, ইহা পরীক্ষিত রূপে সত্য। যাঁহারা এরূপ ঘটনা দেখেন নাই, তাঁহাদের ভাগ্যকে আমরা কৃপার চক্ষে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। আর প্রবৃত্তির উদয় হইলেই বা কি?

প্রবৃত্তির উদয় হইলেই যে ভয়ে ভয়ে তাহার বিবাহ দিতে হইবে তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের মধ্যেই মনুষ্যত্ব দেখিতে পাই। প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া জীবন যাত্রা পশুতেই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তবে পশু আর মনুষ্যে প্রভেদ কি হইল, যদি প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে না

পারিল, যদি প্রবৃত্তির হস্ত হইতে স্বাধীন হইতে না পারিল, তবে মনুষ্য কোন্ গুণে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সমাজ বা জাতির রীতি নীতি প্রবৃত্তি সংযমের সহায়তা না করিয়া বরং প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অনুকূল, তাহার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

অসংযমী পিতামাতার সন্তান যে অধিক তর অসংযমী হইবে এবং এই প্রবৃত্তি প্রবলতা রূপে বংশ পরম্পরা ক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত জাতিকে প্রবৃত্তির দাস করিয়া ফেলিবে, ইহা জীব-তত্ত্ব অকাট্য রূপে সংস্থাপিত করিয়াছে। অন্য পক্ষে, সংযমী পিতা মাতার সন্তান যে অধিকতর সংযমী হইবে ও ইহার ফল যে জাতীয় নৈতিক উন্নতি করিবে, তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। যে জাতি অধিকতর সংযমী তাহারা যে নিশ্চয়ই এক দিন অপেক্ষাকৃত অসংযমী জাতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎস্থান অধি-কার করিবে, তাহা বিবর্ত্তন বাক্যের একটী মূল সত্য। অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিলে আমাদের স্ত্রীজাতি দিগের সতীত্ব লোপের আশঙ্কা অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক, কারণ বাল্য বিবাহ উঠিয়া গেলে দেশে শিক্ষা বিস্তৃতির বহুল সুবিধা হইত, আর যদি শুদ্ধ মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা বিস্তৃত হয় তাহা হইলে যে তাহার ফল অত্যন্ত শুভকরী হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুশিক্ষাতে যে নীতি বিশুদ্ধ হয় তাহার প্রমাণ আধুনিক শিক্ষিত যুবক বৃন্দ। শিক্ষিত যুবকেরা অশি-ক্ষিত যুবকদের অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিকতর বিশুদ্ধ নীতি সম্পন্ন, তাহা কি কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিতে পারেন। আর যে চরিত্র আত্ম সংযমের ফল নহে, যাহাকে সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে রক্ষা করিতে হয়, সে চরিত্রের এবং সে সাধুতার আবার মূল্য কি, যাহারা পবিত্রতার দোহাই দিয়া

বাল্য বিবাহ সমর্থন করেন, আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, হিন্দু রমণীর সতীত্ব জগদ্বিখ্যাত, যে সতীত্বের প্রশংসা গীতি গান করিতে তাঁহাদের রসনা সহস্রগুণ বেগবতী হয়, তাহা কি এত অসার, বা এত ক্ষণভঙ্গুর, হিন্দু রমণী কি বাস্তবিকই এত দূর প্রবৃত্তি প্রবল, যে সময় ও সুবিধা পাইলেই তিনি সে সতীত্ব রত্ন বিক্রয় করিবেন, যদি বাস্তবিকই তাহাই হয় তবে সে ঝুটা মাল বা সে অকৃত্রিম সতীত্ব না থাকাই সহস্রগুণে ভাল।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ গীতা

আর্য্য ঋষিরা বিবাহের বিষয় যে আদর্শ লিখিয়াছেন, সে আদর্শের পক্ষপাতী হইয়াছি, কেন না, আর্য্যশাস্ত্রে স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী, একত্রে ধর্ম্ম যাজন করিবেন বলিয়া ও ধর্ম্ম-যাজনের সহায় লইবেন বলিয়া তাঁহারা বিবাহ করিতেন, কেবল ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য তাঁহারা বিবাহ কবিতেন না, যদি স্ত্রীই সহধর্ম্মিণী একত্রে ধর্ম্ম যাজন করিবেন বলিয়া ও ধর্ম্ম যাজনের সহায় লইবেন বলিয়া তাঁহারা বিবাহ করিতেন কেবল ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য তাঁহারা বিবাহ করিতেন না বলিয়া যদি সহধর্ম্মিণী হন, তবে বাল্য বিবাহ কখনই সে আশা সফল করিতে পারে না। যাহাব ধর্ম্মভাব বিকশিত হয় নাই, এবং যাহাব ধর্ম্মভাব বিকশিত হইবে কি না, তাহারই ঠিক নাই, তাহাকে সহধর্ম্মিণীর জন্য গ্রহণ করা নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র! মহারাজ, হয়ত অনেকে বলিবেন "কেন? স্বামী শিক্ষাদিয়া সুকুমার মতী স্ত্রীর অন্তঃকরণকে যে ভাবে ইচ্ছা গঠিত করিয়া লইতে পারেন; স্বামীর যদি নিজের ধর্ম্মভাব থাকে, তবে তিনি স্ত্রীর অন্তরেও সেই ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দিতে পারেন ও তাঁহার ধর্ম্ম নিজেরই অনুরূপ করিয়া লইয়া একত্রে ধর্ম্ম যাজনের অধিকতর সুবিধা

হইতে পারে। আর অধিক বয়সে বিবাহ হইলে ওরূপ অনুরূপ ধর্ম্মভাব ও মত সম্পন্ন একটি স্ত্রী বা স্বামী প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব না হইলেও সুদুষ্কর, কিন্তু বাল্য বিবাহের দ্বারা এসমস্ত অসুবিধা নিরাকৃত হইতেছে। এস্থলে স্বামীই স্ত্রীর ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম মতের বিধাতা, এই যুক্তিটি আপাততঃ সুন্দর বলিয়া বিবেচনা হয়, কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিলে ইহার অসারত্ব প্রতিপাদিত হইবে, এই যুক্তিটিতে শিক্ষা ও অবস্থাকেই সর্ব্বে সর্ব্বা বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে ও মানব শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিরাজিকে অস্বীকার করা হইয়াছে। কারণ মানব শিশু জন্ম কালে কতকগুলি শক্তি বা সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, শিক্ষা দ্বারা ও অবস্থা ভেদে তাহাই অল্পাধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়া থাকে, এবং সকল বৃত্তি বা শক্তি জন্ম কালে সকলের সমান থাকে না। তাহা হিন্দুর পূর্ব্ব সংস্কার বাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের পৈতৃক সংস্কার বাদ সপ্রমাণ করিতেছে, শিক্ষা ও অবস্থা ভেদে ইহাদের বিকাশের তারতম্য হয় বটে কিন্তু সহস্র শিক্ষা ও অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা ইহাদের যথেচ্ছা বিকাশ বা নিরোধ সম্ভব পর নহে। একটি মানব শিশুর পক্ষে শিক্ষা ও অবস্থা যাহা একটি নিম্ব বীজের পক্ষে মৃত্তিকা ও জল বায়ু প্রভৃতি ও তাহাই উপযুক্ত অবস্থায় পড়িলে অর্থাৎ উপযুক্ত রূপ মৃত্তিকা, জল, বায়ু আলোক, ও উত্তাপ পাইলে সেই বীজ হইতে একটী নিম্ব বৃক্ষই উৎপন্ন হইবে, অন্য কোন বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে না।

এবং যে গাছ উৎপন্ন হইবে তাহারও আকার ও রূপ পরিমিত; অবশ্য সকল দিক সুবিধা হইলে অন্যান্য গাছ হইতে অপেক্ষাকৃত বড় হইবে বটে, কিন্তু কোনক্রমেই যথেচ্ছা বড় করা যাইতে পারে না। যাহার অন্তরে ধর্ম্মের সংস্কার নাই বা অতি অল্প

আছে, তাহাকে শত শিক্ষা দ্বারাও পরম ধার্ম্মিক করা যায় না, যদি ইহাই সত্য হয় তবে বাল্য বিবাহ দ্বারা যে আধ্যাত্মিক বিবাহের উদ্দেশ্য সফল হওয়া, স্বপ্নে মেওয়া ফল পাওয়ার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র।

হিন্দুদিগের এই আদর্শ বিবাহের এক দিক যেমন আধ্যাত্মিক, ও অপর দিক তেমনি সামাজিক। যাহাতে সু সন্তান হইয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে এই কামনায় তাঁহারা বিবাহ করিতেন।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।"

"প্রজায় গৃহ মেধিনাং"

পুরাকালের এই বাক্য সকল মহানীতি সংস্থাপন করিতেছে সন্তানের ও সমাজের কল্যাণ কামনা করিয়াই তাঁহারা সন্তানের জন্ম বিধান করিতেন। তাঁহারা জানিতেন, যে, সন্তানের জন্ম পিতা মাতার মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর ভাবী সন্তানের সমস্ত মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। তাই তাঁহারা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, ও গভীর ধর্ম্মভাব প্রণোদিত হইয়া সন্তানের জন্মবিধান করিতেন, এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক সন্তান হইয়া সমাজের ও বংশের মুখ উজ্জল করে, প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া সন্তানের জন্ম বিধান করা বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য নিস্ফল স্ত্রী সঙ্গমকে তাঁহারা মহাপাতকের ন্যায় গণনা করিতেন। বাল্য বিবাহের দ্বারা কদাপি এ আদর্শ ফলবতী হইতে পারে না, যৌবনের প্রারম্ভ সময়ে ইন্দ্রিয়গণ নিজের আবেগেই উচ্ছৃঙ্খল, তৎকালে এরূপ ইন্দ্রিয় সংযম বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির সুবিধা বর্ত্তমান সত্বে, কখনই সম্ভবপর নহে। যখন এই উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব দ্বারা কথঞ্চিৎ সংযত হইয়াছে, অন্ততঃ যখন

ইন্দ্রিয় সংযমনের আবশ্যকতা ও এই আদর্শ সফল করিবার বাসনা প্রবল হইয়াছে, তখনই বিবাহ করা উচিত, সকলের পক্ষে এই আদর্শ সফল করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সমাজের বিধি এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে সকলেই ইন্দ্রিয় সংযত করিতে চেষ্টা করে, বাল্য বিবাহ ইন্দ্রিয় সংযমের সহায়তা না করিয়া বরং তদ্বিপরীতই করিয়া থাকে, সুতবাং ইহা সর্ব্বদা দূষণীয়, বাল্য বিবাহের মধ্যে একটি ঘোর দুর্নীতি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মাণ লোকের হাতেও হটাৎ ধরা পড়ে না। ক্রীত দাসত্বের অর্থ কি, না, এক জনের সমস্ত কার্য্য, তাহার শরীর ও মনের সকল শক্তি অপরেব ইচ্ছা দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে নিয়োজিত হওয়া, নিজের শরীর মনের উপর দ্বিতীয় ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শক্তি না থাকা, দাস বিক্রয়ের অর্থ কি? না কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা ইচ্ছা শক্তি বিকাশের পুর্ব্বে তাহার স্বাধীনতা বিক্রয় করা তাহার শরীর মনের সমস্ত শক্তির উপর অপরের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া, যে অধিকার হইতে শত সহস্র চেষ্টাতেও পুনরায় তাহার হৃত স্বাধীনতা উদ্ধার অসম্ভব। ইহারই নাম দাস ব্যবসায়, যে, দেশের আইন, বা দেশের লোকাচার এরূপ প্রথার সমর্থন করে, সে দেশের লোক ও যে অন্তরে ও ক্রীতদাস তাহার যে মানবের মহত্ব, মানবের স্বাধীনতার মূল্য কিঞ্চিমাত্র ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহা বলা নিতান্ত লিপি বাহুল্য। যাহাদের নৈতিক চক্ষু একটু মাত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহারা বাল্য বিবাহের মধ্যে ছদ্মবেশী,এই দাস ব্যবসায় অবশ্যই দেখিতে পাইবেন, বাল্য বিবাহের অর্থ এই যে নিজের বিচার শক্তি জন্মিবার পূর্ব্বে, বা ভাল মন্দ বুঝিবার পূর্ব্বে একটি "তাহার নিকট" অর্থাৎ অজ্ঞাতশীল লোকের নিকট একটি বালিকাব সমস্ত স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য বিক্রয় করা,তাহার শরীর মনের উপব ভোগ দখলের

সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া, যাহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করা তাহার পক্ষে এই কথা। কিন্তু আমাদের দেশের আইন, আমাদের দেশের লোকাচার, আমাদের দেশের শাস্ত্র স্ত্রীর উপর স্বামীর যে অধিকার দেয়, তাহা কঠোরতম দাসত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাল্য বিবাহ দ্বারা পিতা মাতা কন্যাকে চির দিনের জন্য এই দাসত্ব বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য এতদ্বারা আমার ইহা বলিবার আবশ্যক নহে, যে সকল স্ত্রী, সকল স্বামীর নিকট ক্রীত দাসের ন্যায় দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বরং অনেক স্থলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ দেখিতে পাই, অনেকস্থলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সদ্ব্যবহার ও প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া যুক্তি একটুও হীন বল হয় না। দাসত্বের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা ক্রীত দাসের সহিত প্রভুর গভীর বন্ধুত্বের, দাসের প্রতি প্রভুর সস্নেহ ব্যবহারের শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, তদ্দ্বারা কি দাসত্ব প্রথার ন্যায় যুক্ততা প্রমাণিত হয়, ইহা কেবল চর্ম্মাবৃত ক্ষত স্থানেব ন্যায় রোগ নির্ণয়ের ব্যাঘাত জন্মায় মাত্র। যদি কোন কোন ঘটনার এরূপ সদ্ব্যবহার না হইত, তাহা হইলে ইহার ন্যায় বিরুদ্ধতা সকলেরই নিকট প্রতীয়মান হইত ও ইহার সংস্কারে ও এরূপ ব্যাঘাত হইত না। দাসত্ব প্রথার প্রকৃত দোষের স্থান ইহা নহে যে কোথাও অত্যাচার হয় কি না, কিন্তু অত্যাচারের সম্ভাবনা আছে কি না, প্রভু ইহা করিলে দাসকে বা স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে অত্যাচার করিতে পারে কিনা, দেশের আইন, লোকাচার বা শাস্ত্র, প্রভু বা স্বামীকে এরূপ অত্যাচারের অধিকার দেয় কি না, আমাদের দেশে স্ত্রীর শরীরও মনের উপর, স্বামীর অধিকারের ইয়ত্তা নাই, স্বামীর যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন, স্ত্রীর তাহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই, যদি স্বামীর কোন কার্য্যে স্ত্রীর আপত্তি থাকে, যদি স্ত্রীর

বিশেষ কারণ সত্বেও যদি স্বামীর অবাধ্য হয়েন, তবে স্বামী আইন ও সামাজিক বলে স্ত্রীকে স্বীয় অধিকারে আনিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু স্বামী সম্বন্ধে স্ত্রীর ওরূপ কোন অধিকার নাই, আমাদের দেশের শাস্ত্র বিধি এই যে স্ত্রী কর্কশ ভাষিণী হইলে বা চির রোগীনি হইলে স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন, কিন্তু অপর পক্ষে স্বামী দুশ্চরিত্র হইলেও স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। পরিত্যাগ করিলে আমাদিগের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র, আমাদিগের লোকাচার ও আমাদের দেশের আইন জোর করিয়া সেই স্ত্রীর শরীর ও মনের উপর ঐ স্বামীর অধিকার দেয়, যদি কেহ জানিয়া শুনিয়া, সুস্থ মনে আপন ইচ্ছায় এ প্রকার দাসত্বের মধ্যে প্রবেশ করে যে আসল শরীর ও মনের উপর অপরকে সম্পূর্ণ অধিকার দেয়, তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন ও আপত্তি নাই। তবে তাহার অবস্থাকে নিতান্ত শোচনীয় বলিয়া মনে করি, কিন্তু যেখানে কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা কাহারও অজ্ঞাতসারে অন্য-কেহ তাহার স্বাধীনতা বিক্রয় করে, তাহার শরীর মনের উপর অপর কাহাকেও সম্পূর্ণ অধিকার দেয়, তবে আমরা তাহাকে ঘোর দুর্নীতি ও ঘোর পাপাচার বলিয়া মনে করি। যে দেশের শাস্ত্রও বিধি বা যে দেশের রাজবিধি এরূপ পাপাচারের সমর্থন করে, আমি সেরূপ শাস্ত্র বিধি, বা সেরূপ রাজবিধিকে সয়তানের প্রণীত বলিয়াই নিশ্চয় মনে করিয়া থাকি। হয় ত কেহ কেহ বলিবেন যে বাল্য বিবাহের সহিত দাসত্বের তুলনা করা যুক্তি যুক্ত নহে, কেন না বিবাহ কালে বালিকার যদিও তাহাদের অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হয় না বটে কিন্তু বড় হইয়া যখন তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারে তখনও তাহারা নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্টা থাকে না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা হৃত হয় নাই। আপত্তিটি যতই

অসার হউক না কেন, ইহার নিরাগন হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় এই প্রকার বিবিধ তর্কের পর রাজকন্যা বলিলেন যে মহারাজ পরিণয় বিষয়ে আমি এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমাকে বিদ্যা বিষয়ে যে জয় করিতে পারিবে, আমি তাহার সহিত পরিণয় স্থাপন করিব, এই কথা বলিয়া রাজকন্যা ভূপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণে অন্তঃপুরে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, তৎকালে মহারাজের বাক্যের অন্যথা করিল বলিয়া যে অধিক দুঃখিত হইলেন তাহা নহে, কিন্তু রাজকন্যা বিবাহ বিষয়ে একেবারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার দুঃখের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু কি করিবেন, তাহাতে কোপ প্রকাশ না করিয়া এই মাত্র উত্তর করিলেন, যে, রাজবালা তোমাকে আমি অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু এই বাক্য রক্ষা করিতে তুমি সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে কারণ মানব দেহ ধারণ করিয়া অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া পরিণয় গ্রহণ না করিলে কিছুতেই কিছু ফল লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আর কি বলিব, তুমি এই সকল বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া আমাকে শীঘ্র উত্তর দানে বাধ্য হও। মহারাজ কেবল মাত্র এই কয়েকটি কথা বলিয়াই রাজকন্যাকে অন্তঃপুর মধ্যে বিদায় দান করিলেনবটে, কিন্তু মহারাজ নিতান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে বসিয়া আছেন এমতাবস্থায় মন্ত্রীও অমাত্যগণ মহারাজকে অনন্যমনা নিরীক্ষণ করিয়া বিনয় সহকারে তাহার কারণ নরনাথকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ভূপতি, ক্রমে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা মন্ত্রীবর্গের নিকট কীর্ত্তন করিলেন, তাঁহারা আদ্যোপান্ত শ্রবণান্তর এই উত্তর করিলেন মহারাজ, তজ্জন্য চিন্তার বিষয় কি আছে; যদি রাজকুমারী একান্তই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন তবে তাহাতে ক্ষতি কি, রাজকন্যার সহিত বিদ্যাবিষয়ে যিনি জয়ী হইবেন তাঁহার সহিত রাজকন্যার

পরিণয় সংস্থাপন হইবে তখন রাজকুমার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সাধ্যকি, অতএব রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক যে রাজ দুহিতা সত্যবতীর সহিত বিচারে যিনি জয় লাভ করিবেন তাঁহাকে রাজকন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে।

রাজা, মন্ত্রীবর্গের একপ আস্বস্থ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরম আহ্লাদ সহকারে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীগণকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া কহিলেন, হে অমাত্যগণ,তবে তোমরা অদ্য হইতেই রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দেও, যে রাজবালা সত্যবতীকে বিদ্যা বিষয়ে যিনি জয় করিতে পারিবেন তাঁহাকে রাজবালা সত্যবতীর সহিত পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যের কিয়দংশ রাজ্য ও অর্থ রাজ সরকার হইতে প্রদত্ত হইবে। অতএব প্রার্থীগণ তিন মাস সময় মধ্যে অত্রত্য রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া আবেদন করুণ, এই বলিয়া রাজ্যে ঘোষণা দেওয়ার পর নানা দিগ দেশ হইতে রাজা ও ধনি ও পণ্ডিতগণ নিত্য নিত্য আগমন পূর্ব্বক বিচারে রাজবালা সত্যবতীর নিকট পরাজিত হইয়া আপন আপন ল্যাজ গুড়াইয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করেন। তন্মধ্যে কতকগুলিন যুবক টীকি কাটা পরিচিত গোড়ার ছে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাও আছেন।

এই প্রকার ঘোষণার পর সত্যবতী আপনার অনুরূপ পতি লাভ করিবেন বলিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, যিনি আমাকে বিদ্যা বিষয়ে পরাজয় করিতে পারিবেন তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিব। এই প্রতিজ্ঞার বিষয় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, স্বদেশ বিদেশস্থ অনেকেই তাহার সহিত বিচার করিতে আসিতে লাগিলেন কিন্তু কেহই জয় লাভ করিতে পারিলেন না। বরং আপন আপন লাঙ্গুল গুড়াইয়া পলায়ণ করিতে লাগিলেন। তখন দেশস্থ ঐ যুবক পণ্ডিতগণের বিশেষ দুর্ণাম হইয়া উঠিল,

তাহারা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য পরস্পর এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক যাহাতে কোন উৎকৃষ্ট মূর্খের সহিত এই পণ্ডিতাভিমানিনীর প্রতিজ্ঞার বিপরীত কার্য্য হয় তাহাই করিতে হইবে, এই প্রকার সংকল্প স্থির করিয়া তাঁহারা দলে দলে একত্র হইয়া এক মূর্খের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন কিন্তু তাহাদিগের যেরূপ মূর্খের আবশ্যক সে প্রকার মূর্খ কোন স্থানেই দেখিতে পাইতেছেন না। এমন সময়ে একদিন কতকগুলি ব্রাহ্মন ঐরূপে মূর্খের অন্বেষণ করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন॥ তাহারা সন্নিহিত কোন বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এক তরুণ বয়স্ক ব্রাহ্মণ ঐ বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় বসিয়া সেই শাখারই মূলদেশে অনবরত কুঠারাঘাত করিতেছে। সেই শাখাটি বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে নিজে তাহার সহিত পড়িয়া যাইবে তাহা এক বারও ভাবিতেছে না। ব্রাহ্মণেরা দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে ইহার ন্যায় মূর্খ আর আমরা কোন স্থানেই পাইব না। এই বলিয়া তাহাদের মধ্যে একজন উচ্চৈঃস্বরে সেই মূর্খকে বলিলেন 'ওহে বাপু গাছ হইতে নামিয়া আইস।' মূর্খ শুনিয়া চমকিতের ন্যায় বৃক্ষতলে চাহিয়া দেখিতে পাইল যে অনেকগুলি লোক নিম্নে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ ভীত ভাবে আস্তে আস্তে বৃক্ষ হইতে নামিয়া তাহাদিগের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ দলের মধ্যে একজন বলিলেন তুমি বিবাহ করিবে? মুর্খ শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন করিব। তবে আমাদের সঙ্গে আইস, আমরা যাহা বলিব তাহাই করিতে হইবে, যদি না কর তাহা হইলে তোমার প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা। মূর্খ কালিদাস তখন তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল।

পরাজিত পণ্ডিতগণ জানিতেন যে প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহাদের সহায়তা না করিলে তাঁহারা কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। এই জন্য তাঁহারা ঐ সেই মূর্খ কালিদাসকে সঙ্গে লইয়া প্রধান উপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার দ্বারা অপরাপর পণ্ডিতগণকে সেই স্থানে আনাইয়া তাহাদের সমক্ষে বলিলেন যে আমরা স্ত্রীলোকের নিকট পরাজিত হইয়া সর্ব্বত্র অনাদৃত হইয়াছি. ইহা অপেক্ষা আর কি আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে? আমরা মহাশয়দের শিষ্য, আমরা পরাজিত হওয়াতে আপনাদের কলঙ্ক হইয়াছে। এই বলিয়া তাঁহারা আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ঐ মুর্খ কালিদাসের বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। শিষ্যগণের পরাজয় ভট্টাচার্য্যদিগের বিশেষ অপমানের বিষয়, সুতরাং তাঁহারা যুবা পণ্ডিতগণের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন ও বলিলেন যে কিরূপে তোমাদের সাহায্য করিতে হইবে বল। যুবকগণ বলিলেন যে আপনাদিগের এই মূর্খকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিলেন যে আমরা তোমাদিগের অনুরোধে ইহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিব, কিন্তু এ ব্যক্তির যেরূপ পরিচয় পাইলাম, তাহাতে ত এ কথা কহিলেই ইহার মূর্খতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। যুবা পণ্ডিতগণ কহিলেন আমরা তাহারও উপায় স্থির করিয়াছি, এ ব্যক্তি সভামধ্যে যতক্ষণ থাকিবে কোন কথাই কহিবে না, মৌনব্রতাবলম্বী বলিয়া ইহার পরিচয় দিতে হইবে। অধিকন্তু ইহাকে হস্তমুখাদি সঞ্চালন দ্বারা নানা প্রকার অভিনয় করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, এ যখন যে প্রকার অভিনয় করিবে তখনই তাহার শাস্ত্রার্থসঙ্গত অর্থ করিয়া সত্যবতীকে প্রবঞ্চিত করিতে হইবে। প্রাচীণ

পণ্ডিতেরা কহিলেন যে কন্যা অতিশয় বুদ্ধিমতী, আমরা এই যুবককে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেই বা সে তাহা বিশ্বাস করিবে কেন? যুবকেরা কহিলেন আমরাও সেই সন্দেহ করিয়া এই মূর্খকে উপযুক্ত সঙ্কেত করিতে শিখাইয়াছি। যদি সত্যবতী ইহার বয়স অল্প দেখিয়া যদি কোন কথা উত্থাপন করে, এ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই সঙ্কেত করিবে। আমরা সেই সঙ্কেতের অর্থ করিয়া দিব, এবং আপনারাও সেই সময়ে আমাদের সহায়তা করিবেন। সকলে এইরূপ পরামর্শ করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে মূর্খকে বিচার-সভায় লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা একে একে মহারাজা ধ্বান্ধাবাহাদুরের বাটীতে আসিতে লাগিলেন। মহারাজা ও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। সকলে সমবেত হইলে তাঁহারা ধ্বান্ধারাজকে কহিলেন যে অদ্য এক সুপণ্ডিত যুবক আপনার কন্যার সহিত বিচার করিতে আসিতেছেন। যদি তাঁহার নিকট সত্যবতী পরাজিত হন, তাহা হইলেই তাহার বিবাহ হইবে, নচেৎ এ দেশে এমন সুপণ্ডিত আর কেহই নাই যে তিনি সত্যবতীকে পরাজয় করিতে পারিবেন। মহারাজা, কন্যার বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি ভট্টাচার্য্য দিগের কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। বিশেষতঃ ঈদৃশ প্রাচীন পণ্ডিতগণ সত্যবতীর সহিত যুবকের বিচার শুনিতে আসিয়াছেন দেখিয়া তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে এই যুবক প্রকৃতই সুপণ্ডিত হইবেন।

এদিকে যুবাপণ্ডিতগণ সেই মূর্খকে স্নান করাইয়া ও পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া সভায় লইয়া আসিলেন। মূর্খ সভায় প্রবেশ করিবামাত্র বৃদ্ধ পণ্ডিতগণ স সম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, ও কেহ দক্ষিণে, কেহ বামে, কেহ বা পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন করি-

লেন। যথা সময়ে কন্যাও সভামধ্যে আনীত হইলেন। মূর্খ কালিদাস পূর্ব্ব উপদেশঅনুসারে কোন কথাই কহিলেন না। রাজকন্যা সত্যবতী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন যে বিচারার্থী কোন কথাই কহিলেন না, তখন তিনি সভাস্থ পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইনি কে? প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিলেন ইনি দ্বিতীয় বৃহস্পতি। ইনি মৌনব্রত ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন ও লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনমধ্যে সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলনে কালযাপন করেন। আমাদিগের কখনও কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে ইহাঁর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, ইনি তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিতমাত্রে আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন। আমরা তোমার বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং ইহাঁকেই তোমার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া অনেক যত্নে ও আয়াসে এ স্থানে আনাইয়াছি।

সত্যবতীরাজবালা প্রাচীন ভট্টাচার্য্যদিগের এই প্রকার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন যে ইঁহার যে প্রকার বয়স দেখিতেছি, তাহাতে ত আপনারা ইঁহার যেরূপ পরিচয় দিলেন তাহা বিশ্বাস হয় না। অল্প বয়সে বিদ্যা উপার্জ্জন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বহুদিন ব্যবসা না করিলে তাহার পরিপাক হইতে পারে না। মূর্খ এই কথা শুনিয়া পূর্ব্ব উপদেশ অনুসারে প্রথমে আটটি অঙ্গুলি দেখাইল, পরে সেই আটটি অঙ্গুলি বক্র করিল। তাহার পর বৃদ্ধ পণ্ডিতদিগের প্রতি, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ও বৃদ্ধদিগের প্রতি চাহিয়া সত্যবতীর দিকে দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিল। সত্যবতী বলিলেন যে ইনি কি অভিনয় করিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। যুবা পণ্ডিতগণ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন যে, যখন তুমি ইহার সঙ্কেত বুঝিতে পারিলে না, তখন ইহার নিকট তোমার পরাজয় হইল বলিতে

হইবে। শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার যে কয়টি উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, অভিনয় তাহার মধ্যে একটি উপায়। যখন তুমি সেই অভিনয় বুঝিতে পারিলে না তখন ইহা অপেক্ষা পরাজয় আর কি হইতে পারে? ইনি প্রথমে আটটি অঙ্গুলি দেখাইয়া অষ্ট অঙ্গ বুঝাইলেন, পরে তাহাদিগের বক্র করাতে "অষ্টাবক্র সংজ্ঞা সূচিত হইল। বৃদ্ধ পণ্ডিতগণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া "বন্দী' সংজ্ঞা বুঝাইলেন। সত্যবতী বলিলেন তবে আমার দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন কেন? যুবক পণ্ডিতগণ কহিলেন কেবল তোমার দিকে হস্ত প্রসারণ করেন নাই, তাহার পুর্ব্বে একবার প্রাচীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই যে তোমরা সত্যবতীকে অষ্টাবক্র বন্দী সংবাদ বুঝাইয়া দাও। বিদ্যোত্তমা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণকে বলিলেন আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যদি ঐ উপাখ্যান বর্ণনা করেন, তাহা হইলে আমি এই মহাত্মার অভিনয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারি। প্রাচীন পণ্ডিতগণ কহিলেন্ ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ও আমাদিগের প্রতি ঐরূপ আদেশ করিয়াছেন, অতএব অবশ্যই আমরা অষ্টাবক্র এবং বন্দীর আশ্চর্য্য উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। কহোড় নামক জনৈক শিষ্য তাঁহার নিকট নিয়ত অধ্যয়ন করিতেন। তিনি অল্প বয়সেই সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও সর্ব্বদা আচার্য্যের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন। মহর্ষি উদ্দালক কহোড়ের শাস্ত্র পারদর্শিতা দেখিয়া ও শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন।

কহোড় ভার্য্যার সহিত গৃহাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ নানা স্থান হইতে শিষ্যগণ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন

করিতে আসিতে লাগিল। তিনিও নিদ্রাসময় ব্যতীত কি দিবস কি রাত্রি সকল সময়েই তাহাদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন ও স্বয়ং সর্ব্বদা বেদপাঠ ও বেদার্থ চিন্তা করিতেন।

কালক্রমে সুজাতা গর্ভবতী হইলেন। পিতার মুখে নিরন্তর বেদপাঠ ও শাস্ত্রালাপ শুনিতে শুনিতে গর্ভস্থ বালক সাঙ্গ বেদ ও অপরাপর শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিল। একদিন রাত্রিকালে কহোড় শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে মাতৃগর্ভস্থ বালক পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "হে পিত! আমি আপনার প্রসাদে মাতৃগর্ভে থাকিয়াই সমগ্র বেদে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। আপনি সর্ব্বদা বেদপাঠ করেন, কিন্তু নিদ্রা ও তন্দ্রাদি দোষ বশতঃ সকল সময়ে সকল স্থল শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হয় না।" কহোড় শিষ্যগণ মধ্যে আপনাকে এইরূপে অপমানিত দেখিয়া গর্ভস্থ শিশুকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে—

যস্মাৎ কুক্ষৌ বর্ত্তমানো ব্রবীষি
তস্মাদ্বক্রো ভবিতাস্যষ্টকৃত্বঃ।

তুমি কুক্ষিস্থ থাকিয়া আমার প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে অতএব তুমি অষ্টাঙ্গে বক্র হইবে। পিতার অভিশাপে অষ্ট অবয়ব বক্র হওয়াতে ঐ বালক অষ্টাবক্র নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে সুজাতা আপনার প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া একদিন কহোড়কে নির্জ্জনে বলিলেন 'স্বামিন্! আমার প্রসবকাল সমাগতপ্রায় অতএব এক্ষণে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।' কহোড় পত্নীর ঈদৃশ বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন 'প্রিয়ে! বিদেহনগরে রাজর্ষি জনক এক মহা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, তথায় যাইলেই যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ

হইতে পারিবে। অতএব আমি অবিলম্বেই বিদেহ নগরে গমন করিব।" এই বলিয়া কহোড় পরদিন প্রত্যূষে বিদেহ যাত্রা করিলেন।

এদিকে রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ সভায় বন্দী নামক এক সুবিচক্ষণ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি জনক রাজার সহিত গূঢ়মন্ত্রণা করিয়া এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞস্থলে যে কোন পণ্ডিত আগমন করিবেন তিনি ইচ্ছা করিলেই আমার সহিত শাস্ত্রার্থবাদে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, আমি যদি পরাস্ত হই, তবে জেতাকর্ত্তৃক জলে নিমজ্জিত হইব, নতুবা যিনি আমার নিকট পরাজিত হইবেন, তাঁহাকে আমি জলে নিমজ্জিত করিব। জনক দেখিলেন যদি সমাগত পণ্ডিতমাত্রই স্বেচ্ছাক্রমে বন্দীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে অনেককেই জলমগ্ন হইতে হইবে। এই জন্য তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা পুরোমার্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং অভ্যাগত পণ্ডিতগণের সহিত কথোপকথনচ্ছলে শাস্ত্র-বিচারের অবতারণা করিয়া তাঁহাদিগের বিদ্যা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যাঁহাদিগকে তিনি সুবিচক্ষণ বিবেচনা করিতেন, কেবল তাঁহারাই বন্দীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন, অপর কেহ তাঁহার নিকটেও যাইতে পারিতেন না।

কহোড় জনক রাজার সহিত কথোপকথন করিয়া যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং কেহই তাঁহাকে বন্দীর সহিত বিচার করিতে নিষেধ করে নাই। কিন্তু বন্দী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন নাই; যিনি যিনি তাঁহার সহিত শাস্ত্রার্থবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া জলমগ্ন হইতে হইয়াছিল। কহোড়ও তাঁহার নিকট পরা-

জিত হইলেন, এবং বন্দী তাঁহাকে আপনার প্রতিজ্ঞা অনুসারে জলে নিমজ্জিত করিলেন।

ক্রমে ক্রমে উদ্দালক ও সুজাতা এই শোকাবহ ঘটনার কথা শুনিতে পাইলেন এবং অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। যথা সময়ে সুজাতা এক পুত্র প্রসব করিলেন। পিতৃ শাপে অষ্ট অবয়ব বক্র হইয়াছিল বলিয়া সেই বালক অষ্টাবক্র নামে প্রখ্যাত হইতে লাগিল। সুজাতা জানিতেন না যে কহোড় তাঁহার গর্ভস্থ শিশুকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি পুত্রকে বিকলাঙ্গ দেখিয়া আরও শোকাভিভূতা হইয়া উঠিলেন।

উদ্দালক আশ্রমস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে অষ্টাবক্র যেন পিতার জলমগ্ন হইবার বৃত্তান্ত কোনক্রমে শুনিতে না পায়। এই জন্য অষ্টাবক্র সেই দুর্ঘটনার বিষয় কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। তিনি মহর্ষিকে পিতা ও তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। একদিন অষ্টাবক্র মাতামহের ক্রোড়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্বেতকেতু সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও অষ্টাবক্রের সমবয়স্ক ছিলেন, এবং পিতার ক্রোড়ে অষ্টাবক্র বসিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া বালস্বভাবসুলভ ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দিলেন ও বলিলেন এ তোমার পিতার ক্রোড় নহে, তুমি কেন এ ক্রোড়ে বসিতে আসিয়াছ। অষ্টাবক্র মাতুলের এই প্রকার দুর্ব্বাক্যে ব্যথিত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন মা, আমার পিতা কে এবং তিনি কোথায় রহিয়াছেন? সুজাতা পুত্রের কথা শুনিয়া অতিশয় শোকাকুল হইয়া উঠিলেন এবং অষ্টাবক্র কোন

প্রকারে প্রকৃত বৃত্তান্তের আভাস পাইয়া থাকিবে বিবেচনা করিয়া কহোড়ের বিদেহ রাজ্য গমন ও জলমগ্ন হইবার বৃত্তান্ত যে প্রকার শুনিয়াছিলেন সমস্ত বর্ণনা করিলেন।

এইরূপে অষ্টাবক্র মাতার নিকট পিতৃবৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন। কিন্তু মাতাকে আর কিছুমাত্র না বলিয়া শ্বেতকেতুর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া দুই জনে শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন।

যখন তাঁহারা বিদেহ নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন রাজর্ষি জনক পুরোমার্গেবিচরণ করিতে ছিলেন। তিনি দূর হইতে অষ্টাবক্রকে দেখিতে পাইয়া পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে অষ্টাবক্র মাতুলের সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন মহারাজ! আমাদিগকে পথ প্রদান করুন। জনক জিজ্ঞাসা করিলেন পথ কাহার? অষ্টাবক্র বলিলেন;—

অন্ধস্য পন্থা বধিরস্য পন্থাঃ
স্ত্রিয়ঃ পন্থা ভারবাহস্য পন্থাঃ।
রাজ্ঞঃ পন্থা ব্রাহ্মণেনাসমেত্য
সমেত্য তু ব্রাহ্মণস্যৈব পন্থাঃ॥

যদি ব্রাহ্মণ পথে উপস্থিত না থাকেন, তবে অগ্রে অন্ধ, পরে স্ত্রী, পরে ভারবহ, পরে রাজা পথ দিয়া গমন করিবেন। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তিনিই গমন-করিবেন।

জনক বলিলেন, আমি আপনাকে পথ প্রদান করিলাম, আপনি যথা ইচ্ছা গমন করুন।

অনন্তর অষ্টাবক্র যজ্ঞশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে বলিলেন যে, আমি যজ্ঞস্থলে বন্দীকে দেখিবার জন্য

এ স্থানে আসিয়াছি, আমাকে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতে পথ প্রদান কর।

দৌবারিক বলিল এই যজ্ঞশালায় বালকের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, কেবল বিচক্ষণ বৃদ্ধগণই এই সভায় প্রবেশ করিতে পারেন, আপনাকে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক মাত্র দেখিতেছি আপনাকে কি প্রকারে যজ্ঞ শালায় প্রবেশ করিতে দিব, আমরা বন্দীর আজ্ঞানুবর্ত্তী, আপনার ন্যায় বালকদিগকে এই সভায় প্রবেশ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন।

অষ্টাবক্র বলিলেন যে যদি বৃদ্ধেরা এই সভায় প্রবেশ করিতে পারেন তবে আমারও যাইবার অধিকার আছে। আমি ব্রতাচরণ ও সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, আমাকে বালক-জ্ঞানে তাচ্ছীল্য করিও না।

দৌবারিক বলিল আপনি কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছেন, প্রকৃত বিদ্বান অতি দুর্লভ। বালকগণ বৃদ্ধগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াই শাস্ত্রে প্রবীণতা লাভ করিয়া থাকে, এই কথায় অষ্টাবক্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

ন তেন স্থবিরো ভবতি বেনাস্য পলিতং শিরঃ।
বালোঽপি যঃ প্রজানাতি তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥
ন হায়নৈর্ন পলিতৈ ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানং সনোমহান॥

কেবল মস্তক পালিত হইলেই কেহ বৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; প্রজ্ঞাবান বালককেও দেবগণ বৃদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বয়স বা পলিত বা ঐশ্বর্য্য বা বন্ধু কিছু-তেই লোকে বৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, ঋষিগণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি মহান্।

দ্বারপাল অষ্টাবক্রের মুখে এই প্রকার বৃদ্ধের ন্যায় কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিল আমি আপনাকে কৌশলে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছি, আপনিও যথাসাধ্য যত্ন করুন।

তখন অষ্টাবক্র জনককে বলিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি আপনার বন্দী বিবাদে অনেক বিদ্বানকে পরাজয় করিয়া জলে নিমজ্জিত করিয়াছে। আমি অদ্য সেই বন্দীকে বিবাদে পরাজয় করিয়া বিজিত পণ্ডিতগণের ন্যায় তাহাকে জলে নিমজ্জিত করিব। শীঘ্র আমাকে বন্দীর নিকট লইয়া চলুন।

জনক বলিলেন, এ পর্য্যন্ত যে যে বিদ্বান তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই।

অষ্টাবক্র বলিলেন মহারাজ তবে বন্দীকে এ পর্য্যন্ত আমার ন্যায় কোন ব্যক্তির সহিত বিচার করিতে হয় নাই। অতএব শীঘ্র আমাকে তাহার নিকট লইয়া চলুন, দেখুন অদ্য সভাজন সমক্ষে বন্দীর কি দুর্দ্দশা করি।

জনক এই কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া বলিলেন,—

ত্রিংশকদ্বাদশাংশস্য চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বণঃ।
যস্ত্রিষষ্ঠী শতারস্য বেদার্থং স পরং কবিঃ॥

যিনি দ্বাদশ অংশযুক্ত, চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বসংযুক্ত এবং ত্রিশতষষ্ঠি সংখ্যক অরবিশিষ্ট পদার্থের অর্থ জানিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। এই দ্বাদশাংশের মধ্যে প্রত্যেক অংশেরই ত্রিশটি অবয়ব।

শুনিবামাত্র অষ্টাবক্র প্রত্যুত্তর করিলেন,—

চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বত্বাং যন্নাতি দ্বাদশপ্রধি।
তত্ত্রিষষ্ঠীশতারং বৈ চক্রপাতু সদাগতি॥

মহারাজ! সেই সদাগতি বর্ষচক্র আপনার মঙ্গল করুন।

দ্বাদশ মাস সেই চক্রের দ্বাদশ নেমি (ও ত্রিংশৎ দিন সেই নেমির অবয়ব), চতুর্ব্বিংশতি পক্ষ তাহার চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্ব ত্রিশতষষ্ঠী দিবস তাহার ষষ্ঠ্যধিক ত্রিশত অর।

এখন প্রকৃত পক্ষেই জনকের সহিত অষ্টাবক্রের শাস্ত্রালাপ আরম্ভ হইল। জনক পুনর্ব্বার বেদবিহিত শ্বেনপাত যাগ বিষয়ে আর একটী প্রশ্ন করিলেন, অষ্টাবক্রও তৎক্ষণাৎ তাহার সদুত্তর প্রদান করিলেন। রাজর্ষি জনক অষ্টাবক্রের এইরূপ শাস্ত্র-নৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন এবং লৌকিক বস্তুবিষয়ে তাহার কীদৃশী অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন।

কিংস্বিৎস্বপ্তন্ননিমিষতি কিংস্বিজ্জাতঃ নচোপতি।
কস্যস্বিদ্ধৃদয়ং নাস্তি কিংস্বিদ্বেগেন বর্দ্ধতে॥

চক্ষু মুদ্রিত না করিয়া কে নিদ্রা যায়? জন্মিয়া কে স্পন্দিত হয় না? কাহার হৃদয় নাই এবং কে বেগে বর্দ্ধিত হয়।

অষ্টাবক্র ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিলেন,—

মৎস্যঃসুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন চোপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগে ন বর্দ্ধতে॥

মৎস্য নিদ্রাকালে চক্ষু নিমিলিত করে না, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, প্রস্তরের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।

রাজর্ষি জনক অষ্টাবক্রের এই প্রকার শাস্ত্রনৈপুণ্য ও লৌকিক পদার্থে অভিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিলেন ব্রাহ্মণ কুমার! আপনি বালক নহেন, আপনি প্রকৃত বৃদ্ধ, আমি কখনও কোন বৃদ্ধকেও আপনার ন্যায় বাক্‌পটু দেখি নাই। যদিও বন্দী বালকগণকে তাঁহার সমক্ষে যাইতে নিষেধ করি-য়াছেন, তথাপি আমি আপনাকে পথ প্রদান করিতেছি, আসুন আমি স্বয়ং আপনাকে বন্দীর নিকট লইয়া যাই। এই বলিয়া শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্রকে লইয়া বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

অষ্টাবক্র সভাশালায় রাজপ্রদত্ত স্বর্ণপীঠে উপবেশন করিয়া আরক্ত নয়নে বন্দীকে বলিতে লাগিলেন, "বন্দিন! তুমি আমার পিতাকে বিবাদে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে জলে নিমজ্জিত করিয়াছ এইরূপে শত শত ব্রহ্মহত্যা করিয়া মহাপাতক সঞ্চয় করিতে কুণ্ঠিত হও নাই। অদ্য তোমার সেই ব্রহ্মহত্যা জনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে; অদ্য আমি এই সভাসমক্ষে তোমার দর্প চূর্ণ করিব, হয় তুমি আমার বাক্যের উত্তর প্রদান কর, নচেৎ তুমি প্রশ্ন কর, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি। সভ্যগণ বালকের মুখে এইরূপ মাৎসর্য্য পুর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বন্দী বলিলেন,—

এক এবাগ্নির্ব্বহুধা সমিধ্যত
একঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি।
একোবীরো দেবরাজোঽরিহন্তা
যমঃ পিতৃণামীশ্বরশ্চৈক এব॥

এক অগ্নিই বহু প্রকারে প্রদীপ্ত হন, এক সূর্য্যই এই সমগ্র লোক বিভাসিত করেন, এক বীর ইন্দ্রই শত্রুগণকে হনন করেন এবং এক যমই পিতৃগণের ঈশ্বর।

অষ্টাবক্র, বন্দীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—

দ্বাবিন্দ্রাগ্নী চরতো বৈ সখায়ো
দ্বৌ দেবর্ষী নারদ পর্ব্বতৌ চ।
দ্বাবশ্বিনৌ দ্বে রথস্যাপি চক্রে
ভার্য্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ বিধাত্রা॥

ইন্দ্র ও অগ্নি এই দুই সখা (একত্রে) বিচরণ করেন, নার ও পর্ব্বত এই দুই জন দেবর্ষি, অশ্বিনীকুমার দুই জন, রথের

চক্র দুই খানি এবং জায়া ও পত্নী এই বিধাতাই বিধান করিয়াছেন।

এইরূপে বন্দীর প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম প্রভৃতি অযুগ্মসংখ্যক শ্লোকে অযুগ্মসংখ্যা-বিশিষ্ট পদার্থের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। অষ্টাবক্রও তদুত্তরে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি যুগ্মসংখ্যক শ্লোকের যুগ্মসংখ্যা বিশিষ্ট পদার্থ সমূহের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পরে অষ্টাবক্র দ্বাদশসংখ্যক শ্লোকে দ্বাদশ-সংখ্যা-বিশিষ্ট পদার্থের বর্ণনা করিলে, বন্দী ত্রয়োদশ-সংখ্যক শ্লোকের প্রথম দুই পাদ পাঠ করিলেন,—

ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা
ত্রয়োদশ দ্বীপবতী মহীচ।

ত্রয়োদশী তিথি প্রশস্ত বলিয়া বিখ্যাত, এই পৃথিবীতে ত্রয়োদশ দ্বীপ আছে—

কিন্তু অপর দুই চরণ তিনি পূরণ করিতে না পারিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। অষ্টাবক্র বন্দীকে তদবস্থ-দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় চরণ পূরণ করিয়া দিলেন,—

ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী
ত্রয়োদশাদীন্যতি ছন্দাংসি চাহুঃ। (১)

আত্মা ত্রয়োদশ প্রকার ভোগে আশক্ত থাকেন এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রতিবন্ধক।

অষ্টাবক্র এইরূপে ত্রয়োদশ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ পূরণ করিলে যজ্ঞশালা তাঁহার প্রশংসাধ্বনি ও জয়শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অষ্টাবক্র কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন, বন্দিন! আর কেন বৃথা বিলম্ব করিতেছ। শীঘ্র জলমগ্ন হইবার উদ্যোগ কর, শীঘ্র আমার পিতৃশোকানল নির্ব্বাণ হউক, ব্রহ্মহত্যা জনিত মহাপাপের ফলভোগ না করিয়া তুমি আর কত দিন থাকিতে

পারিবে? শাস্ত্রবাদে প্রবৃত্ত হইলে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একের পরাজয় হইবেই হইবে। তুমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে পরাজয় করিয়া গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলে এবং নিরপরাধে শত শত সদ্বিদ্বানের প্রাণ বিনাশ করিয়াছ। তুমি প্রসুপ্ত ব্যাঘ্রকে জাগ্রত করিয়াছ, বিষধর সর্পের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছ, তোমার এই প্রকার পরিণাম হইবে না ত, কাহার হইবে? তুমি কোন্ পুণ্য প্রতাপে এত দিন আপনার দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ কর নাই, তাহা তুমিই বলিতে পার। কিন্তু আর তোমার নিস্তার নাই, শীঘ্র ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া লও, এখনই তোমাকে জলে নিমজ্জিত হইতে হইবে।

বন্দী প্রত্যুত্তর করিলেন অষ্টাবক্র! আমি তোমার পাণ্ডিত্য ও বাকপটুতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। তুমি অকারণ আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ, আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই ও বোধ হয় ব্রহ্মহত্যা করিতে ত্রিলোকে আমার ন্যায় কেহই ভীত নহেন, আজি তোমার নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়াছি এবং সেই জন্য, যে কথা এ পর্য্যন্ত রাজর্ষি জনক ব্যতীত অপর কাহারই নিকট প্রকাশ করি নাই, তাহাই তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি। আমি জলাধিপতি বরুণদেবের পুত্র, আমার পিতা স্বনগরে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন বলিয়া তাঁহার আদেশক্রমে যজ্ঞশালার শোভার্থে সদ্বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের অন্বেষণে পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছি। নির্লোভ ব্রাহ্মণগণ বরুণালয়ে সহজে যাইবে না বলিয়াই এই ছল করিয়াছিলাম। প্রকৃত ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইলে, পুণ্যশীল রাজর্ষি জনক কখনই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না।

অষ্টাবক্র বলিলেন, "বন্দিন! তোমাকে ধিক! তোমার ন্যায় পণ্ডিতের কি এইরূপ বাগাড়ম্বর শোভা পায়, না তোমার ন্যায়

পণ্ডিতের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত? এখনও অভি-মানেই তোমার প্রাণ বিনাশ হইল না। আর আমি তোমার সহিত বাক্য ব্যয় করিব না। পরে জনক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন রাজর্ষি, বন্দীর পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীগন কি আপনার ইচ্ছাক্রমে জলে নিমগ্ন হইতেন, না বন্দী তাঁহা-দিগকে নিমজ্জিত করিতেন। আপনি কি আপনার নিয়োজিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বন্দীর সাহায্য করেন নাই, তবে এখন বিলম্ব করিতেছেন কেন? শীঘ্র বন্দীকে জলে নিমজ্জিত করুন, দেখি-তেছেন না, বন্দী আমাকে বালক পাইয়া বাক্য কৌশলে ভুলা-ইবার চেষ্টা করিতেছেন।

এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া রাজর্ষি জনক বলিলেন, ব্রাহ্মণ কুমার! আপনি বালক নহেন, আপনি বিবাদে দেবনন্দন বন্দীকে পরাজয় করিলেন, আপনি যদি বালক তবে বৃদ্ধ কে? বন্দী আপনাকে বাক্যকৌশলে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে না, ইনি প্রকৃতই বরুণের পুত্র, জলনিমগ্ন হইতে ইহার কিছুমাত্র ভয় নাই, বন্দী, যাহাদিগকে জলে নিমজ্জিত করিয়াছেন, তাহারা ধনমানে পূজিত হইয়া অদ্যই বরুণালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে বন্দীর পরাজিত প্রতিবন্দ্বীগণ জনকের যজ্ঞশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে অষ্টাবক্র ও বন্দীর উপাখ্যান সমাপ্ত হইলে বৃদ্ধ পণ্ডিতগণ বলিতে লাগিলেন যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বকৃত অভি-নয় দ্বারা তোমাকে নানাবিধ উপদেশ দান করিয়াছিলেন! তাঁহার ইঙ্গিত সূচিত উপাখ্যানের মর্ম্ম এই যে, বয়সের ন্যূনা-ধিক্য অনুসারে বিদ্যার তারতম্য হইতে পারে না, বয়ঃকনিষ্ঠ যদি কৃতবিদ্য হন তবে তিনিই সকলের পূজনীয়। বিদ্যাবিবাদে পরাজিত হইলে পণ্ডিতগণের তাহাতে অবমাননা নাই, বাস্ত-

বিকই যদি তাহাতে তাহাদের অপমান হইত তাহা হইলে বন্দী পরাজিত পণ্ডিতগণকে স্বীয় পিতৃযজ্ঞে প্রেরণ করিয়া কখনই তাহাদিগকে সম্মানিত করিতেন না। অতএব তুমি পরাজিত হইলে বলিয়া লজ্জিত হইওনা বা আপনাকে অপমানিত বোধ করিও না। অন্যকে শাস্ত্রবিবাদে পরাজিত করিয়াছি বলিয়া কাহারই বিদ্যামদে উন্মত্ত হওয়া উচিত নহে। দেখ অল্পবয়স্ক ঋষিপুত্রের নিকট বয়োবৃদ্ধ দেবনন্দন বন্দীও পরাজিত হইয়াছিলেন। তুমি যেমন আপনার অনুরূপ পতিলাভের প্রয়াসে স্বয়ম্বরের ইচ্ছা করিয়াছিলে তেমনই তোমার অদৃষ্টের সুপ্রসন্নতা বশতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আর কোনও প্রকার আপত্তি উত্থাপন না করিয়া ইহাঁকে বরমাল্য প্রদান কর, তাহা হইলে তুমি নিজ অনুরূপ পতিলাভ করিয়া চিরসুখিনী হইতে পারিবে।

সত্যবতী রাজকন্যা পণ্ডিতগণের কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন ইহার একটী অভিনয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়াই একবারে ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। ইনিই বা অভিনয়ের মর্ম্মগ্রহণে কতদূর নিপুণ তাহা আমার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, আমি ইঙ্গিতদ্বারা যে পূর্ব্বপক্ষ করিব যদি ইনি তাহার সমর্থ হয়েন তবেই ইহাকে পতিত্বে বরণ করিব। এইরূপ বিবেচনা করিয়া একমাত্র চৈতন্যই এই চরাচর জগতের কারণ এই অভিপ্রায়ে একটী অঙ্গুলি প্রসারণ করিলেন।

পণ্ডিতবেশধারী মূর্খ কালিদাস আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত মনে করিল আমি ইহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছি বলিয়া এই কন্যা আমার সহিত কৌতুক করিতেছে ও আমার একটি চক্ষু কাণা করিয়া দিবে বলিয়া একটি অঙ্গুলি বাড়াইতেছে, তবে

আমিই বা কৌতুক করিতে ছাড়িব কেন? এ যেমন আমার এক চক্ষু কাণা করিতে চাহিতেছে আমিও তেমন ইহার দুই চক্ষু কাণা করিব বলিয়া কৌতুক করি। এই ভাবিয়া একবারে দুইটি অঙ্গুলি বাড়াইয়া দিল।

অমনি ভট্টাচার্য্যগণ তুমুল কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ঘুণাক্ষরের ন্যায় উত্তর হইয়াছে, ঘুণাক্ষরের ন্যায় উত্তর হইয়াছে"। একমাত্র পুরুষ এই জগতের কারণ তুমি এই অভিপ্রায়ে এক অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়াছ। ইনি তোমার পক্ষ খণ্ডন করিয়া দুই অঙ্গুলি প্রদর্শিত করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে একমাত্র পুরুষ এই জগতের কারণ নহেন, তিনি প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া চরাচরাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। একমাত্র প্রকৃতি বা একমাত্র পুরুষ হইতে কখন সৃষ্টি হইতে পারে না।

সত্যবতী। ভট্টাচার্য্যগণের এই বিষম চাতুরীর মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের চক্রে প্রতারিত হইয়া সেই মূর্খকেই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। পরে শুভদিনে শুভলগ্নে বরকন্যার শুভ পরিণয় সমাহিত হইবার জন্য নূতন পঞ্জিকা আনয়ন প্রয়োজন হইল।

নূতন ধরণের হরপার্ব্বতী সংবাদ।

তখন শুভদিন ও শুভ লগ্ন স্থির করিবার জন্য পঞ্জিকা আনয়ন নিমিত্ত রাজা আজ্ঞা দিলেন।

[নূতন ধরণের পঞ্জিকাসহ আচার্য্যের প্রবেশ।]

মহারাজ, জয় হউক এই কথা বলিয়া রাজ সভায় গণৎকার মহাশয় নূতন ধরণের পঞ্জিকা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে,
সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

হরপার্ব্বতীসংবাদ।

পার্ব্বতীনাথ ভাঙের নেশায় বিভোর হইয়া কৈলাস শিখরের রমণীয় কন্দরে সুখশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এমন সময়ে পার্ব্বতী প্রস্রবণ স্নাতা ও পট্ট বস্ত্র পরিহিতা এবং তিলক ধারণ পূর্ব্বক হরিতকী হাতে লইয়া ভগবান ভবানী পতির নিকট আসিয়া সপ্রেম ভাবে কহিলেন।

হে নাথ গাত্রোত্থান করুন।

গত রাত্রিতে ভাঙের পরিমাণ টা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল বলিয়া ধূর্জ্জটির গভীর নেশা হইয়াছিল, নাসিকারন্ধ্রের প্রবল গর্জ্জনে পার্ব্বতীর সিংহ সর্ব্বদা চমকিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল। এখন তত নেশা নাই বটে, সামান্য গোলাপী নেশা আছে মাত্র। তাই ভবানীপতি পার্ব্বতীর কথা শুনিয়াও শুনিলেন না, পার্ব্বতী কিছু চিৎকার করিয়া কহিলেন,

"মহাদেব উঠুন।"

একবার সামান্য শব্দ মহাদেবের কর্ণে প্রবেশ হইল, মহাদেব চক্ষু মেলিতে পারিলেন না। চক্ষু মুদিয়াই বলিয়া উঠিলেন,

চাই কি? এখন যে অনেক রাত্রি আছে।

পার্ব্বতী বলিলেন।

মরণ আর কি, রাত্রি আছে না বেলা আট্ টা বেজে গেল, ঐযে তোমার মুখের উপরে রোদ উঠেছে।

মহাদেব তখনও চক্ষু মুদিয়াই আছেন, এবং চক্ষু মুদিয়াই বলিলেন,

"বটে, তবে এত শীত কেন, আর ঐ শীতের সময় তোমার এত গরজ কি? ভাল বলই না কেন, ব্যাপার টা কি?"

পার্ব্বতী নূতন বৎসর আরম্ভ হলো, কাল বলেছিলে, নব পঞ্জিকা শুনাবে, তাই আজ প্রাতঃস্নান করে ঠিক হয়ে এসেছি। আজ তাই শুনাইতে হবে।”

শিব। “নূতন বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে নূতন বৎসর।

পার্ব্বতী। “তোমার কিছু মনে থাকেনা। এখন পৌষ মাসের শেষ থেকে বৎসর গণনা হয়, কলির শেষ ভাগে এই প্রকার নিয়ম হইয়াছে ১৮ই পৌষ, নিউইয়ার্স ডে, তা কি একেবারে ভুলে গিয়েছ?

শিব। তাইত আমার সকল কথা মনে থাকে না, এইজন্য লোকে আমাকে ভোলানাথ বলে। ১৮ই যদি নিউইয়ার্স ডে হইল তবে তার আগের দিন কি চড়ক পূজা টা হবে? বলি গৃহজাত কিঞ্চিৎ দধির ব্যবস্থা করেছ ত?

পার্ব্বতী। কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, রহস্য ছেড়ে দিয়ে কাজের কথা কও।

শিব মনে করিয়াছিলেন, যে আজও একটা ওজর আপত্তি করে ফাঁকি দেবেন; তা প্রেয়সীর জেদ দেখিয়া সেরূপ করিতে সাহস পাইলেন না, বলিলেন, আচ্ছা কি শুনিবে বল।

পার্ব্বতী। হাঁ গোটা তিন চার কথাই জিজ্ঞাসা করিব। বলতো এবার রাজা কে, মন্ত্রী কে, রাজফল কি?

শিব। তাইত, পূর্ব্বে যে সকল গ্রহদেবতা ছিলেন, কলির প্রভাবে তাঁহারাই রূপান্তর ও নামান্তর গ্রহণ করিয়া এখন সংসারের স্কন্ধে ভর করিয়াছেন, এবং নূতন রকমের ধর্ম্ম ব্যবস্থাও নূতন রকম ফলাফল এ সকল বলা বড় সুকঠিন ব্যাপার।

পার্ব্বতী। তা যত দূর হইতে পারে বল।

শিব। কতক কাল শনির রাজ্য ছিল। তখন দীল্লি

বিভাগে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ও মান্দ্রাজে অতিশয় দুর্ভিক্ষ এবং মুদ্রাযন্ত্রে বিষম মহামারি উপস্থিত হইয়াছিল।

পার্ব্বতী। সেত পুরাতন কথা, এবারকার ফলাফল বল।

শিব। সোমের রাজত্বে লোক সকল পরম সুখে বাস করিয়াছিল, শেষভাগে যদিও ব্যারিংরূপী বৃহস্পতি মন্ত্রির পরিবর্ত্তনে কথঞ্চিৎ অমঙ্গল হইল, তথাপি সোমের রাজত্বে প্রজার বড় সুখ ছিল এখন আবার বুধ রাজা হইয়া শনির রাজত্বের পুনরভিনয় করিতেছেন।

পার্ব্বতী। আচ্ছা রাজফলটা ত ভাল শুনিলাম, একবার আসল কথাটা বল দেখি, নরলোকের ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গেই আমাদের যাহা কিছু স্বার্থের যোগ। বলদেখি এবার ভারতের ধর্ম্ম ফলটা কি?

শিব। (ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন) কর্ম্মফল তালপুষ্করিণীবৎ।

পার্ব্বতী। এযে নূতন ভাষা, পরিষ্কার করিয়া বল।

শিব। তবে শোন, এক গ্রামে একটা বড় পুকুর ছিল। পুকুর পাড়ে তালগাছ ছিল। অনেক দিন পূর্ব্বে সে সকল তালগাছ মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু লোকে এখনো সে পুকুরটাকে তালপুকুর বলে। সেইরূপ ভারতের পূর্ব্বে ধর্ম্ম কর্ম্ম ছিল, এখন নাই; তথাপি পঞ্জিকায় তদ্রূপ ধর্ম্মফল লিখে;

পার্ব্বতী! এ যুগের অবতার কে?

শিব। অবতার কল্কি। এই কেবল সন্ধ্যা।

পার্ব্বতী। শুনিলাম মর্ত্তে নাকি আবার কৃষ্ণ অবতার হবে।

শিব। কৃষ্ণ? কে বলিল, কোন কৃষ্ণ।

পার্ব্বতী। সেই যে কৃষ্ণ, কংসারি মুকুন্দ মুরারি শ্রীমধুসূদন হরি।

শিব। বটে, সেই কৃষ্ণ? সেই যশোদার ননীচোরা ব্রজ-গোপীর মনহরা, কাল বসন পীতধড়া? সেই যে মিথ্যা কথার আঁধি, যার বালাই লয়ে কাঁদি সেই কৃষ্ণ? রসো রসো। এই বলিয়া মুদিত নয়নে উরুদেশে চাপড় দিয়া গোবিন্দ অধিকারীর দূতী-সুরে শিব গাইতে লাগিলেন। যথা—

ওরে দ্বারি, কোথা তোদের বংশীধারী।

গাইতে গাইতে শিব উঠিয়া বসিলেন, আবার দুই হাতে উচ্চ করতালি দিয়া গাইতে লাগিলেন—

ভাস্‌লো রে প্রেমের তরী সাধের যমুনায়,
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।

পার্ব্বতী। (ব্যস্ত হইয়া মহাদেবের হস্তে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন) ওকি কর, পাগল হলে নাকি?

শিব। (শান্ত হইয়া বলিলেন), না না, অনেক দিনের পুরাতন কথা মনে পড়িল, যৌবনের আনন্দ, মনে উথলিয়া উঠিল, তাই একবার গীত গাইলাম। তা তুমি রাগ করো না, তোমার পায়ে পড়ি কিছু মনে করিওনা। এই বলিয়া আবার শুইলেন।

পার্ব্বতী। আবার দুপুর বেলায় ঘুমালে নাকি, আমার কথার উত্তর দেও।

শিব সেই যমুনার আনন্দেই বিভোর ছিলেন, ভাল রকমে পার্ব্বতীর কথা শুনিতে পান পাই।

পার্ব্বতী। অবতার কৃষ্ণ, কি, কল্কি' তা ঠিক করিয়া বল।

শিব। কৃষ্ণই কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন,

পার্ব্বতী! এ অবতারে ধর্ম্ম কত, আর অধর্ম্ম কত।

শিব। "অধর্ম্ম আঠার আনা সাড়ে বাইস গণ্ডা" ধর্ম্ম নাম মাত্র?

পার্ব্বতী। ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কর? ধর্ম্ম মতগুলি সংক্ষেপে বল।

শিব। এখন পারবোনা কারণ দুই আনা সাড়ে বাইশ গণ্ডা বেশী আছে এজন্য উহার জমা খরচ মিল করিতে পারিবনা।

পার্ব্বতী। মোটামুটি বল।

শিব। নব ধর্ম্মের মত এই যে তাহা না হইলে লোক সকল, স্থিতি রক্ষা পায়না। তরমুজ ক্ষেত্রে যেমন খড়ের মানুষ প্রস্তুত করিয়া মাথায় কাল হাঁড়ি দিয়া যেমন শূকর তাড়ায়; নবধর্ম্মের মতে অমঙ্গল তাড়াইবার জন্য সেই প্রকার জুজুর ভয়ের প্রয়োজন। জুজু তৈয়ের করিতে হয়।

পার্ব্বতী। এধর্ম্মের অপর মত কি?

শিব। অপর প্রধান মত এই যে লোক হিতের জন্য, মিথ্যা কথা ব্যবহার করা যায়।

পার্ব্বতী। তা প্রকাশ করে বল।

শিব। তবে মনোযোগ দিয়া ভাল করিয়া শুন? নচেৎ বুঝিতে পারিবেনা মনেকর এই সত্যবতী রাজবালা বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছেন কিন্তু কথকগুলি দিগ্‌গজ টিকি কাটা বিদ্যাবাগীসের দল রাজকন্যার নিকট পরাজিত হওয়ায় ক্রোধ পরতন্ত্র বশতঃ সকলে এক পরামর্শী হইয়া একটী গোড়ার ছে সুপণ্ডিত গুণমনি ধরিয়া আনিয়াছেন তাহার সহিত আগামী কল্য রাজকন্যার বিবাহ তজ্জন্য রাজা বাহাদুর বিশেষ ধূম ধাম করিতেছেন।

পার্ব্বতী। গোড়ার ছে সুপণ্ডিত কি রকম, তাহা ভাল করিয়া বল।

শিব। তোমার পড়া শুনা কম আছে, এজন্য তুমি সহসা বুঝিতে পারিবেনা, বিবাহের পর রাজকন্যা জানিতে পারিবেন গোড়ার ছে শব্দে হনুমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পার্ব্বতী। মানুষ কখন হনুমান হয়"।

শিব। সময় সময় হয় বইকি? দেখ এখনকার মানবেরা বলে যে আমরা যদি মর্কট বংশাবতংশ না হইব, তবে আপনারা কালিয়া কোপ্তা ভক্ষণ করি, আর পিতৃ লোককে কদলি তণ্ডুল উৎসর্গ করি কেন?

পার্ব্বতী এই প্রকার কথা শুনিয়া আর অন্যান্য কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না। পরে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ভাবে রহিলেন" তখন।

শিব। প্রেয়সীর প্রসন্নমুখ পরিতপ্ত কেন? এই কথা বলিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন যে এবার আশ্বিন মাসে বঙ্গভূমে গমন করিবে ত?

পার্ব্বতী। একবার প্রিয় বঙ্গদেশে যাব বৈকি? তার পরে যাই হউক, একবার যেয়ে দেখে আসব।

শিব। আমি কিন্তু যাবনা ভাই?

পার্ব্বতী। কেন?

শিব। বৃদ্ধ বয়সে আমার বলীবর্দ্দটী হারাইলে বড় ক্লেশ হইবে, এখন কেবল ছাগশাবকে শরতের উৎসব শেষ হয় না। নব ধর্ম্মমতে উহাতে দোষ বা নিষেধ নাই?

পার্ব্বতী। (চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন) বল কি, বল কি? ঐ সর্ব্বনাশ। পার্ব্বতীর মুখে আর কথা সরিল না। তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

শিব পার্ব্বতীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া ঝটিতি গাত্রো-খান করিলেন, আর প্রিয়তমাকে কোলে করিয়া ভরসা দিয়া কহিলেন।

যে বস্তু আহার করিলে সমাজচ্যুত হয় অর্থাৎ গোমাংস ভক্ষণ করিলে বিস্তর পাপ হয় কিন্তু তাহারি আবার গোময়

ভক্ষণ করিলে অতি পবিত্র হইয়া থাকে ; সেজন্য তুমি চিন্তা বা ভাবনা করিওনা।

পঞ্জিকা শ্রবণের পর শুভদিন ও শুভ লগ্ন স্থির হইল আর রাজবালা সত্যবতীর গাত্রে হরিদ্রা দিতে আদেশ করিলেন, তৎসঙ্গে গুণমনি কালিদাসেরও গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হইল।

বিবাহ।

লগ্ন নির্ণয়।

বিবাহঃ (পু) উদ্বাহঃ, দারপরিগ্রহঃ ॥ তৎপর্য্যায়ঃ উপযমঃ ২ পরিণয়ঃ ৩ উদ্বাহঃ ৫ উপয়ামঃ ৫ পাণি-পীড়নং৬ ইত্যমরঃ॥ দারকর্ম্ম ৭ করগ্রহঃ ৮ ইতি শব্দ রত্নাবলী॥ পাণিগ্রহণং ৯ নিবেশঃ ১০ পাণিকরণং ১১ ইতি জটাধারঃ। সচাষ্টবিধঃ। যথা ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা, তজ্জঃ পুনা ত্যুভয়তঃ পুরুষানেক বিংশতিং॥ যজ্ঞস্থায় ঋত্বিজেদৈব মাদায়-র্ষন্ত গোযুগং চতুর্দ্দশ প্রথমজঃ পুনাত্যুত্তর জশ্চ ষট্॥ ইত্যুক্তা চরতাং ধর্ম্মং সহযা দীয়তেঽথিনে সকায়ঃ পাবয়েত্তজ্জঃ ষড়বংশ্যাংশ্চ সহাত্মনা। আসুরোদ্রবিনা দানাৎ গান্ধর্ব্ব সময়ামিথঃ, রাক্ষসো যুদ্ধ হরণাৎ পৈশাচঃ কন্যাকাচ্ছলাৎ ॥ ইতি যাজ্ঞবল্কঃ ॥

অপিচ। গৃহীত বিদ্যো গুরুবে দত্তাচ গুরুদক্ষিণাং।
গার্হস্থ্য মিচ্ছন্ ভূপাল কুর্য্যাৎ দার পরিগ্রহং ॥
বর্ষৈরেক গুণায়াং ভার্য্যা মুদ্বহে ত্রিগুণঃস্বরং।
নাতিকেশা মকেশাং বা নাতি কৃষ্ণাং নপিঙ্গলাং ॥
নিসর্গতো নাধিকাঙ্গীং বা ন্যূনাঙ্গীমপি নোদ্বহেৎ।
অবিশুদ্ধাং সরোগাং নাকুলাজাং বাতিরোগিনং ॥

ন দুষ্টাং দুষ্ট বাচাটাং বাঙ্গিনীং পিতৃমাতৃতঃ।
নশ্মশ্রুব্যঞ্জন বতীং ন চৈব পুরুষাকৃতিং ॥
ন ঘর্ঘরস্বরাং ক্ষাম বাক্যাং কাকস্বরাং নচ।
নানি বন্ধেক্ষণাং তদ্বদ্ বৃত্তাক্ষীং নোদহেদ্বুধঃ।
যস্যাশ্চ রোমশে জঙ্ঘে গুল্ফৌ চৈব তথোন্নতৌ।
কুপৌ যস্যা হসন্ত্যাশ্চ গণ্ডযো স্তাঞ্চনোদ্বহেৎ ॥
নাতি রুক্ষচ্ছবিং পাণ্ডু করজা মরুণে ক্ষণাং।
আপীন হস্ত পাদাঞ্চ নকন্যা মুদ্বহেৎদ্বুধঃ ॥
ন বামনাং নাতি দীর্ঘং নোদ্বহেৎ সংহত ভ্রূবং।
নচাতি চ্ছিদ্র দশনাং ন করাল মুখীং নরঃ ॥
পঞ্চমীং মাতৃপক্ষাচ্চ পিতৃপক্ষাচ্চ সপ্তমীং।
গ্রহস্থশ্চো দ্বহেৎ কন্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ ॥
ব্রাহ্মোদৈব, স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্ব রাক্ষসৌ বানৌ পৈশাচ শ্চাষ্টমোহধমঃ ॥
এ তেষাং যস্য যো ধর্ম্মো বর্ণস্যোক্তো মনীষিভিঃ।
কুর্ব্বীত দারাহরণং স্তেনান্যাং পরিবর্জয়েৎ ॥
সধর্ম্ম চারিনীং প্রাপ্য গার্হস্থ্যং সহিত স্তয়া।
সমুদ্বহেদ্দদা ত্যেতৎ সম্যগুঢ়ং মহাফলং ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে ৩ অংশে ১০ অধ্যায়।

অন্যচ্চ। যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। শৃণন্তু মুনয়ো ধর্ম্মান্ গৃহস্থস্য যত ব্রতাঃ গুরবেচধনং দত্তা স্নাত্বাচ তদনুজ্ঞয়া। সবিপ্লুতো ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষন্যা স্ত্রিয় মুদ্বহেৎ। অনন্য পূর্ব্বিকাং কান্তা সম-পিণ্ডাং যবীয়সীং। অরোগিনীং ভ্রাতৃমতী মসমানার্ষ গোত্রজাং। পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা। দ্বিপঞ্চ নববিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বিদ্বান বরদোষান্বিতো নচ। যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রা দারোপ সংগ্রহঃ। নতন্মম

যস্যা ওত্রায়ং জায়তে স্বয়ং, তিস্রো বর্ণানু পূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমং" ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাং কা শূদ্রজন্মনঃ। ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যা ল ঙ্কৃতা, তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেক বিংশতিং। যজ্ঞস্থায় ঋত্বিজেদেব মাদায়ার্ষস্ত গোযুগং। চতুর্দ্দশ প্রথমজঃ পুনাত্যুত্তর তশ্চ ষট্। ইত্যুক্তা চরতাং ধর্ম্ম সহয়া দীয়তে ২র্থিনে সকায়ঃ পাবয়ে ওজঃ ষড় বংশ্যা নাত্মনা সহ আসুরো দ্রবিণা দানাৎ গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ রাক্ষসো যুদ্ধ হরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ চত্বারো ব্রাহ্মণ স্যাদ্যা স্তথা গান্ধর্ব্ব রাক্ষসৌ রাজ্ঞস্তথা সুরোবৈশ্যে শূদ্রে নাস্ত্যন্ত গর্হিতঃ। পাণিগ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্ণীত ক্ষত্রিয়াশরং বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাৎ বেদনে চান্দ্র জন্মনঃ। পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা। কন্যা প্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ।

অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যা মৃতা বৃতৌ এষা মভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ং বরং, সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরৎ স্তাং চৌর দণ্ড ভাক" অদুষ্টাং হিত্যজন্ দণ্ড্যঃ সুদুষ্টাং হি পরিত্যজেৎ" ইতি গারুড়ে ৯৫ অধ্যায়ঃ। অপরঞ্চ যমউবাচ। কন্যাং যে তু প্রযচ্ছন্তি যথা শক্ত্যা স্বলঙ্কৃতাং। ব্রহ্মদেয়াং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তিতে।

কন্যা দানন্ত সর্ব্বেষাং দানানামুত্তমংস্মৃতং। মহান্ত্যপি মৃস দ্ধানি গোঽজাবিক ধনান্যতঃ। স্ত্রী সম্বন্ধে দশেমানি কুলানি পরি বর্জ্জয়েৎ। হীন জাতিষু পাষণ্ড মুনে উদ্বেগকারিণাং, ছদ্মাময় সদাবাচ্য চিত্রিকুচ্ছিকুলানিচ" যস্যাস্ত ন ভবেদ্ ভ্রাতা নচ বিজ্ঞায়তে পিতা" নোপ যচ্ছেততাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকা ধর্ম্ম শঙ্কয়া" চতুর্ণা মপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতায়চ। অষ্টাবিম্যন সমাসেন স্ত্রী বিবাহান্নিবোধত ॥ ব্রহ্মোদৈবস্তথা চার্ষঃ প্রাজা পত্যস্তথা সুরঃ,

গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচ শ্চাষ্টমোঽধমঃ; প্রসাদ্য চার্চ্চয়িত্বাচ শ্রুতশীল বতেস্বয়ং; দদ্যাৎ কন্যাং যথা ন্যায়ং ব্রাহ্ম্যো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ১। যজ্ঞেতু বিততঃ সম্যগ্ ঋত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে অলঙ্কৃত্য তথাদানং দৈবোধর্ম্মঃ প্রপশ্যতে। ২। একং গোমিথুনং দ্বেবা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ কন্যা দানন্তু বিধিবৎ আর্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে। ৩। সহোভৌ চরতাং ধর্ম্ম মিতি চৈবানু ভাষ্যতু, কন্যা প্রদান মভ্যর্চ্চ প্রাজা পত্যো বিধিস্মৃতঃ। ৪। জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ কন্যা প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে। ৫। ইচ্ছয়ান্যন্য সংযোগাৎ কন্যায়াশ্চ বরস্যচ। গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মিথুন্যঃ কামসম্ভর। ৬। হত্বা জিত্বাচ ভিত্বাচ প্রসহ্য রুদতীং গৃহাৎ হরণং ক্রিয়তে যত্র রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে। ৭। সুপ্তা মত্তা রহঃ কন্যা ছদ্মনা নীয়তে তুয়া, স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচঃ প্রথিতোঽষ্টমঃ। ৮। পঞ্চা. বাঞ্চ ত্রয়োধর্ম্মাদাব ধর্ম্মৌদ্বিজোত্তম। পৈশাচ শ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন। চতুর্ণা মপি বর্ণানামেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। পৃথগ্ বা যদিবা মিশ্রা কর্ত্তব্যা নাত্রসংশয়ঃ, কন্যাং যেতু প্রযচ্ছন্তি যথাশক্ত্যা স্ব লঙ্কৃতাং। বিবাহকালে সংপ্রাপ্তে যথোপ্তে সদৃশে বরে। ক্রমাৎ ক্রমং ক্রতু শত মনু পূর্ব্বং লভন্তিতে। শ্রুত্বা কন্যা প্রদানন্ত পিতরঃ প্রপিতা মহাঃ। বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যো·ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তিতে॥ ব্রাহ্ম্যেণতু বিবাহেন যস্ত কন্যাং প্রয়চ্ছতি ব্রহ্ম লোকং ব্রজেৎ শীঘ্রং ব্রহ্মাদ্যৈঃ পূজিতঃ সুরৈঃ। দিব্যে নতু বিবাহেন যস্ত কন্যাং প্রয়চ্ছতি। ভিত্বাদ্বারন্ত সূর্য্যস্য স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি। গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন যস্ত কন্যাং প্রয়চ্ছতি। গন্ধর্ব্ব লোক সামাদ্য ক্রীড়তে দেববচ্চিরং॥ শুল্কেন দত্বা যো কন্যাং তাং পশ্চাৎ সম্যগর্চ্চয়েৎ। সকিন্নরৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ ক্রীড়তে কাল মক্ষয়ং। ন মন্যুং কারয়েৎ

তাসাং পুজ্যাশ্চ সততং গৃহে। ব্রহ্মদেয়া বিশেষেণ ব্রাহ্ম-ভোজ্যাসদাভবেৎ কন্যায়াং ব্রহ্মদেয়ায়া মভুঞ্জন্ সুখমশ্নুতে। অথ ভুঞ্জতি যো মোহাৎ ভুক্তাস নরকং ব্রজেৎ।

অ প্রজায়াঞ্চ কন্যায়াং নভুঞ্জীয়াৎ কদাচন। দৌহিএস্থ মুখং দৃষ্টা কিং মর্থ মনু শোচসি মহাসত্ব সমাকীর্ণা নাস্তিতে নরকাদ্ভয়াৎ। তীর্ণস্ত্বং সর্ব্ব দুঃখেভ্যঃ পরং স্বর্গ মপাপস্থসি। ইত্যাদ্যে বহ্নি পুরাণে তড়াগ বৃক্ষ প্রশংসা নামা ধ্যায়ঃ।

বিবাহ কালে মিথ্যা বচনে দোষা ভাবো যথা, শর্ম্মিষ্ঠোবাচ। ন নর্ম্ম যুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন ন বিবাহ কালে, প্রাণাত্যয়ে সর্ব্ব ধনাপহারে পঞ্চা নৃতা ন্যাহুরপাতকানি ইতি মাৎস্যে ৪১ অধ্যায়ঃ।

বিবাহে বর্ণনীয়ানি যথা। বিবাহে স্নান শুভাঙ্গ ভূয়ো লুলু এয়ীরবাঃ। দেবী সংগীত তারেক্ষালাজ মঙ্গল বর্ত্তনং। ইতি কবি কল্প লতায়াং। ৩১ স্তবকে ৩ কুসুমং।

অথ বিবাহোক্ত দিনানি। তত্রাব্দাদি শুদ্ধি র্যথা॥ প্রসূত্যা ধানতঃ শুদ্ধির্বিষ মেহব্দে সমেক্রমাৎ বিবাহে যোষিতাং চন্দ্রা-র্কেজ্য. শুদ্ধির্নৃ যোষিতোঃ। সভর্ত্তৃক ক্রিয়ারম্ভে ভর্ত্তৃগোচর শুদ্ধিতঃ। যাত্রোদ্বাহে গর্ত্তক্রত্যে স্ব শুদ্ধ্যাপ্নোতি তৎফলং। প্রারভ্য জন্মসময়াৎ যুবতে বিবাহ মোজাব্দকেসু মুনয়ঃ শুভমাদি-শন্তি। আধানতঃ প্রভৃতিতঃ সমবৎসরেসু প্রোক্তস্তয়োর্ণ শুভ-দস্তু বিলোমবর্ষে।

অযুগ্মে দুর্ভগানারী যুগ্মেচ বিধবাভবেৎ। তস্মাৎ গর্ভান্বিতে যুগ্মে বিবাহে সাপতি ব্রতা। মাস ত্রয়াদূর্দ্ধ সযুগ্মবর্ষে যুগ্মেচ মাস ত্রয় যাবৎ।

বিবাহ শুদ্ধিং প্রবদন্তি সর্ব্বে বাৎস্যাদয়ো জ্যোতিষি জন্ম মাসাৎ। যুগ্মাব্দকেসু যুবতেরপি জন্ম মাসাৎ মাস ত্রয়ং বিবহনে

পর মন্দ শুদ্ধিং। প্রাহুঃ সমস্ত মুনয়ো বিষমেতু বর্ষে মাস ত্রয়া দুপরিতঃ খলুজন্ম মাসাৎ। রাজ মার্ত্তণ্ডে। মাঙ্গল্যেষু বিব হেযু কন্যা সংবরণেষুচ। দশ মাসাঃ প্রশস্যন্তে চৈত্র পৌষ বিবর্জ্জিতাঃ। কন্যা সংবরণে হস্তোদক বিধৌ। দম্পত্যোদ্বিন ষ্টাষ্টরাশি রহিতে দারানুকুলে রবৌ চন্দ্রে চার্ককুজার্কি শুক্র বিযুতে মধ্যে হথবা পাপয়োঃ। ত্যক্ত্বাচ ব্যতি পাত বৈধৃতি দিনং বিষ্টিঞ্চ রিক্তাং তিথিং ক্রুরা হায়ন চৈত্র পৌষ রহিতে লগ্নাংশকে মানুষে।

যোগ বিশেষে দোষ বিশেষানাহ রত্ন মালায়াং॥ কুলচ্ছেদো ব্যতীপাতে পরিঘে স্বামি ঘাতিনী। বৈধৃতৌ বিধবা নারী বিষ দাহোতি গণ্ডকে। ব্যাঘাতে ব্যাধি সংঘাতেঃ শোকার্ত্তা হর্ষণে তথা। শূলেচ ব্রণ শূলংস্যাৎ গণ্ডে রোগ ভয়ং তথা। বিষ্কুম্ভে-হপ্যহিদং শস্ত্রাৎ বজ্রকে মরণং ভবেৎ। এতে বৈদারুণাঃ সর্ব্বে দশযোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

আশ্বলায়নঃ। উদগয়নে আপূর্য্য মাণে পক্ষে কল্যাণে নক্ষত্রে চৌড় কর্ম্মোপনয়ন গোদান বিবাহাঃ। বিবাহঃ সার্ব্ব কালিক ইত্যেক ইতি। আষাঢ়ে ধন ধান্য ভোগ রহিতা নষ্ট প্রজা শ্রাবণে বেশ্যা ভাদ্র পদে ইষেচ মরণং রোগান্বিতা কার্ত্তিকে।পৌষে প্রেতবতী বিয়োগ বহুলা চৈত্রে মদোন্মাদিনী অন্যেষ্বেব বিবাহিতা পতিরতা নারী সমৃদ্ধা ভবেৎ। হরৌচ সুপ্তেনচ দক্ষিণায়ণেতিথৌচরিক্তে শশিনি ক্ষয়ং গতে। রাজ গ্রস্তে তথা যুদ্ধে পিতৃণাং প্রাণ সংশয়ে অতি প্রৌঢ়া চ যা কন্যা নানুকুলং প্রতীক্ষতে। অতি প্রৌঢ়াচ যা কন্যা কুলে ধর্ম্ম বিরোধিনী। অবিশুদ্ধাপি সাদেয়া চন্দ্র লগ্ন বলে নতু। অয়ন স্যোত্তর স্যাদৌ মকরং যাতি ভাস্করঃ। রাশিং কর্কটকং প্রাপ্য কুরুতে দক্ষিণায়নং ইতি বিষ্ণু পুরাণোক্তন্য চুড়া দাবয় নন্য

পরিগ্রহঃ। সার্ব্ব কালিক ইত্যস্য বিষয় মাহ ভুজ বল ভীমে গ্রহ শুদ্ধি মব্দ শুদ্ধিং মাসায় মর্ত্ত্য দিব সানাং। অর্ব্বক্ দশ বর্ষেভ্যো মুনয়ঃ কথয়ন্তি কন্যকানাং॥ এতৎ পরন্তু বিজ্ঞেয় মঙ্গিরো বচনং যথা। কালাত্যয়েচ কন্যায়াঃ কালদোষো মবিদ্যতে॥ মল মাসানি কালানাং বিবাহাদ্যে প্রযত্নতঃ পুংস প্রতিসদা দোষাৎ সর্ব্বদৈব হিবর্জ্জ্যতা॥

কৃত্য চিন্তা মণৌ। বাপীকূপ তড়াগ য়াগ গমন ক্ষৌর প্রতিষ্ঠাব্রতং বিদ্যা মন্দির কর্ণবেধন মহাদানং বনং সেবনং। তীর্থস্নান বিবাহ দেবভবনং মন্ত্রাদি দেবেক্ষণং দূরেণৈব জিজী-বিষুঃ পরিহরেদস্তং গতে ভার্গবে॥ বৃহদ্রাজমার্ত্তণ্ডে। সর্ব্বাণি শুভ কর্ম্মাণি কুর্য্যাদস্তং গতে মিতে। বিবাহং মেখলা বন্ধং যাত্রাঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ যাত্রাঞ্চেতি চকারো বচনান্তরোক্ত প্রাতিস্বিক নিষিদ্ধ কর্ম্মান্তরং সমুচ্চিনোতি। বালে শুক্রে বৃদ্ধে শুক্রে মষ্টে শুক্রে জীবে নষ্টে। বালে জীবে বৃদ্ধে জীবে সিংহে দিত্যে গুর্ব্বাদিত্যে॥ তথা মলিম্লুচে মাসি সুরা চার্য্যে হতিচারগে। বাপীকূপ তড়াগাদি ক্রিয়াঃ প্রাগুদিতাস্ত্যজেৎ। অতীচারং গতে জীবে বক্রেচৈব বৃহস্পতৌ।

কামিনী বিধবা প্রোক্তা তস্মাত্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ। অতীচার গতোজীবঃ পূর্ব্বভং নৈবগচ্ছতি। সমাচারেপি কর্ম্মাণি নৈবতত্রৈব সং স্থিতে॥ দেবলঃ। বালে বৃদ্ধে তথৈবাস্তে কুরুতে দৈত্য মন্ত্রিণি উদ্বাহিতায়াং কন্যায়া দম্পত্যো রেব নাশনং। প্রাগুদ্গতঃ শিশুরহ স্ত্রিতয়ং সিতঃ স্যাৎ পশ্চাদ্দশাহ মিতি পঞ্চদিনানি বৃদ্ধঃ। প্রাক্ পক্ষমেব কথিতোঽত্র বশিষ্ঠ গর্গৈ জীবস্ত পক্ষ মপি বৃদ্ধ শিশুর্ব্বিবর্জ্জ্যঃ॥ অত্যন্তা শক্তৌ রাজ মার্ত্তণ্ডে।

বালে বৃদ্ধেচ সন্ধ্যাংশে চতুঃ পঞ্চ ত্রিবাসরান্। জীবো ভার্গবেচৈব বিবাহাদিষু বর্জ্জয়েৎ। বক্রে চৈবাতি চারে ত্রিদশ

পতি গুরৌ দেব পূজ্যেচ সুপ্তে গুর্ব্বাদিত্যেঽধিমাসে দিবস কর-রিপৌ বাক্ পতৌ চৈত্র পৌষে। বিষ্টাং চেতুক্সামে বা শরদি সুর গুরৌ সিংহসংস্থে মনোজ্ঞে. বর্ষান্তাপ্নোতি চোঢ়াসুনিয়ত মরণং দেব কন্যাপি ভর্ত্তুঃ।

শুক্র মধি কৃত্য রাজ মার্ত্তণ্ডে। বালেচ দুর্ভগা নারী বৃদ্ধে নষ্ট প্রজা ভবেৎ।

নষ্টেচ মৃত্যু মাপ্নোতি সর্ব্বমেতদ্ গুরাবপি।

সিংহে গুরৌ পরিণীতা পতি মাত্মান মাত্মজান্ হন্তি। ক্রমশ স্ত্রিষু পিত্রাদিষু বশিষ্ঠ গর্গাদয়ঃ। প্রাহুঃ। গুরৌ হরিস্থেন বিবাহ মাহু হাঁরীত গর্গ প্রমুখা মুনীন্দ্রাঃ। যদান মাঘী মঘ সংযুতা স্যাৎ তদাতু কন্যোদ্বহনং বদন্তি।

অত্রৈব মাণ্ডব্যঃ। মঘা ঋক্ষং পরিত্যজ্য যদা সিং হে গুরু-র্ভবেৎ। তদাব্দে কন্যকাচোঢ়া সুভগা সুপ্রিয়াভবেৎ।

হারীতঃ। অতীচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিক কুম্ভয়োঃ। যজ্ঞোদ্বাহাদিকং কুর্য্যাৎ তত্রকালো নলুপ্যতে। কৃত্য চিন্তামণৌ।

অতীচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিক কুম্ভয়োঃ তত্রচোদ্বাহিতা কন্যা সংপ্রণীয়াৎ কুলদ্বয়ং। সঙ্কেত কৌমুদ্যাং ভীম পরাক্রমে॥

যদাতি চারং সুররাজ মন্ত্রী করোতি গোমন্মথমীন সংস্থঃ। ন যাতি চেদ্ যদ্যপি পূর্ব্বরাশিং শুভায় পাণি গ্রহণং বশিষ্ঠঃ। অতীচারং গতে জীবে স্থির রাশৌচ সংস্থিতে। তত্রনলুপ্যতে কালো বদত্যেবং পরাশরঃ। বাপীকূপ তড়াগাদি নিষিদ্ধং সিংহগেগুরৌ। মকরস্থেচ তৎকার্য্যং নদোষ কাললোপজঃ। যত্তু ঃ কন্যা বৃশ্চিক মেষেষু মন্মথে চ ঝষে বৃষে। অতি চারেপি কর্ত্তব্যং বিবাহাদি বুধৈঃ সদা। ইত্যেত দমূলং দ্বৈত নির্ণয়েঽ-প্যুক্তং। দীপিকায়াং। ত্রিকোন জায়া ধনলাভ রাশৌ বক্রাতি চারেণ গুরু প্রয়াতঃ। যদা তদা প্রাহ শুভে বিলগ্নে হিতায় পাণি

গ্রহণং বশিষ্ঠঃ। দেবী পুরাণং। মকরস্থো যদাজীবো বর্জ্জয়েৎ পঞ্চমাং শকং। শেষেষ্বপিচ ভাগেষু বিবাহঃ শোভনোমতঃ।

ভোজরাজঃ।

যো জন্ম মাসে ক্ষুর কর্ম্ম যাত্রাং কর্ণস্য বেধং কুরুতেচ মোহাং নূনং সরোগং ধন পুত্র নাশং প্রাপ্নোতি মূঢো বধবন্ধ নানি। জাতং দিনং দূষয়তে বশিষ্ঠ শ্চাষ্টৌ চ গর্গো জবনো দশাহং। জন্মাখ্য মাসং কিলভাগুরিশ্চ চৌড়ে বিবাহে ক্ষুরকর্ণবেধে। শ্রীপতি সমুচ্চয়ে, স্নানং দানং তপোহোমঃ সর্ব্ব মঙ্গল্য বর্দ্ধনং। উদ্বাহশ্চ কুমারীণাং জন্ম মাসে প্রশস্যতে।

কৃত্যচিন্তা মনৌ। জন্মমাসে চ পুত্রাঢ্যা ধনাঢ্যা চ ধনোদয়ে। জন্মভে জন্মরাশৌচ কন্যাহি ধ্রুবসন্ততিঃ॥ গর্গঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি তথা মার্গে ক্ষৌরং পরিণয়ং ব্রতং। জ্যেষ্ঠ্যপুত্র দুহিত্রোশ্চ যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ অত্র জ্যেষ্ঠত্বমাদি গর্ভজাত ত্বং। তথাচ। জন্ম মাসি ন চ জন্মভে তথা নৈব জন্ম দিবসেঽপি কারয়েৎ। আদ্য গর্ভভবপুত্র কন্যয়ো র্জ্যৈষ্ঠে মাসি ন চ জাতু মঙ্গলং॥ অত্র জন্ম-মাসাদৌ পুত্র মাত্রস্য নিষেধঃ জ্যৈষ্ঠমাসে তু জ্যেষ্ঠ পুত্রস্যেতি বিশেষঃ। কৃত্তিকাস্থং রবিং ত্যক্ত্বা জ্যৈষ্ঠে জ্যৈষ্ঠস্য কারয়েৎ। উৎসবেষু চ সর্ব্বেষু দিনানি দশ বর্জ্জয়েৎ॥

রেবত্যুত্তর রোহিণী মৃগশিরা মূলানু রাধামঘা হস্তা স্বাতিষু তৌলি ষষ্ঠ মিথুনে ষূদ্যৎস্বপাণি গ্রহঃ। সপ্তাষ্টান্ত্য বহিঃ শুভৈ রুড়ুপতাবেকা দশ-দ্বি ত্রিগে ক্রূরৈ স্ত্র্যায় ষড়ষ্টগৈন ভৃগৌ ষষ্টে [illegible] চাষ্টমে॥

[illegible] বিহিত নক্ষত্রাৎ অধিকং চিত্রা শ্রবণা ধনিষ্টা শ্বিণী নক্ষত্র পারস্করোক্তং যথা। কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্ণীয়াৎ ত্রিষু ত্রিষু ওরাদিষু উত্তর ফল্গুন্যাদি ত্রয়োওরাষাঢ়াদি ত্রয়োত্তর ভাদ্র পদাদি ত্রয়েষু নবসু নক্ষত্রেষ্বিত্যর্থঃ॥

ভীম পরাক্রমে। পূর্ব্বা ত্রয়ে বিশাখায়াং শিবাদ্যে ভ চতুষ্ঠয়ে। উঢ়া চাশু ভবেৎ কন্যা বিধবাতো বিবর্জ্জয়েৎ॥ বিষ্ণু ভাদ্যে ত্রিকে চিত্রে জ্যেষ্ঠায়াং জ্বলনে যমে ত্রভির্ব্বিবাহিতা কন্যা ভবত্যেব সুদুঃখিতা। এবঞ্চ পারস্করোক্তং যজুর্ব্বেদি বিষয় মাপ দ্বিষয়ন্বা বোধ্যং॥

আদ্যে মঘা চতুর্ভাগে নৈঋতস্যাদ্য ত্রবচ। রেব ত্যস্তু চতুর্ভাগে বিবাহঃ প্রাণ নাশকঃ। কর্ণবেধে বিবাহেচ ব্রতে পুংসবনে তথা। প্রাশনে চাদ্য চূড়ায়াং বিদ্ধ মৃক্ষং বিবর্জ্জয়েৎ। বিদ্ধর্ক্ষন্তু তিথ্য ১৫ ঙ্গ ৬ বেদৈ ৪ ক ১ দশো ১০ নবিংশ ১৯ ভৈ ২৭ কাদশা ১১ ষ্টাদশ ১৮ বিংশ ২০ সংখ্যাঃ। ইষ্টোড়ুনা সূর্য্য যুতো ডুনাচ যোগাদ মৃশ্চেদ্দশ যোগ ভঙ্গঃ। কর্ম্ম কালীন নক্ষত্র সূর্য্য ভুজ্যমান নক্ষত্রয়ো র্মেলনে যদি পঞ্চ দশাদ্যন্য তমসংখ্যা ভবতি তদা ন কর্ম্ম যোগ্য মিত্যর্থঃ। সপ্তবিংশাধিকত্বে সপ্তবিংশতি মপহায় শেষাৎ ফলং অন্য থৈক সংখ্যানুপপত্তেঃ॥

অপবাদস্তু। আদ্য পাদে স্থিতে সূর্য্যে তুরীয়াংশংপ্রদুষ্যতি দ্বিতীয়স্থে তৃতীয়ন্তু বিপরীত মতোঽন্যথা॥ ব্যক্ত মাহ সরোদয়ে॥ আদ্যাং শেন চতুর্থাং শং চতুর্থাং শেন চাদিমং। দ্বিতীয়েন তৃতীয়স্তু তৃতীয়েন দ্বিতীয়কং॥

অত্রৈব খর্জ্জূরবেধঃ। তথাচ রত্ন মালা। একামূর্দ্ধ গতাং ত্রয়োদশ তথাতির্য্যগ্ গতাঃ স্থাপয়েৎ রেখাশ্চ ক্রমিদং বুধৈরভিহিতং খার্জ্জূরিকং তত্রতু। ব্যাঘা তাদিতুমূর্দ্ধি ভস্ত কথিতং তত্রৈকরেখা স্থয়োঃ সূর্য্যা চন্দ্র মসোর্ম্মিথো নিগদিতা দৃক্পাত একার্গলঃ। ব্যাঘা তাদীতি ব্যাঘাত যোগ সংখ্যাঙ্ক স্ত্রয়ো দশাঙ্কং। তথাচ হস্তাদীনি নক্ষত্রাণি দেয়ানীত্যর্থঃ। অথ সপ্ত শলাকা বেধঃ। দীপিকায়াং কৃত্তিকাদি চতুঃ সপ্ত রেখা রাশৌ পরিভ্রমন্। গৃহশ্চে দেকরেখাস্থো বেধঃ সপ্ত শলাকজঃ। সপ্ত সপ্ত

বিলিখেৎ প্রেরেখিকা স্তির্য্য গূর্দ্ধ মথ কৃত্তিকাদিকং। লেখয়ে দভিজিতা সমন্বিতং চৈকরেখ গ খ গেন বিধ্যতে॥ বৈশ্যস্য চতুর্থে হংশে শ্রবণাদৌ লিপ্তিকা চতুষ্কেচ। অভিজিওস্থে খেচরে বিজ্ঞেয়া রোহিণী বিদ্ধা॥ লিপ্তিকাদণ্ডঃ॥

যস্যাঃ শশী সপ্ত শলাক ভিন্নঃ পাপৈ রপাপৈরথবা বিবাহের ক্তাং শুকে নৈব তু রোদ মানা শ্মশান ভুমিং প্রমদা প্রয়াতি।

অস্যাপবাদো যথা রাজ মার্ত্তণ্ডে। বিষপ্রদিগ্ধেন হতস্য পত্রিণা মৃগস্য মাংসং শুভদং ক্ষতাদৃতে। যথা তথা ক্রাপ্যুড়ু পাদ এব প্রদূষিতো হন্যোড়ু পদং শুভাবহং।

অথ পঞ্চ শলাক চক্রং। ঊর্দ্ধং রেখা স্থিতাঃ পঞ্চতির্য্যক্ পঞ্চ তথৈবচ। দ্বেদ্বেচ কোণয়ো রেখে সাভিজিৎ কৃত্তিকাদিকং শম্ভু কোনে দ্বিতীয়েতু লেখয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মণি ক্রূরৈর্ভিন্ন মথো সৌম্যৈ র্নক্ষত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ। ন স্থা পাতেচ যেদোষা যেচ সপ্তশলাককোতে সর্ব্বে প্রভবন্ত্যত্র নাম্না পঞ্চশলাককে। অথ চক্রান্বয়ে কশ্চিৎ পাদবেধ ইহেষ্যতে। তদুক্তং রত্ন মালায়াং।কৈশ্চিওত্রা পীষ্যতে পাদ বেধ ইতি। ইতি পঞ্চশালক চক্রং।

রত্ন মালায়াং। ঋক্ষং দ্বাদশ মুঞ্চ রশ্মিরবনীসুনু স্তৃতীয়ং গুরু র্ষষ্ঠং চাষ্টম মর্কজস্ত পুরতো হন্তি স্ফুটং নত্বয়া পশ্চাং সপ্তমমি ন্দুজস্ত নবমং রাহুঃ সিতঃ পঞ্চমং হ্যবিংশং পরিপূর্ণ মূর্ত্তি রুড়পঃ সন্তাড়য়েন্নেতরৎ নত্বা পাতো হয়ং। পাপাৎ সপ্তমগঃ শশী যদি ভবেৎ পাপেন যুক্তোহথবা যত্নাৎতৎ পরিবর্জ্জয়েৎ মুনি মতো দোষো হ্যয়ং কথ্যতে। যাত্রায়াং বিপদো গৃহে সুত বধঃ ক্ষৌরেষু রোগোদ্ভবোহপ্যুদ্বাহে বিধবা ব্রতেচ মরণং শূলঞ্চপুং স্কর্ম্মণি।

রবি মন্দকুজাক্রান্তং মৃগাঙ্কাৎ সপ্তমংত্যজেৎ বিবাহয়াত্রা চূড়াসু গৃহ কর্ম্ম প্রবেশনে। যামিত্রবেধঃ। মুক্ত ত্রিকোণ নিজ

মন্দির গোহ্থ পূর্ব্বো মিত্রর্ক্ষ সৌম্য গৃহ গোহ্থ তদীক্ষিতোবা স্বামিএবেধ বিহিতা মপহন্ত্য দোষান্ দোষাকরঃ শুভ মনেক বিধংবিধত্তে।

ভোজ রাজঃ। ত্রিষট্ দশৈকাদশ গো দিনেশঃ সুতার্থ সৌভাগ্য শুভ প্রদঃ স্যাৎ। বৈধব্য দাতাষ্টম রাশি সংস্থঃ শেষেষু রুগ্ দুঃখশুচঃ করোতি। রবি শুদ্ধি।

কন্যা নক্ষত্র শুদ্ধৌ স্যাদ্ বিবাহঃ শুভকৃন্ নৃণাং পশ্চাদুর্কুর্ব্বি শুদ্ধ্যাতু যাত্রা পুষ্পোৎ সবাদয়ঃ। বিদ্যাধরী বিলাসে। পুংসা মর্কঃস্মৃতো যোনি র্যোষিতা মমৃতদ্যুতিঃ। অবঃপুং যোষিতোঃ শস্তং বল মর্ক শশা ঙ্কজং। গোচর শুদ্ধা বিন্দুং কন্যায়া যত্নতঃ শুভং বীক্ষ্যতিগ্ম কিরণঞ্চ পুংসঃ শেষৈ বলৈরপি বিবাহঃ। দ্বিতীয় পুত্রাঙ্ক গতঃ প্রভাকরঃ ত্রয়োদশাহাৎ পরতঃ শুভ প্রদঃ। ন জন্ম সপ্ত ব্যয় রন্ধ্রগ স্তথা করোতি পুংসামপি তাদৃশং ফলং তথা ত্রয়োদশাহাৎ পরতঃ। ত্রয়োদশ দিনা ন্যার্কে দশ ষড় ধরণী সুতঃ। সার্দ্ধং দিনঞ্চ শীতাং শুর্মাসমেকাদশং তমঃ। সৌরিঃ পাদাধিকং বর্ষং মাসা নষ্টৌরিহ স্পতিঃ। ভবনার্দ্ধংভৃগুঃ সৌম্যো যাবদ্রাশ্চ শুভাফলং কষ্টং ব্রতা দিকে দদ্যুর্ন তথা শেষ ভাগগাঃ। লগ্নে তৎ পঞ্চমে তুর্য্যে নবমে দশমে তথা। গুরু র্ভৃগুর্ব্বা দোষঘ্নো বিবাহে বর্দ্ধতে শুভং। অয়মেব সুত হি বুক যোগঃ।

গোধূলিং ত্রিবিধাং বদন্তি মুনয়ো নারী বিবাহা দিকে হেমন্তে শিশিরে প্রয়াতি মৃদুতাং পিণ্ডীকৃতে ভাস্করে গ্রীষ্মে হর্দ্ধাস্তমিতে বসন্ত সময়ে ভানো গতে দৃশ্যতাং সূর্য্যে চাস্ত মুপা গতেচ নিয়তং প্রাবৃট শরৎ কালয়োঃ।

লগ্নং যদা নাস্তি বিশুদ্ধ মন্য দৃগোধুলিকাং তএ শুভাং বদন্তি লগ্নে বিশুদ্ধে সতি বীর্য্য যুক্তে গো ধূলিকাং নৈব ফলং বিধত্তে।

নাশ্মিন গ্রহা ন তিথয়ো নচ বিষ্টি বারা ঋক্ষাণি নৈব জন-

য়ন্তি কদাপিবিঘ্নং। অব্যাহতং সততমেব বিবাহ কালে যাত্রাসু চায নূদিতো ভৃগু যেন যোগঃ। মার্গে গোধূলি যোগে প্রভবতি বিধবা মাঘ মাসে তথৈব পুত্রায়ু র্ধন যৌবনেন সহিতা কুম্ভেস্থিতে ভাস্করে। বৈশাখে সুখদা প্রজা ধনবতী জ্যৈষ্ঠে পতে র্মানদা আষাঢ়ে ধান্য পুত্র বহুলা পাণিগ্রহে কন্যকা।

বিবাহ পটলে। বৃ্যঢ়া ধনুষিচ কুলটাতৎ পূর্ব্বার্দ্ধে সতীত্য পরে জগুঃ।

জ্যোতিঃসার সংগ্রহে। বিবাহেতু দিবাভাগে কন্যাস্যাৎ পুত্রবর্জ্জিতা। বিবাহা নলদগ্ধাসা নিয়তং স্বামি ঘাতিনী মহাভারতে।

রাত্রৌদানং ন শংসন্তি বিনাচাভয় দক্ষিণাং। বিদ্যাং কন্যাং দ্বিজ শ্রেষ্ঠা দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ং। ব্যাসঃ। রিক্তাসু বিধবা কন্যা দর্শেপিস্যাদ্বিবাহিতা। শনৈশ্চর দিনে চৈব যদা রিক্তা তিথি হিতা। শনৈশ্চর দিনে চৈব যদা রিক্তা তিথি ভ'বেৎ তস্মিন বিবাহিতা কন্যা পতি সন্তান বর্দ্ধিতা। স্মৃতিঃ। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং দারাঃ সংপ্রাপ্তি হেতবঃ। পরীক্ষ্যন্তে প্রযত্নেন পূর্ব্বমেব কর গ্রহাৎ। মনুঃ।

অব্যাঙ্গা ঙ্গীং সৌম্য নাম্নীং হংস বারণ গামিনীং তনুলোম কেশদশনাং মৃদ্বঙ্গী মুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং। শাতাতপঃ। হংস স্বনাং মেঘ বর্ণাং মধুপিঙ্গল লোচনাং তাদৃশীং বরয়েৎ কন্যাং গৃহস্থঃ সুখ মেধতে। ভবিষ্যে। প্রতিষ্ঠিত তলা সম্যক্ রক্তাম্ভোজ সমত্বিষঃ তাদৃশা শ্চরণা ধন্যা যোষিতাং ভোগ বর্দ্ধনাঃ। প্রতিষ্ঠীতো ভুমৌলগ্নঃ সমস্ত লোধোভাগো যেয়াংতে তথা। মনুঃ।

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিনীং না লোমিকাং নাতি লোম্নীং ন বাচালাংহনপিঙ্গলাং নক্ষ' বৃক্ষ' নদী নাম্নীং নান্ত্য পর্ব্বত নামিকাং। ন পক্ষ্যহি প্রৈষ্য নাম্নীং নচ

ভীষণ নামিকাং। প্রতি প্রসব মাহ মৎস্য সূক্তে। গঙ্গাচ যমুনা চৈব গোমতীচ সরস্বতী। নদীশ্বাসাং নাম বৃক্ষে মালতী তুলসী অপি। রেবতী চাশ্বিনী ভেষু রোহিনী শুভদা ভবেৎ। কৃত্য চিন্তামণৌ। নেত্রেযস্যাঃ কে করে পিঙ্গলে বা স্যা দ্দুঃশীলা শ্যাবলো লেক্ষণাচ। কুপো যস্যা গণ্ডয়োঃ সস্মিতায়ানিঃসন্দিগ্ধাং বন্দকীং তাং বদন্তি।

নন্দিকেশ্বর পুরাণে। শ্যামাসুকেশী তনু লোম রাজী সুভ্রূঃ সুশীলা সুগতিঃ সুদন্তা। বেদী বিমধ্যা যদি পঙ্ক জাক্ষী কুলেন হীনাপি বিবাহ নীয়া। স্থষ্টা কুদন্তা যদি পিঙ্গলাক্ষী লোম্না সমাকীর্ণ সমাঙ্গ যষ্টিঃ। মধ্যেচ পুষ্পা যদি রাজকন্যা কুলেপি যোগ্যা ন বিবাহ নীয়া। হারীতঃ। তস্মাৎ কুল নক্ষত্র বিজ্ঞা-নোপপন্নাং বরয়েৎ। নক্ষত্রোপ পন্নাং নাড়ী নক্ষত্র হীনাং। নাড়ী নক্ষত্র মাহ স্বরোদয়ে।

অশ্বিন্যাদি লিখে চ্চক্রং সর্পাকারং ত্রি নাড়িকং। তত্র বেধ বশাজ্ জ্ঞেয়ং বিবাহাদি শুভাশুভং। ত্রিনাড়ী বেধ নক্ষত্র মশ্বি ন্যার্দ্রা যুগোত্তরা হস্তেন্দ্র মূল বারুণ্যঃ পূর্ব্ব ভাদ্র পদাস্তথা। যাম্যঃ সৌম্যো গুরুর্যোনি শ্চিত্রামিত্র জলাহ্বয়ং। ধনিষ্ঠা, চোত্তরা ভদ্রা মধ্য নাড়ী ব্যবস্থিতাঃ। কৃত্তিকা রোহিনী সর্পো মঘাস্বাতী বিশাখকে। উত্তরা শ্রবণা পৌষ্ণং পৃষ্ঠ নাড়ী ব্যব-স্থিতাঃ। অশ্যাদি নাড়ী বেধক্ষে বষ্ঠং দ্বিতীয়কং ক্রমাৎ। যাম্যাদি তূর্য্য তূর্য্যঞ্চ কৃত্তিকাদি দ্বিষট্ ককং॥ এবং নিরীক্ষয়েৎ দ্বেধং কন্যা মন্ত্রেসুরে গুরৌ। পণ্য শ্রী স্বামি মিত্রেষু দেশে গ্রামে পুরে গৃহে। এক নাড়ীস্থ ধিষ্ঠানি যদিস্যু র্ব্বরকন্যয়োঃ। তদা বেধং বিজানীয়াৎ গুর্ব্বাদিষু, তথৈবচ। প্রকটং যস্য জন্মর্ক্ষং তস্য জন্মর্ক্ষতো ব্যধঃ। প্রনষ্টং জন্মভং যস্য তস্য নামর্ক্ষতো বদেৎ। দ্বয়োর্জন্ম ভয়ো বৈধো দ্বয়োর্ণাম ভয়ো স্তথা। নাম

জন্মর্ক্ষ'য়োবৈধো ন কর্ত্তব্যং কদাচন। এক নাড়ী স্থিতা চেৎস্যাৎ
ভর্ত্তু নাশায় চাঙ্গনা তস্মা নাড়ী ব্যধো বীক্ষ্যো বিবাহে শুভমি-
চ্ছতা॥ প্রাণ্ড নাড্যা রেষতো ভর্ত্তা মধ্য নাড্যো ভয়ং তথা। পৃষ্ঠ
নাড়ী ব্যধে কন্যা ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ। এক নাড়ীস্থিতা যত্র
গুরুমন্ত্রশ্চ দেবতাঃ। তত্রদ্বেষং রুজং মৃত্যুং ক্রমেণ ফল মাদিশেৎ।

প্রভু পণ্যাঙ্গনা মিত্রং দেশো গ্রামঃ পুরং গৃহং। এক নাড়ী
গতা ভব্যা অভব্যাবেধ বর্জ্জিতাঃ। প্রতি প্রসব মাহ জ্যোতিষে।
একরাশ্যাদি যোগেতু নাড়ী দোষো ন বিদ্যতে। স যথা।
এক রাশৌচ দম্পত্যোঃ শুভং স্যাৎ সম সপ্তকে। চতুর্থে দশমে
চৈব তৃতীয়েকা দশে তথা। সমগ্রহণা দ্বি ষম সপ্তকে মেষতুলে
যুগ্ম হয়ো তথা। সিংহ ঘটো সদা বর্জ্যৌ মৃতিং তত্রা ব্রবী-
চ্ছিবঃ। শ্রীপতি ব্যবহার নির্ণয়ে। সুহৃদেকাধিপয়োগে তারা
বলে বশ্য রাশৌবা। অপি নাড্যাদি বেধে ভবতি বিবাহো
হিতার্থায়। রাজ মার্ত্তণ্ডে। ন রাজ যোগে গ্রহবৈরিতা চ ন তার
শুদ্ধিনগণত্রয়ং স্যাৎ। ন নাড়ী দোষো নচ বর্ণ দুষ্টির্গর্গাদয়স্তে
মুনয়োবদন্তি। রাজ যোগস্তু এক রাশ্যাদি যোগ এব তত্রৈব
নাড্যাদি প্রতি প্রসবাৎ। শ্রীপতি রত্ন মালায়াং। অশ্বে ভাজ
ফনি দ্বয়ঞ্চ বৃষ ভুজেম যোন্দুরু মুষিকশ্চা খুর্গোঃ ক্রমশঃ
ততোপি মহিষী ব্যাঘ্রঃ পুনঃ সৌরভী, ব্যাঘ্রেনৌ মৃগ কুক্কুরৌ
কপিরথো রভ্রদ্বয়ং বানরঃ সিংহোহশ্বো মৃগরাট্ পশুশ্চ করটী
যোনিশ্চ ভানামিয়ং। গো ব্যাঘ্রং গজ সিংহ মশ্ব মহিষং শ্বৈনঞ্চ
বভ্রুরগং বৈরং বানর মেষকঞ্চ সুমহ ও দ্বিড়ালোন্দুরং।
লোকানাং ব্যবহারতোহ ন্যদপিচ জ্ঞাত্বা প্রযত্নাদিদং দম্পত্যো
নৃপ ভৃত্যয়ো রপি সদা বর্জ্যঃ শুভস্যার্থিভিঃ। মকর সমেতং
মিথুনং কন্যা কলসৌ মৃগেন্দ্র মীনৌচ। বৃষভ উলে হলি মেষৌ
কর্কট ধনুষৌচ মিত্রবিধৌ। ষড়ষ্টকারিতি শেষঃ। অরিষ্টক মাহ।

মকরঃ করিকুল রিপুণা কন্যা মেষেণ সহ বনস্থলয়া। কর্কিঘটৌ বৃষ ধনুষী বৃশ্চিক মিথুনে চারিবিধৌ। যদি কন্যাষ্টমে ভর্ত্তা ভর্ত্তুঃ ষষ্ঠেচ কন্যকা। ষড়ষ্টকং বিজানীয়াৎ বর্জ্জিতং ত্রিদশৈরপি। পুংসো গৃহাৎ সুত গৃহে সুত হাচ কন্যা ধর্ম্মেস্থিতা সুতবতী পতি বল্লভাচ। দ্বিদ্বাদশে ধন গৃহে ধনহাচ কন্যা ঋপফে স্থিতা ধনবতী পতি বল্লভাচ ষড়ষ্টকাদৌ তারা নিয়ম মাহ ভীম পরাক্রমে। সৌহৃদ্যে হ্যভয়ো দ্বয়ো রপি তয়ো রেকাধি পত্যে হপিবা তারা ষষ্ঠ সুমিত্র মিত্র দহন ক্ষেমার্থ সম্পদ যদি। ষট্কাষ্ঠে নব পঞ্চমে ব্যয় ধনে যোগেচ পুং যোষিতোঃ প্রীত্যায় সুখ বৃদ্ধি পুষ্টিজনকঃ কার্য্যো বিবাহস্তদা। গর্গঃ। মরণং তারা বিরোধে গ্রহরিপু ভাদ্রে চিরেণ। রোগাদি নর নার্য্যোঃ ষট্ কাষ্টকে বৈর মরণ্যং ভবেদাশু। ব্যাসঃ॥ মৈত্রাদি যোগেপি ষড়ষ্টকাদৌ তারা বিপৎ প্রত্যরি নৈধ নাখ্যাঃ। বর্জ্জ্যাবিবাহে পুরুষো ড়তোহি প্রীতিঃ পরা জন্মসু তারকাসু॥ নক্ষত্র মেকং যদি ভিন্নরাশি র্দম্পতী তত্র সুখং লভেতাং। বিভিন্ন মৃক্ষং যদি চৈকরাশি স্তদা বিবাহঃ সুত সৌখ্য দায়ী। একর্ক্ষাচ যদা কন্যা রাশ্যেকাচ যদা ভবেৎ। ধন পুত্রবতী নারী সাধ্বী ভর্ত্তুপ্রিয়া সদা। ষড়ষ্টকে গোমিথুনং প্রদেয়ং কাং স্যং সরূপ্যং নব পঞ্চকেতু। দ্বিদ্বাদশাখ্যে কন কাম্র তাম্রং বিপ্রার্চ্চ নং হেমচ নাড়ী দোষে। মরণং নাড়ী দোষে কলহঃ ষট্কাষ্টকে বিপত্তির্ব্বা। অনপত্যতা ত্রিকোণে দ্বিদ্বাদশেচ দারিদ্রং। কৃত্য চিন্তামণৌ। হস্তা স্বাতি শ্রুতি মৃগশিরঃ পুষ্য মৈত্রাশ্বিভানি পৌষ্ণাদিত্যে জগুরিহ বুধা দেবসংজ্ঞানি ভানিপূর্ব্বাস্তিস্রঃ শিবভ ভরণী রোহিনী চোওরাশ্চ প্রাহু র্মর্ত্ত্যা হ্বয় মূড়গণং নূতৎমতং মুনীন্দ্রাঃ। চিত্রশ্লেষা নির্ঋতি পিতৃভে বাসরং বাসবর্ক্ষং শক্রাগেণার্ভে বরুণ দহনর্ক্ষেচ রক্ষো গণোহয়ং। ফল মাহ শ্রীপতি

স্ব কুলে চোত্তমা প্রীতি র্ম্মধ্যমা দেব মানুষে। দেবাস্থুরে কনিষ্ঠাচ মৃত্যু র্ম্মানুষ রাক্ষসে। রাক্ষসীচ যদা কন্যা মানুষশ্চ বরো ভবেৎ। তদা মৃত্যু র্ন্ন দূরস্থো নিধনত্ব মথা পিবা। রাজ মার্ত্তণ্ডে। যদি স্যাদ্রাক্ষসোভর্ত্তা কন্যকামানুষী ভবেৎ। বিবাহে সুখমাপ্নোতি বৈপরীত্য বিবর্জ্জয়েৎ।

যুদ্ধ জয়ার্ণবে। দেবাজয়ন্তি যুদ্ধেন সর্ব্বথা নাএসংশয়ঃ। রক্ষসাং মানুষাণাঞ্চ সংগ্রামে নিশ্চয়া মৃতিঃ॥ কর্ক্কিমীনালয়ো বিপ্রাঃ ক্ষএাঃ সিংহ তুলাহয়াঃ। বৈশ্যা যুগ্মাজ কুম্ভাখ্যাঃ শূদ্রা বৃষ মৃগাঙ্গনাঃ।

সর্ব্বাঃ পরিণয়েবিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো নব ভাগ্‌ ভবেৎ। ষড়াশ্রয়ো ভবেৎ বৈশ্যস্ত্রিস্রঃ শূদ্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ। বর্ণ শ্রেষ্ঠাচয়া নারী হীনবর্ণশ্চ যঃ পুমান্। মহত্যপি কুলে জাতা নাসৌ ভর্ত্তরি রজ্যতে। ইতি জ্যোতি স্তত্বং॥

অন্যদ্‌ উদ্বাহ শব্দে দ্রষ্টব্যং॥

সভা।

পুরোহিত আসিয়া রাজাকে কহিলেন, অদ্য শুভদিন, চন্দ্রমা পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করিবেন, অতএব অদ্যই অগ্রে, আপনি সত্যবতীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করান্‌। ধ্বাঙ্ক্ষা মহারাজ আপন পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া বহু সংখ্যক কন্যাযাত্র নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সত্যবতী রাজবালার সর্ব্বাঙ্গ রত্নাভরণে বিভূষিত করিয়া আনয়ন করাইলেন, রাজার মন্ত্রিগণ, সুহৃদবর্গ সকল এবং প্রধান প্রধান নগরবাসী লোক সকল ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা প্রীত মনে বিবাহ দর্শনে আগমন করিতে লাগিলেন, রাজ ভবন্‌ সকল জনগণে পরিশোভিত হইতে লাগিল। উজ্জয়িণী নগর প্রফুল্ল পঙ্কজমালা পরিকীর্ণ এবং সৈন্য সামন্ত ও বিচিত্র রত্ন সমূহে খচিত হইয়া পার্ব্বণ শরীর তারকা ব্যাপ্ত

নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। আর। ঐ সভা, স্তম্ভ দ্বারা নির্ম্মিত নহে, তথাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতেছে না। তথায় নানাবিধ দিব্য ও অমিত প্রভা সমুদয় আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছে, ঐ সভা বিদ্যুৎকে উপহাস করিয়া নভোমণ্ডলে দীপ্তি বিস্তার করিতেছে। আর পণ্ডিত সকলে, নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক ও বহুবিধ কাব্য কথা দ্বারা তথায় অবস্থান করিয়া আছেন, সভার এরূপ শোভা, যে ক্ষণ, লব, মূহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ছয় ঋতু, সম্বৎসর, পঞ্চযুগ, চতুর্বিধ অহোরাত্র, দিব্য, নিত্য, অক্ষয়, অব্যয়, কালচক্র, ও ধর্ম্মচক্র ইহারাও যেন প্রতি নিয়ত উপস্থিত আছেন, রাজপুত্রগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া সকলেরই সমুচিত অভ্যর্থনা করিতেছেন, আর রাজা বাহাদুর সকলকে যথা যোগ্য সমাদর প্রদর্শন পুর্ব্বক সান্তনা বাদ সম্মান ও অর্থ প্রদান দ্বারা সভাসদদিগের প্রতি প্রীতি সম্পাদন করিতেছেন। তন্মধ্যে আগন্তুকদিগের সমাগমে, আর বাদ্য প্রভৃতি দ্বারা ঐ সুখ প্রদ সভা আকুল হইয়া উঠিল। আর আগন্তুক ভাট সকলেরা আসিয়া রাজাকে জয় জয় ধ্বনি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, তখন রাজা প্রীত মনে তাঁহাদিগকে প্রার্থিত ধনের অধিক প্রদান করিলেন, এবং নানা দিগদেশ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন কালে বিবিধ রত্ন সমূহ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় করিলেন, এবং নানা প্রকার ভোক্ষ, ভোজ্য ও রত্ন সমূহে পরিতৃপ্ত দ্বিজগণ, সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, রাজা মহাশয় ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে সমস্ত রাজ লোক অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিলেন, এবং সমস্ত সভাসদগণকে পূজা অর্থাৎ মালা ও চন্দন দান করিয়া ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সভাসদ দিগের নিকট

অনুমতি লইয়া রাজবালা সত্যবতীকে পাত্রস্থ করিতে আসনে উপবিষ্ট করিলেন ও হইলেন।

সভা মাঝে উজ্জয়িনী পূর্ব্বমুখ হয়ে,
বসিয়াছে দান সজ্জা বাম্ দিকে লয়ে,
উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন,
পরস্পরে শাস্ত্রকথা কহে সুধীগণ,
হেন কালে পাত্র আসি, হ'ল, অধিষ্ঠান,
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে করে অভ্যুত্থান,

পুরোহিতের আগমন।

মন্ত্র।

অথ কৃত বৃদ্ধি শ্রাদ্ধঃ সম্প্রদাতা লগ্ন সময়ে সম্প্রদান শালায়াং গত্বা উত্তরতঃ স্ত্রীগবীং বদ্ধা বিষ্টরাদিকং সজ্জীকৃত্য পশ্চিমাভিমুখো জনু পবিষ্ট স্তিষ্ঠেৎ। ততো ঽগ্রত উপস্থিতে বরে সম্প্রদাতা কৃতাঞ্জলি বরণং কুর্য্যাৎ। রাজা ওঁ সাধু ভবানাস্তামিতি পৃচ্ছেৎ। কালিদাস ওঁ সাধ্বহ মাসে ইতি বদেৎ। রাজা ওঁ অর্চ্চয়ি ষ্যামো ভবন্তং ইতি প্রচ্ছেৎ। ওঁ অর্চ্চয় ইতি বদেৎ। ততঃ সম্প্রদাতা পাদ্যার্ঘ্যাচ মনীয় গন্ধ মাল্য যথা শক্ত্যাঙ্গুরীয় সপট্টক যজ্ঞোপবীতসপর্ণ পুগাদিকং প্রদায় জামাতরমর্চ্চয়েৎ।

ততঃ সম্প্রাদাতা দক্ষিণং জানু ধৃত্বা ওঁ অদ্যেত্যাদি ভৃগু গোত্রস্য ভার্গব প্রবরস্য রাধাপ্রসাদ দেব শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং ভৃগু গোত্রস্য ভার্গব প্রবরস্য রামপ্রসন্ন দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং ভৃগু গোত্রস্য ভার্গব প্রবরস্য সদাশিব দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং ভৃগু গোত্রং ভার্গব প্রবরং কালিদাস দেবশর্ম্মাণং, বশিষ্ঠ গোত্রস্য বশিষ্ঠ প্রবরস্য ব্রহ্মানন্দ দেবশর্ম্মাণং প্রপৌত্রীং বশিষ্ঠ গোত্রস্য বশিষ্ঠ প্রবরস্য যোগানন্দ দেবশর্ম্মাণং পৌত্রীং বশিষ্ঠ গোত্রস্য বশিষ্ঠ প্রবরস্য ধ্রুবাঙ্কা দেবশর্ম্মাণং পুত্রীং বশিষ্ঠ গোত্রাং বশিষ্ঠ প্রবরাং শ্রীসত্যবতী। দেবীং এনাং কন্যা

শুক্ত বিবাহেন দাতুং এভিঃ পাদ্যাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ ভবন্ত মহং বৃণে। কালিদাস ওঁ বৃতোস্মি ইতি বদেৎ। যথা বিহিতং বিবাহ কর্ম্ম কুরু। কালিদাস ওঁ যথা জ্ঞানতঃ করবাণীতি বদেৎ।

ততঃ স্ত্রী আচারা দিকং কারয়িত্বা মুখ চন্দ্রিকাং কারয়েৎ ততোহগ্রে উপস্থিতে বরে সম্প্রদাতা মন্ত্রং জপতি যথা। প্রজা পতি ঋষি রনুষ্টপ ছন্দো হর্হ নীয়া গৌর্দেবতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্হণা পুত্র বাসসা ধেনু রভবদয় মেসানঃ পয়স্বতী দুহা মুওরা মুওরাং সমাং। ততো জামাতা প্রজাপতি ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিরাড়্দেবতা উপবিশদর্হ নীয় জপে বিনিয়োগঃ ওঁ ইদ মহ মিমাং পদ্যাং বিরাজ মন্নাদ্যায়াধি তিষ্ঠামি ইমং মন্ত্রং জপন্নাসনে প্রাঙ্‌মুখ উপবিশতি ততঃ সম্প্রদাতাপি পশ্চিমাভি মুখ উপবিশেং। ততো দাতা সাগ্রপঞ্চ বিংশতি কুশ পত্রৈঃ দ্বির্ব্বা মাধো মুখ গ্রন্থিং রচিতং বিষ্টরং উত্তরগ্রাং উত্তান হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা।

ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতি গৃহ্যতা মিত্যা দধানো বিষ্টর মর্পয়তি।

কালিদাস ওঁ বিষ্টরং প্রতি গৃহ্নামি ইতি বিষ্টরং গৃহীত্বা প্রজা পতি ঋষি রনুষ্টপ ছন্দ ওষধ্যো বিষ্টরস্যাসন দানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যাওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্ব্বহ্বীঃ শনবিচক্ষণাঃ তা মহ্য মস্মিন্ আসনে হচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত। ইত্যাসনে বিষ্টর মুওরাগ্রং দত্ত্বা উপবিশতি।

ততঃ সম্প্রদাতা পুনস্তাদৃশমেব বিষ্টরং গৃহীত্বা ও বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতি গ্রহ্যতা মিতি তথৈব পুনরর্পয়তি।

কালিদাস। ওঁ বিষ্টরং প্রতি গৃহ্নামি ইতি তথৈব গৃহীত্বা প্রজাপতি ঋষি রনুষ্টপ ছন্দ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্য পাদয়োরধস্তা দ্দানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যা ও ষধীসোম রাজ্ঞী বির্বষ্ঠিতাঃ পৃথিবী মনু। তা মহ্য মস্মিন্ পাদয়োরচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছতঃ। ইতি পাদয়োরধস্তা দুত্তরাগ্রং বিষ্টরং স্থাপয়েৎ।

শ্রীকালিদাস দেব শর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় বরায় অর্চ্চিতায় বশিষ্ঠ, গোত্রস্য বশিষ্ঠ প্রবরস্য ব্রহ্মানন্দ শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুক গোত্রস্য যোগানন্দ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং বশিষ্ঠ গোত্রস্য বশিষ্ঠ প্রবরস্য ধ্বাঙ্কা দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং বশিষ্ঠ গোত্রাং বশিষ্ঠ প্রবরাং শ্রীসত্যবতী দেবীং ইতিত্রিরুচ্চার্য্য এনাং কন্যাং সবস্ত্রালঙ্কৃতাং প্রজাপতি দেবতাকাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি হস্ত দ্বয়ো পরি সতিল জলকুশানর্পয়তি।

কালিদাস ও স্বস্তী ত্যভিধায় কন্যেয়ং প্রজাপতি দেবতাকা ইতিবদেৎ।

গায়ত্রীং কামস্তুতিঞ্চ পঠেৎ। ও কইদংকস্মা অদাৎ কামঃ কাময়াদাৎ কামোদাতা কামঃ প্রতি গৃহীতা কামঃ সমুদ্র মাবিশৎ কামেন ত্বা প্রতি গৃহ্নামি কামৈতত্তে।

ওঁ অদ্যে ত্যাদি কৃতৈতৎ কন্যাদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ সুবর্ণং ভৃগু গোত্রায় ভার্গব প্রবরায় কালিদাস দেব শর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় বরায় তুভ্য মহং সম্প্রদদে। ততঃ

কালিদাস ও স্বস্তীতি বদেৎ ততঃপতি পুত্রবতী নারী দম্পত্যোবস্ত্রেণ গ্রন্থিংবধ্নাতি ততঃ কুশ গ্রন্থিং যুক্তাবস্ত্রে নাচ্ছাদ্যান্যোন্যাব লোকনং কারয়েৎ। ততো ভর্ত্তুর্দক্ষিণ পার্শ্বে বধু মুপবেশযেৎ। ততো নাপিতেন গৌ গৌরিত্যুক্তে!

কালিদাস পঠতি। প্রজাপতিঋষি র্বৃহতীচ্ছন্দো গৌর্দ্দেবতা পূর্ব্ব বন্ধগবীমোক্ষণে বিনিয়োগঃ ওঁ মুঞ্চগাহ বরুণ পাশা দ্দ্বিষন্তং মেহভিধেহি ত্বং জহ্যমুষ্য চোভয়োরুৎসৃজ গামত্তু

কালিদাস ওঁ পাদ্যং প্রতি গৃহ্নামি ইতি গৃহীত্বা। প্রজাপতি

ঋষি র্বিরাড় র্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপোদেবতা পাদপ্রক্ষালনার্থোদক বীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যতোদেবীঃ প্রতি পশ্যামাপস্ততো মা ধাম্বিরা গচ্ছতু। অনেনোদকং বীক্ষেৎ।

কালিদাস পাদ্যাদুদকং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষি র্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা সব্য পাদ প্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সব্যং পাদ মবনে নিজে অস্মিন্রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে। অনেন বামপাদে উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততোহ পরমঞ্জলিং গৃহীত্বা। প্রজাপতি ঋষি বির্বরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা সব্যপাদ পাদ প্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সব্য পাদ মবনে নিজে অস্মিন্রাষ্ট্রে শ্রিয়ংদধে মবনেনিজে। অনেন বাম পদ উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। পাদে উদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষি র্বিরাড়গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ ওঁ দক্ষিণং পাদং অবনে নিজে অস্মিনরাষ্ট্রে শ্রিয় মাবে শয়ামি অনেন দক্ষিণ পাদে উদকাঞ্জলিং। দদ্যাৎ। ততঃ পুন রুদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা প্রাজা পতির্ঋষি বির্বরাড় গায়ত্রী ছন্দ শ্রীর্দ্দেবতা উভয় পাদ প্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ব্ব মন্য পরম মনঃ মুভৌ পাদাববনেনিজে রাষ্ট্রস্যার্দ্ধ্যা অভয়স্যা বরুদ্ধ্যে। অনেন পাদ দ্বয়ে উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ সম্প্রদাতা সাক্ষত দূর্ব্বা পল্লবান্ শংখাদি পাত্রে নিধায়, ওঁ অর্ঘ্য মর্ঘ্য মর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং। ইত্যভি ধায়স্য মর্পয়তি।

কালিদাস ওঁ অর্ঘ্যং প্রতি গৃহ্লামীতি গৃহীত্বা প্রজা পতির্ঋষি-রর্ঘ্যং দেবতা অর্ঘ্য প্রতি গ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নস্থ রাষ্ট্রিরসি রাষ্ট্রিস্তে ভূয়াসং। অনেনার্ঘ্যং শিরসি দদ্যাৎ ততঃ সম্প্রদাতা উদক পাত্রং গৃহীত্বা।

ওঁ আচমনীয় মাচ মনীয় মাচমনীয়ং প্রতি গৃহ্যতাং ইত্যুদক পাত্র মর্পয়তি।

কালিদাস ওঁ আচমনীয়ং প্রতি গৃহ্লামীতি গৃহীত্বা প্রজা পতি ঋষি রাচমনীয়ং দেবতা আচমনীয়া চমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশোষি যশো ময়ি ধেহি।

অনেনোত্তরা মুখী ভূয়া চমেৎ। ততঃ সম্প্রদাতা ঘৃত দধি মধুযুক্তং কাংস্য পাত্রং কাংস্য পাত্রান্তরেণাপি ধায় গৃহীত্বা। ওঁ মধুপর্কো মধু পর্কো মধু পর্কঃ প্রতি গৃহ্যতাং ইতি মধু পর্কং সমর্পয়তি।

কালিদাস। ওঁ মধু পর্কং প্রতি গৃহ্লামীতি গ্রহীত্বা প্রজা পতিঋষি মর্ম্মধুপর্কো দেবতা অর্হনীয় মধুপর্ক গ্রহণে বিনি-য়োগঃ।। ওঁ যশসো যশোহসি। অনেন মধুপর্কং গৃহীত্বা ভূমৌ নিধায় প্রজা পতিঋষি মধু পর্কো দেবতা অর্হনীয় মধু পর্ক প্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশো ভক্ষোসি মহসো ভক্ষোহসি শ্রীর্ভক্ষোসি শ্রিয়ং ময়ি ধেহি। অনেন মন্ত্রেণ বারত্রয়ঃ ভক্ষয়িত্বা সকৃৎ তুষ্ণীং ভক্ষয়েৎ। ততঃ

কালিদাস আচান্তো মঙ্গলৌষধিলিপ্তেন দক্ষিণ হস্তেন তাদৃশ মেব কন্যায়া দক্ষিণ হস্তং স্বহস্তো পরি নিদধ্যাৎ। ততঃ সৌভাগ্য বতি পুত্রবতী নারী মঙ্গল পূর্ব্বকং কুশেন হস্ত দ্বয়ং বধ্নাতি। ততঃ সম্প্রদাতা তিল কুশ সহিত মুদক পাত্রং গ্রহীত্বা বামহস্তেনা র্চ্চিতাং কন্যাং ধৃত্বা ওঁ অদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে ত্রয়োদশ্যান্তিথৌ বশিষ্ঠ গোত্রঃ শ্রী ধ্বান্ধা দেবশর্ম্মা— [illegible] প্রীতিকামঃ ভৃগু গোত্রস্য ভার্গব প্রবরস্য রাধাপ্রসাদ দেব-শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় ভৃগু গোত্রস্য ভার্গব প্রবরস্য রামপ্রসন্ন দেব-[illegible]। পৌত্রায় ভৃগু গোত্রস্য ভার্গব প্রবরস্য সদাশিব দেবশর্ম্মণ [illegible]ত্রায় ভৃগু গোত্রায় ভার্গব প্রবরায় শ্রীকালিদাস দেবশর্ম্মণ তুভ্যা[illegible]বতুদকং। ইতি পঠেৎ। ততো নাপিতেন" মুক্তায়াং গবি [illegible] পঠতি।

কালিদাস। প্রজা পতিঋর্ষি স্তৃষ্টুপ-ছন্দো গৌদেবতা গবানু মন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বাসনাং স্বসা দিত্যানাং অমৃতস্য নাভিঃ প্রনুবোচং চিকিতুষে জনায় মাগা মনাগা মতিদীং বধিষ্ট। অনেন গাং বিসর্জ্জয়েৎ- ততো মঙ্গলং কুর্য্যাং। ততো ভর্ত্তু বাম পার্শ্বে বধূমুপ বেশয়েৎ।

ইতি সম্প্রদানং সমাপ্তং॥

ইতি ভবদেব ভট্টঃ॥

বাসর গৃহে বসিয়া কথোপকথন।

অনন্তর বাসর গৃহে বরকন্যা এক শয্যায় বসিয়া কড়ি খেলা করিতেছেন, এমৎসময়ে হটাৎ একটী উষ্ট্র শব্দ করিয়া উঠিল, তাহাতে সত্যবতী রাজকন্যা ভয় গ্রস্থা হইয়া স্বীয় পতি কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কি শব্দ, কে করিতেছে’ বর কালিদাস কহিলেন ‘উট্র’। রাজ কন্যা সত্যবতী তাদৃশ পণ্ডিতের মুখে এইরূপ ভ্রষ্ট উচ্চারণ শুনিয়া বিস্মিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কি, কি, কে শব্দ করিতেছে কালিদাস বলিলেন, ‘উষ্ট’ তখন সত্যবতী নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, যথা।

তাবৎ ন শোভতে মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চি ন্ন ভাষতে॥

পরাজিত পণ্ডিতগণ প্রতারণা করিয়া এই ঘোরতর মূর্খের সহিত আমার বিবাহ দেওয়াইয়াছেন, বলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন—

যথা—

কিং ন করোতি বিধির্যদিরুষ্টঃ, কিং ন করোতি স এবহি তুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা ষম্বা, তস্মৈ দত্তা বিপুল নিতম্বা॥

বিধাতা যদি রুষ্ট হন তাহা হইলে তিনি কি অনিষ্টা পাতই না করিতে পারেন, এবং তিনি তুষ্ট হইলেইবা কোন সুমঙ্গল

সাধন করিতে না পারেন যে মূর্খ 'উষ্ট্র' শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া কখনও রকার ও কখনও বা ষ কারের উচ্চারণ করিতে পারে না, আমি, রূপ ও গুণ সম্পন্না হইয়া ও মূর্খের হস্তে প্রদত্ত হইলাম, এই বলিয়া সত্যবতী নানাবিধ তিরস্কার করিয়া স্বীয় পতিকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন, কালিদাস কি করেন অন্য উপায় বিহিন এবং পত্নীর নিকট এই রূপে বিবিধ প্রকার তিরস্কৃত হওয়াতে কালিদাসের মনে অতিশয় নির্বেদ * উপস্থিত হইল, আর রূপবতীও গুণবতী পত্নীর নিকট অপমানিত হওয়ায় বিশেষ লজ্জা বশতঃ লোকালয়ে বাস করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া বন গমনোদ্দেশে সেই রাত্রিতেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আরও মনে করিলেন যে এ জীবনযাত্রা সরস্বতী দেবীর নিকটে শেষ করিব, এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে নিবিড় বন মধ্যে গমন করিলেন, বনে গমন করিয়া সরস্বতী দেবী কোথায় আছেন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে বনে চলিলেন।

এদিকে রাজকন্য সত্যবতী স্বামীকে গৃগান্তরিত করিয়া দিয়া নিতান্ত অনন্যমনা হইয়া মূর্চ্ছাপন্না হইয়া রহিলেন তখন তাঁহার সখিগণ নিকটে আসিয়া সকলে শান্তনা বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে লাগিল, তাহাতে সত্যবতী নিতান্ত মূর্চ্ছাপন্না হইয়া ভুমিতলে পড়িলেন।

---

* এই নির্বেদই ঐ মূর্খের ভবিষ্যৎ উন্নতির একমাত্র কারণ ও চিরস্থায়ী সুযশোলাভের সোপান স্বরূপ হইয়াছিল। এই মূর্খই জগদ্বিখ্যাত কবি কালিদাস। পত্নীর নিকট তিরস্কৃত না হইলে তিনি হয়ত যাবজ্জীবন মূর্খই থাকিতেন ও, যে, কালিদাস অদ্য জগতের শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, তাহা হইলে কেহ কখন তাঁহার নাম মাত্র জানিতে পারিতেন না।

যথা—

রাজকন্যার মোহ।

পড়িয়াছে সত্যবতী ভুমির উপর।
মুক্ত কেশী গড়াগড়ি ধুলায় ধুসর॥
বসন ভুষণ ভেজে নয়নের জলে।
শশীকলা, যেমন, পড়েছে ভুমিতলে॥
চতুর্দ্দিকে ব্যজন ধরিয়া সখিগণ।
সুগন্ধি সলিল সিঞ্চ চাপয়ে চরণ॥
সঘনে নিশ্বাস বহে হস্তদিয়া নাকে।
দেখিয়া রাণীর অশ্রু নয়নে না থাকে॥
আপনি ব্যজনি লয়ে সখি হস্ত হতে।
মন্দবায়ু লাগিলেন তখন করিতে॥
অচেতনা ছিল সত্য পাইয়া চেতন।
স্মরণে জানিল এবে মাতৃ আগমন॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ক্রোধে চক্ষু নাহি মিলে।
ক্ষণেক থাকিয়া সব সখিগণ বলে॥
এত করি মারে শিরে কঙ্কনের ঘাত।
সখিগণে মিলে ধরিতে না পারে হাত॥
কিহেতু এতেক কষ্ট দেও প্রাণপ্রিয়া।
আমার কি অপরাধ না পাই ভাবিয়া॥
এত বলি মাতা বসাইলেন ধরিয়া।
মুখ মুছি দিলেন নিজ অঞ্চল দিয়া॥
সান্তনা বাক্যে সত্য উঠেন তখন।
বিষণ্ণ ভাবেতে বলেন বিবরণ॥

যথা—

রাজকন্যার বিলাপ।

ধ্রুব মহৎ সরসী রুহ যোনিনা,
বিনচিন্তা শত কোটি সমাধিনা।
অকৃতপূর্ব্ব মপীদৃশ কর্ম্মকৈঃ,
হৃদয় ভেদি কৃতং কথ মন্যথা॥

হায়! নিশ্চয়ই বিধাতা আমাকে কুলিশের উপাদানে নির্ম্মিত করিয়াছেন নতুবা ঈদৃশ অকৃতপূর্ব্ব হৃদয়বিদারক কার্য্য কিরূপে করিলাম।

অহমিদং রচিতাঞ্জলি রর্থয়ে।
শাসন সংহার মাং তব সন্নিধৌ॥
ন গুরু শোক ভয়োদ্বহ নক্ষমা।
সকল দুঃখ নুদ ত্বদৃতে হস্তিকঃ॥

হে কৃতান্ত! তুমি ব্যতীত সর্ব্ব দুঃখ সংহারক আর কে আছে? আমি তোমার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমাকে সংহার কর, আমি এই গুরুতর দুঃখভার আর বহন কবিতে পারিতেছি না।

রে হত জীবন! কি সুখের আশয়ে এখনো আমার দেহে বাস করিতেছ, শশি অস্তমিত হইলে কিরণও তাহার অনুগমন করে, হে ইন্দ্র, এখনও আমার মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করিতেছ না কেন, অথবা দুরাত্মাগণের জীবিত থাকিয়া অনুশোচনা করাই পরম শাসন মনে করিয়া আমাকে উপেক্ষা করিতেছ। অতএব আমার আর ধৈর্য্য কোথায়, বিষ চর্চ্চিত শরের ন্যায় উৎকট শোক আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অহোরাত্র দুঃসহ ব্যথা প্রদান করিতেছ। কি নিনিত্ত তুমি দেহ স্পর্শ করিয়াও আমাকে

দগ্ধ করিতেছ না ? বুঝিয়াছি আমাতে উপগতা হইয়া তোমার আর তাদৃশ প্রখর দীপ্তি নাই। আমার তুল্য নৃশংস আর দ্বিতীয় না থাকা বিবেচনা হয়, কেন না এই ধরাতলে অতি দারুণ স্বভাব যে সকল ব্যাধগণ বাসকরে, তাহাদের মধ্যেও এরূপ কেহ কখন করে নাই। অতএব (হে সখিগণ) বিষদগ্ধ জনের বিষই মহৌষধ বলিয়া খ্যাত আছে, একারণ তোমরা অনুকুল হইয়া শীঘ্র আমাকে চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি প্রজ্বলিত হুতাসনে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া মনোব্যথা সম্ভূত সন্তাপাগ্নি নির্ব্বাপিত করি।

অনন্তর তাঁহাকে পতঙ্গের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতনিশ্চয় বুঝিয়া,তাঁহার প্রিয়তমা সখি তাঁহাকে সেই সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য এইরূপে বুঝাইতে লাগিলেন।

সখি! জড় বুদ্ধিরাই প্রিয়বস্তুর বিয়োগে আকুলচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ কোনরূপে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, তুমি শাস্ত্র জ্ঞান বিনীত হইয়া যদি জীবন পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার অধ্যয়নজনিত জ্ঞানলাভের ফল কি হইল, সখি কেন মিথ্যা পরিতাপ করিতেছ এবং কেনই বা জীবন পরিহার করিতে উদ্যত হইতেছ। দেখ এই জগতে জীবগণের পরমায়ু, প্রতিনিয়তই সংহৃত হইতেছে, সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই ভাবী বিপদ আশঙ্কা করিয়া কখনই অস্থিরচিত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে এবং এই সংসারে বিপদশূন্য হইয়া কেহই জন্মপরিগ্রহ করে নাই।

হে রাজপুত্রি! এই দূরভিলাষ পরিত্যাগ কর, ও আশ্বস্ত হও, এই পৃথিবীতে দেহীগণের সুখ দুঃখের গতি আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল, শশিকলার ন্যায় উৎপত্তি ও বিনাশ, ধর্ম্মশীল কোন বস্তু হৃদয়ের একান্ত প্রিয় হইলেও তাহার

বিরহ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে কখন পরিতাপিত করিতে পারে না, সখি প্রভাতে গাঢ় তুষারাচ্ছন্ন নীহার মূর্ত্তি, চন্দ্রের ন্যায় তোমার বদনমণ্ডল দুঃখ সমাকুল দর্শন করিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইতেছি অতএব তুমি দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের ক্লেশ বিমোচন কর।

অনন্তর, স্বামী-কাতরা হইয়া মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রোরুদ্যমানা রাজকন্যার পার্শ্ববর্ত্তিনী সখিদিগের এই প্রকার শোক প্রশমন বাক্যে বিষাদশূন্য হইয়া হিমাবসানে পদ্মিনীর ন্যায় সমধিক সৌন্দর্য্য ধারণপূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন। এদিকে বিবাহের রাত্রি আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে প্রায় রাত্রি শেষ হইয়াছিল, অনেক রাত্রিতে শয়ন করিলে প্রায় নিদ্রাকর্ষণ শীঘ্র হইয়া থাকে। কেবল মাত্র চক্ষের পাতা বুজে এসেছে এমন সময় রাজবাটীর মধ্যে মহা গোল-যোগ হুলু স্থূলু ব্যাপার কর্ণে প্রবেশ হইল। বিবেচনা হয় যেন ভিতর বাড়িতে কোন বিপদ হইয়াছে, রাজকন্যার মহল আলাহিদা। চাকরদিগের কোন সাড়া শব্দ নাই পরে এই ভাবে ক্ষণকাল অন্তঃকরণকে স্থিরভাবে রাখিবার পর ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হলো, আবার কিঞ্চিৎ বিলম্বে যেন চীৎকার ধ্বনি হইতেছে শুনিয়া নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তখনই একজন চাকরাণী আসিয়া কহিল যে মহারাজ, রাজবালা সত্যবতীর সহিত বরপাত্র বিবাহ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে রাজকন্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন এবং পাত্রও কাঁদিতে কাঁদিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাহার কোন ঠিকানা নাই। কিন্তু এখন রাজকন্যা মুর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভুতলে পড়িয়া রহিয়াছেন তাঁহার চৈতন্য নাই। তখন রাজা বিস্ময় বিশিষ্ট হয়ে পড়লেন, এবং একজন চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে রাত্রি কত আছে" আর তামাক দিতে

বল্লেন, মৌনভাবে তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় রাণী সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, যে রাজকন্যা মূর্চ্ছাপন্না, তুমি রাজা হইয়া তামাক খাইতেছ তোমার বিচারত. খুবি ভাল দেখা যায়, বিশেষ রাজকন্যা মোহযুক্তা হইয়াছে তৎসম্বাদ শুনিয়া তুমি এখনও তামাক ফুড়্ ফুড়্ করিতেছ। রাণীর এই প্রকার উত্তেজনায় রাজা ও রাণী উভয়ে রাজবালার মহলায় গেলেন, পৌঁছিয়া দেখিলেন যে রাজকন্যা বিরহজ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে অচৈতন্যভাবে পুনর্ব্বার পড়িয়া আছেন। ফলতঃ, স্বামী-বিরহে একান্ত অধীরা হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখকমল বিবর্ণ, শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীচিন্তায় নিরতিশয় নিমগ্ন হইয়া বারম্বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কখন বা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ ধ্যান করিতেছেন, কখন বা কন্দর্প বানে আহত হওয়ার ন্যায় হত হইয়া বিচেতন প্রায় হইতেছেন। কখন বা তাঁহাকে নিতান্ত উন্মত্তার ন্যায় দেখা যাইতেছে এবং শয়নাসন ও অন্যান্য বিষয় উপভোগে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই কি দিবা কি বিভাবরী কোন সময়েই রাজবালার নয়নাবলম্বিনী হইতেছে না। তিনি কেবল অনবরত বিগলিত বাষ্পাকুল লোচনে "হা হতাস্মি" বলিয়া রোদন করিতেছেন। তখন তাঁহার সখীগণ আকার ইঙ্গিত দ্বারা বিলক্ষণ বিরহলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ ধ্বান্ধা বাহাদুরের নিকট বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিল। তখন মহারাজ সখী মুখে স্বীয় দুহিতার অসহ্য সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, এক্ষণে কি করি, এ 'এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইল, রাজবালা সহসা কেনই বা অসুস্থ প্রায় হইল, পরে তনয়ার নিকট রাণী সহ উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

রাজবালা দেখ যে ব্যক্তি নীতি শাস্ত্রানুসারিণী পরম মতির

অভিজ্ঞ হয়, তাহার উচিত এই যে যাহাতে আপদ্ হইতে নিস্তার পাওয়া যায় সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তৃণ রাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া অবস্থিতি করিলে তৃণদাহক হুতাসন কখন দগ্ধ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত আছে সে অবশ্য আত্মরক্ষা করিতে পারে, আরও বিবেচনা কর, চিন্তারূপ শত্রু অন্তঃকরণে বাস করিয়া সর্ব্বদা শরীরকে পীড়ন করিতে থাকে, অতএব তুমি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী হইয়া অধৈর্য্য হইও না এবং অন্ধের ন্যায় কার্য্য করিও না। কারণ যে ব্যক্তি অন্ধ, সে পথ নিরূপণ বা দিক নির্ণয় করিতে পারে না, ও অধীর লোকের বুদ্ধি স্থৈর্য্য থাকে না, আমি এই কথা মাত্র বলিলাম, তুমি বুদ্ধীমতী বুঝিয়া লও। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পথ জানিতে পারা যায় ও নক্ষত্র দ্বারা দিক্ নির্ণয় হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি আপনার ইন্দ্রিয় সকল বশীভুত রাখিতে পারে সে কখন অবসন্ন হয় না, অতএব সত্যবতী তুমি ক্ষান্ত হও রাত্রি প্রভাতা হইল, তুমি দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া নিদ্রিতা হও, এই বলিতে বলিতে রজনী শেষ হইয়া গেল।

অনন্তর রাজা ও রাণী উভয়ে আপন গৃহে গমন করিলেন এবং অমাত্যদিগকে বলিলেন যে বরপাত্রের অনুসন্ধান কর, অনুসন্ধান করিয়া যে আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে যথাযোগ্য পুরস্কার ও রাজসংসার হইতে জায়গীর দিয়া সন্তুষ্ট করিব। এই বলিয়া রাজ্যের এলাকাস্থিত সকল স্থানেই লোকজন পাঠাইয়া নূতন বর পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

বর পাত্র কালিদাসের অন্বেষণ।

এদিকে রাজবাটীর বড় ঘড়িতে ৫ টা বাজিয়া গেল, প্রাতঃকাল উপস্থিত কিন্তু দৈবের দুর্ঘটন বিবাহের রাত্রিতে বৃষ্টি

আরম্ভ হইয়াছে এবং যত বেলা অধিক হইতে চলিল ততই বৃষ্টি প্রখরতর ধারা সহকারে পড়িতে লাগিল। এখন রাজ বাটীর সকলে একে একে শয্যা ত্যাগ করিল, দাস দাসীরা পূর্ব্বেই জাগিয়া ছিল, আর রাজ বাটীর অপরাপর লোক সকলে ক্রমে ক্রমে উঠিতে লাগিল।

একজন দাসী উঠান পরিস্কার করিতে ছিল এবং তাহার নিকটে অপর একজন বাসন ধুইবে বলিয়া গোছাইতে ছিল।

প্রথমা বলিল 'কামিনীর কি এখন ও ঘুম, ভাঙিল না? কামিনীই দেখছি এ বাড়ীর রাণী" সে যা মনে করে, তাই করে আমাদের যেমন পোড়া কপাল।'

অপরা, পরিচারিকা বলিল, 'কে জানে মাগী কোথায় থেকে উড়ে এসে যুড়ে বসলো। চিরকাল মরচি আমরা কেউ হলেম না। তিনি কাল এসে একেবারে 'সো'হয়ে বসলেন, মাগী খেয়ে খেয়ে, কি মোটাই মুটয়েছে, ভাই আমাদের সবাইয়ের গতর গিয়ে তার গায়ে লেগেছে, মাগী কি কোন মন্ত্র তন্ত্র জানে বলতে পারিস?'

প্রথমা, 'উঠান পরিস্কার করা বন্ধ করিল এবং খাঙ্গরার রজ্জু যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া উহা একেবারে খুলিয়া ফেলিল। পরে তৃণ গুলি ভাল করে গুছাইয়া দুই হস্তে ধরিয়া মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল "কপাল। কপাল তা নইলে কি।"

দ্বিতীয়া প্রথমার কথা সমাপ্তির পূর্ব্বেই বলিল, মাগী কি বজ্জাৎ গা? আমি ত এমন মেয়ে মানুষ কখন দেখিনি। মাগীর মুখ দেখিলে গা জ্বলে যায়, ইচ্ছা করে টুঁটিটে নখ দিয়ে ছিড়ে ফেলি।'

প্রথমা খাঙ্গরার রজ্জু বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল 'চুপ কর বোন

কি বলতে কি হবে? আমরা যে কপাল করেছি কোন খান থেকে যদি শুনে ফেলে তা হলে একেবারে মাস খেয়ে দেবে'।

দ্বিতীয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া এবং বসন অবনত করিয়া বাসন মাজিতে মাজিতে বলিল, 'কিসের ভয়? শুনলে ত বয়ে গেল, আর কি, কোন খানে চাকরি যুটিবে না নাকি?

এ রাজবাড়ীর ভাত খাওয়ার চেয়ে না খাওয়া ভাল তুই ভয় করগে যা আমি তারে পাই যদি হাতে মাতা কাটী।'

প্রথমা, না বোন তুই যা বলছিস্ তা সব সত্যি কামিনী, বড় বাড়বেড়েছে। এতবেলা হল রাজরাণীর ঘুমভাঙলো না। বাকড় ভরতে আর ঘুমুতে পারলেই হল। রাণী মা আদর দিয়ে তারে একেবারে মাথায় তুলেছেন।

দ্বিতীয়া। তুই মজা দেখ না বড় আদরে বড় খোয়ার হবে। রাজ বাটীতে কোন্ দিন কি সর্ব্বনাশ করবে তা দেখতেই পাবি। আমি যা দেখিছি তাতে লক্ষণ ভাল নয়। দিবানিশি নাএব দেওয়ান বাবুর সঙ্গে কি ফিস্ ফিস্ করে বকে।

মা ঠাকুরণ ত শুনেও শুনবেন না দেখেও দেখবেন না। দুই জনে আলাপ চারি হয়' এমন সময়ে তৃতীয়া একজন পরিচারিকা দৌড়িয়া আসিয়া বলিল।

শুনেছিস শুনেছিস রাজকুমারী ভাতারকে মেরে তাড়িয়ে দিয়ে এখন ছল করে মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে আছে।

উভয়ে মুখ ব্যাদান করে একজন নাসিকা প্রান্তে, অপরা চিবুক প্রান্তে একটী অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া বলিল।

ওমা কি ঘেন্নার কথা গা? যা বলা বলি করি ছিলাম তাই। তারপর তারপর।

তৃতীয়া বলিল যে খুঁজে এনে দিতে পারিবে, তাকে এক লক্ষি টাকা মহারাজা দেবেন, আর কত লোক খুঁজিতে বেরিয়েছে।

দাসীদ্বয় খাঙ্গরা ও বাসন ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজবালার কক্ষের দিকে ছুটিল।

ভিতর বাটীতে মহা গণ্ডগোল, মহারাজ নগর প্রভৃতি চারি দিকে লোক জন পাঠাইয়া দিলেন। ৮ জন অশ্বারোহী নদির দিকে ও অন্যান্য দিকে খুজিতে চলিল। অশ্বারোহী ও পদচারীগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। লোক সকল প্রেরিত হইলে মহারাজ অমাত্যবর্গ ও বন্ধুগণ লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত।

দেওয়ান মহাশয় বলিলেন। হরি! হরি! তাহারা কোথায় যাইবে? একি ছেলের হাতের পিটে? এই বৃষ্টিতে বাটীর বাহির হওয়া যায় না। আমি এই টুকু আসিতে আসিতে একশত আছাড় খাইয়াছি। রাস্তা জল প্লাবিত, গঙ্গা সাগর বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

একবার আমি ভ্রম বশতঃ একটী দিঘিতে পড়িয়া গিয়া এক জালা জল খাইয়া ফেলিলাম। এমন সময়ে আমার সৌভাগ্য ক্রমে শ্যামী ধোপানী ঘাট করিতে আসিয়াছিল। অবশেষে সে আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার চুলের টিকি ধরিয়া টানিয়া তুলিল, পরমায়ু ছিল তাই রক্ষা, নচেৎ আজ কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়েছিল। এ দুর্য্যোগে যে সকল লোক পাঠান হয়েছে তারা আগে ফিরে আসুক, পুরুষ মানুষের এমন দুর্গতি, তখন সাধ্য কি, নগর ছাড়া হওয়া এই বৃষ্টিতে বড় কঠিন, বোধ হয় ঝোড়ে ঝাড়ে কোথায় লুকাইয়ে আছে, এমন জামাই তো কোথাও দেখি নাই। আমার বেশ বিশ্বাস হচ্চে, যে, সেটা মূর্খই বটে তা না হলে এমন হবে কেন?

খাতাঞ্জি। লোকটা মূর্খ নয় যোগী ঋষি বলে বোধ হয়

আর পূর্ব্বে শুনা হইয়াছে যে মৌনব্রতী লোকালয় ত্যাগ করে জন মানব শূন্য স্থানে থাকেন, সে রকম ত নয় ?

মন্ত্রী। পলায়ন অসম্ভব নহে। দুর্দ্দিনে, মন্দকার্য্য সকল সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিছু আশ্চর্য্য নহে। যদি অনেক দূর চলিয়া গিয়া থাকেন আর এমনও হইতে পারে যে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন বৃষ্টি ধরিলে যাইবে যাহা হউক ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে কোন না কোন স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া যাইবে। নগরের রাস্তা সকল একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কারণ যদি কোন রাস্তায় চাকার চিহ্ণ থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় করা আবশ্যক যে কোন স্থান হইতে সেই চক্র পদ্ধতি আরম্ভ হইয়াছে ও কোন্ দিকে গিয়াছে, আর কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, উদ্বিগ্ন হইলে কিছুই হইবে না। বিপদে ধৈর্য্য হারাইলে বিপদের প্রতিকার হয় না জগদীশ্বর ইচ্ছায় সব মঙ্গল হইবে।’

৮। ১০ ঘণ্টা পরে প্রেরিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে দয়েহাটা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া আসিলাম কোন কিছু দেখিতে পাইলাম না। বুভুক্ষিত মারিত দেওয়ান মহাশয় আর এক অবস্থায় থাকা অসহ্য হইয়া উঠিল তিনি ভাবিলেন যে প্রাতঃকালে ধোবানীর মুখ দেখিয়াই কি এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল।

এমন সময় অশ্বারোহী কয়েক জনের মধ্যে দুই একজন ফিরিয়া আসিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সজল নয়নে নিবেদন করিল। মহারাজ আমরা দুই জনে খাস নগর পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। সেখানে আমরা দেখিলাম যে একজন সাহেব বেশধারী ছাতা মাথায় একটী ছোট মেমের হাত ধরিয়া ইংরাজীতে সম্ভাষণ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন। আমাদের সন্দেহ হইল, আমরা

অশ্বদ্বয়কে কোন দোকানের নিকট রাখিয়া পদব্রজে সাহেবের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

সাহেব মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎ ফিরিয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার তীব্র দৃষ্টি দেখিয়া ভয়ে আমরা পিছে হটীয়া আসিলাম। অবশেষে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে তাঁহার অনুগমন করিতে নিষেধ করিলেন। তথাপি তাহাতে আমাদের আরও সন্দেহ হইল, সুতবাং আমরা উভয়ে সাহেবের আর ও নিকট যাইতে লাগিলাম। তখন সাহেব উন্মত্ত ভল্লুকের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আমার গালে একটী ঘুশী ও আমার সঙ্গীর নাসিকায় ভীষণ চপেটাঘাত করিল। সেই আঘাত আতিশয্যে সঙ্গী তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল। তাহার নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রোত ছুটিল। পরে ৪।৫ জন বাঙ্গালী যাইতে ছিলেন। তাঁহারা দৌড়িয়া বনের ভিতর. পলাইয়া গেলেন। আমার সঙ্গী অচেতন অবস্থায় রাজমার্গে জল কাদায় পড়িয়া রহিল। কিন্তু আমার নিজের সন্দেহ চতুর্গুণ অধিক হওয়াতে আমি কিছুতেই সাহেব অনুসরণ চাড়িলাম না। অনেক দূরে থাকিয়া সাহেবের উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রচ্ছন্নভাবে চলিতে লাগিলাম। যখন দেখিলাম যে সাহেব মেমকে লইয়া একটী বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন, তখন আবার আমি ঘোড়ার নিকট আসিয়া 'তদুপরি আরোহণ করিয়া উড়িতে উড়িতে সমাচার দিতে আসিলাম, এখন আমার প্রতি যে আজ্ঞা হইবে আমি তাহাই করিব।

বক্তা উত্তর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। মহারাজের বদন মেঘান্ধকার হইল। এককালে যেন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা তাঁহার লোম কূপ সমূহে দংশন করিল। তিনি সর্ব্বাবয়বে অসহ্য বিষম জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। আর সংবাদ

আনেতা লোক সকলের প্রতি ঘোর আরক্ত লোচনে পুনঃ পুনঃ তীব্র কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। হায় নির্ব্বোধ মূর্খের এ লজ্জা জনক আখ্যায়িকা বর্ণন করিতে কি কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইল না?

মন্ত্রী, মহারাজের মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন। "মূর্খ! তোমার কোন কাণ্ড জ্ঞান নাই। আপনার সঙ্গীকে লইয়া যথা গত চলিয়া যাও।"

সকলে বুঝিলেন যে সাহেব অন্য কেহ হইবেন। তখন সে ভীত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

সে দিবস, "মহারাজ" আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না বহির্ব্বাটীতে একটি প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। অদ্যাবধি কোনও পরিতাপ পান নাই, শোক দুঃখ কাহাকে বলে, তিনি আপনার শরীরে কখন অনুভব করেন নাই। অদ্য তিনি জানিলেন, শোক তাপ হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। মানব জীবন কেন যে সুখ দুঃখ সংঘটিত হইয়াছে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করা ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যাতীত।

মহারাজ কখন কাহাকেও মনস্তাপ দেন নাই তিনি কোন অপরাধে এ দারুণ মনস্তাপ পাইলেন? যাঁহারা জগতের সমুদয় কার্য্যকে মায়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যাহারা পরমাত্মা ও জীবের অনাদিত্য ও অনন্তকাল স্থায়িত্ব বাদ করিয়া উভয়েরই সমান ধর্ম্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ একের শ্রেষ্ঠতা ও অপরের নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন করিয়া আপনাদের শাস্ত্রোক্তিকে দুরধিগম করিয়াছেন; যাহারা আপনাদের লেখনীর বলে ও বিজ্ঞানের প্রভাবে পরমেশ্বরকে দূরীকৃত করিয়া অন্ধ প্রকৃতিকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; যাহারা ঈশ্বরকে

এক অথচ অনেক ত্রিশিরাঃ অর্থাৎ পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মার ত্রিধা বিভক্ত বলিয়া আপনাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রকে বোধাতীত করিয়া কেবল মাত্র বিশ্বাসাধীন করিয়াছেন, যাহারা সর্ব্ব শাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক সার উদ্ধৃত করতঃ এক বিশ্বজনীন অভিনব শাস্ত্র সঙ্কলিত করিয়া সকল ধর্ম্মেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। অথচ সকলকেই খণ্ডিত করিয়াছেন; যাহাদের দুরবগাহ শাস্ত্র রত্নাকরে মুমুক্ষু ইতর জনেরা জ্ঞান রত্ন লাভে বঞ্চিত হইয়া কেবল ভ্রমাবর্ত্তে বিঘূর্ণমান হইতে থাকে, এই সকল পুরাতন ও অধুনাতন, আস্তিক নাস্তিক মহামহিম শাস্ত্রকারেরা মনুষ্য জীবনের সুখ দুঃখের ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ কর্ম্ম ফলই মান, অথবা মানব অদৃষ্টের নিয়ন্তাকে স্বেচ্ছাচার ক্রীড়াশীল বালকই বল,-ইহা নিশ্চিত, এ জগতে মনুষ্য প্রায়শঃ দুঃখ ভোগের জন্যই জন্মপরিগ্রহ করে। মহারাজ, অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এ বিপদে তাঁহার ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সকলই লয় প্রাপ্ত হইল, অদ্য তিনি বহ্বায়াস অধীত পুস্তক সকলের নীতি কথায় কোন অবলম্বন পাইলেন না। অদ্য তিনি অশিক্ষিত প্রাকৃত মনুষ্য হইতে কিছু মাত্র পৃথক নহেন। মহারাজ, ক্ষোভে ও রোষে অজ্ঞান ব্যক্তির ন্যায় প্রলাপ করিলেন, এবং অভিমান বশতঃ "হা ঈশ্বর" বলিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিলেন। অদ্য তিনি আপনাকে জগৎ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ, সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত, সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসার বিবেচনা করিলেন।

হায় তিনি কোথায় গিয়া আপনার দেহ লুকাইবেন তিনি তিমিরাচ্ছন্ন গুহবাসী হইবেন। অন্ধকারময় কন্দরে যথায় মানবের সমাগম নাই, যথায় মানব চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না তিনি সেই স্থানে গিয়া আশ্রয় লইবেন। তিনি মানব বিরহিত বিকট গহনে শার্দ্দূল, ভল্লুক, বরাহের সহিত

বোধ হয় বাস করিবেন। হিংস্রক পশুরা ও ঘৃণিত মানব অপেক্ষা উচ্চ, রাজকন্যা কেন এ প্রকার গর্হিত কার্য্য করিল। "হা, জগদীশ"

মহারাজের চিত্ত দাহ অসহ্য হইয়া উঠিল। সহসা তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া জানালার দিকে আসিলেন এবং বাহিরের চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া প্রচণ্ড বেগে জানালাটি বন্ধ করিয়া দিলেন। একখানা শারসী ঝঞ্ঝন শব্দে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। আবার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। উঃ—এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যেন হৃদয় গহ্বরের অপরিমিত শোকোচ্ছ্বাস বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিলেন। পরে দুই হস্তে নয়ন যুগল আচ্ছাদিত করিয়া অবনত মস্তকে একখানি পালঙ্গে বসিয়া পড়িলেন, দর বিগলিত অশ্রুধারা, তাঁহার কপোল দ্বয় বাহিয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল।

এমন সময়ে দ্বারে করাঘাত হইল। মহারাজ নয়নমুছিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, রাণীর একজন পরিচারিকা। পরিচারিকা সভয়ে নিবেদন করিল।

মা রাণীর অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে।

মহারাজ 'অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন রাণী লুণ্ঠিতা কুল কেশ পাশা ধূলি ধূসরিত কলেবরা মূর্চ্ছিতা ভূতলে পড়িয়া আছেন। নির্দ্দয় তাড়নে কপাল দেশের মাংস স্থানে স্থানে ফুলিয়া ফোটকা কার ধারণ করিয়াছে। এবং সেই মাংসপিণ্ড সকল ফুটিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরিতেছে। পুত্রীগতা-প্রাণা" "একমাত্র কন্যা" বিরহ বিধুরা রাণীর শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মহারাজের হৃদয় ফাটিয়া গেল। তিনি ক্ষিপ্র হস্তে সুবাসিত বারি ও অন্যান্য শীতল দ্রব্য লইয়া রাণীর মুখে সিঞ্চন করিলেন এবং নিজ হস্তে তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন।

বহুবিধ উপায়ে এবং অনেক যত্নে রাণী সংজ্ঞা লাভ করিলেন রাণীর শুশ্রূষা করণ জন্য মহারাজের এক প্রকার চিত্ত ধৃতির কারণ হইল। উভয়েরই সে অহোরাত্র নিরাহারে গেল।

প্রভাত হইল। দিনকর কিরণে জগৎ প্রদীপিত হইল জ্যোতীর্ম্ময়ী সত্যবতী বিরহ বিরহিত, জ্যোতির্ম্ময় বর পাত্র কালিদাস বিরহিত, রাজবাটী সহস্র কর কিরণোদ্ভাসিত হইয়াও অদ্য অন্ধকার ব্যাপ্ত প্রতীয়মান হইতেছে। মানব পূর্ণ ভবন অদ্য শূন্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সকলের হৃদয় নিরানন্দময়, অতএব ভবনও নিরানন্দময়। রাজবাটীর আজ শোভাও বিরহিত হইয়াছে আর সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্য নাই। যাহা যেখান কার তাহা সেই খানেই আছে, কিন্তু আজ সব বিশৃঙ্খল, পরিপাটী শূন্য, বিকৃত ভাবাপন্ন, ও বিপর্য্যস্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। অদ্য ভবন যেন কাঁদিতেছে, পশু পক্ষী সকলেই কাঁদিতেছে। উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকল কাঁদিতেছে, যাবতীয় পদার্থ কাঁদিতেছে। রাণী ভাবিয়া ছিলেন যে বরপাত্র কালিদাসকে কেহ না কেহ খুঁজিয়া আনিয়া দিবে, তাহা হইলে রাজ দুহিতা সত্যবতীর চিত্ত সুস্থ হইলেই সকল সুস্থ হইবে। সন্ধ্যা হইয়া গেল কেহই খুঁজিয়া আনিতে পারিল না, আবার প্রভাত ও হইল আবার সন্ধ্যা হইল, আর এক দিন গেল! বর পাত্র এলেন না। রাণী প্রত্যহ আশা করেন "আজ অবশ্য আসিবে" আজ কদিন হইয়া গেল। রাণীর আহার নিদ্রা বন্ধ, কারণ কন্যা না খাইলে তিনি কি করিয়া আপন উদরে অন্ন দেন। সুতরাং কোন রকমে জীবন ধারণ করিয়া আছেন।

মহারাজ "নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে পত্র লেখা এবং লোক জন নিযুক্ত করিয়া পূর্ব্বেই দিয়াছেন কিন্তু কেহই বরপাত্রের সংবাদ আনিতে পারিল না। ক্রমে আশা ত্যাগ করা

হইল কারণ এখন পাইলে কি প্রকারে লওয়া যাইবে (হা ঈশ্বর এই কি তোমার মনে ছিল) এই প্রকার অনেক রকম চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে বিষন্ন ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন" তখন কালিদাস কে খুজিয়া আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে তবে সেই প্রকার স্ত্রীর পদাঘাত খাইয়া যদি কেঁহ বনে গমন করিতে পারি-তেন তাহা হইলে বোধ করি কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান বা উপায় করিতে পারিতেন।

তখন কি করেন'রাজা রাণী ও অন্যান্য সকলে রাজবালা সত্যবতীকে সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, রাজবালা সত্যবতীব সান্ত্বনা নিমিত্ত মহা ভারতীয় উপাখ্যান শ্রবণ করাইবার জন্য অমাত্যগণকে আদেশ করিলেন, ক্রমে মহা ভারতীয় ইতিহাস প্রায় সমস্ত কীর্ত্তন শেষ হইতে চলিল, কিন্তু রাজবালার অন্তঃকরণ তথাপি পরিতৃপ্ত হইল না। তখন রাজা ও বৃতি ব্রাহ্মণ এবং সদস্যগণ ও সমাগত সভ্য গণ, সকলে উত্থিত হইয়া অতি প্রীত মনে সাদরে সম্ভাষণ পূর্ব্বক রাজবালা সত্যবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এপ্রকার হইবার কারণ কি? আমরা সকলে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, তখন রাজা বাহাদুর আদ্যোপান্ত সমস্ত অবস্থা কীর্ত্তন করিলেন, বৃত্তান্ত সকল শুনিবার পর সভাস্থ ব্রাহ্মণেরা আশী-র্ব্বাদ সহকারে বলিলেন যে ঐ বরপাত্র আমাদিগের আশীর্ব্বাদের দ্বারা তিনি এই বৎসর মধ্যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া প্রত্যাগমন করিবেন সে জন্য মহারাজ চিন্তাযুক্ত হইয়া থাকিবেন না। এক্ষণে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করুন, যজ্ঞের ফল অবশ্য ব্যর্থ হইবে না রাজবালার অদৃষ্ট সুপ্রসন্না হইয়াছে। এখন আর তদ্বিষয়ের চিন্তা করিবেন না, কেননা তিনি অরণ্য বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন নিমিত্ত আগমন করিতেছেন, এক্ষণে তিনি

বিদ্যাবিষয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন বরপাত্র এতাদৃশ অসম্ভাবিত নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, যে তাহা অনির্ব্বচনীয়, পাত্রের আগমন হইলে পুরবাসিগণ জানিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে আমরা ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম, যেহেতু যোগবলে তিনি দেবী ভগবতীর সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া থাকিবেন, আর তাঁহার জীবন কোন রকমে বিনাশ হইবার নহে বরং চিরদিনের জন্য জগতে তাঁহার জীবন ও জীবনের কীর্ত্তি জীবিত থাকিবে, কালি-দাস পাত্রের নাম শুনিলে জগৎবাসী লোক সকলের আনন্দ হইবে, অতএব মহারাজ দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করুন, যজ্ঞের ফল কদাচ বিফল হইবার নহে। ব্রাহ্মণদিগের এই কথা শেষ হইতে না হইতে দৈববাণী হইল, তখন রাজা বাহাদুর কি করেন, অপর উপায় অভাব বিবেচনা করিয়া দৈববাণী ও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি প্রণতি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন যে, "অমোঘ ব্রাহ্মণাশীষ, এই কথা বলিয়া যথাযোগ্য রকমে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সভাসদদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন।

কালিদাসের বনভ্রমণ ও সিদ্ধ হওয়া।

কালিদাস নিবিড় বনমধ্যে থাকিয়াও এক স্থানে অবস্থিতি করিতেন না। কারণ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিলে পাছে কখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় এই ভয়ে সর্ব্বদা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেন, লোকালয় সকল ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন নিবিড় বনমধ্যে থাকিয়াও মানসিক শান্তিলাভ করিতেপারেন্ নাই, সর্ব্ব-দাই তাঁহার অন্তঃকরণে স্বীয় পত্নী কৃত অপমানের বিষয় জাগরূক থাকিত। তিনি আপনার নিকটও আপনাকে লজ্জিত ও অপ-মানিত বিবেচনা করিতেন। দিবারাত্রি এই একমাত্র বিষয়ের

চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মানসিক বৃত্তি সমূহের অপূর্ব্ব দৃঢ়তা জন্মিয়াছিল, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। অবশেষে কালিদাস চিন্তা করিয়া স্থিরকরিলেন যে যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন এই অপমানজনিত ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব না। অতএব এ জীবন সরস্বতী দেবীর সম্মুখে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়, এই প্রকার সংকল্প স্থির করিয়া, তিনি স্নানাহার পরিত্যাগ করিয়া ঐ বনমধ্যে নিবিড়তম প্রদেশে বিচরণ করিতে থাকেন, আরও মনে করেন যে সরস্বতীর নিকট খুন হইব, এখন দৈবী কৃপাবশতঃ একদিন অমাবশ্যা রাত্রিতে তিনি বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অন্ধকারে এক পর্ণকুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কিছুই দেখিতে পান না, ও অনাহারে শরীর নিতান্ত অবসন্ন থাকায় দৈবাৎ ঐ কুটীরের কোন স্থান দ্বারা আঘাত লাগায় হঠাৎ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন, পরে হস্ত দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, তিনি কুটীরের আঘাতে পতিত হইয়াছেন, তখন পাছে কুটীর বাসির সহিত সাক্ষাৎ হয় এই ভয়ে সত্বর তথা হইতে পলায়ন করিলেন এবং পলায়ন সময় শুনিতে পাইলেন যে ঐ কুটীরের অভ্যন্তরে একটী মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে।

যথা—

ওঁ, ঐঁ, হ, স, ক, হঃ, সহ্রীঁ বসিন্যাদি অষ্ট নায়িকা সহ বাগ্‌ বাদিন্যৈ নমঃ।

তখন বুঝিতে পারিলেন যে ঐ কুটীরের মধ্যে কোন মহাপুরুষ নিদ্রাবস্থায় নীল সরস্বতীর সিদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, এখন ঐ মন্ত্রধ্বনি শুনিবামাত্র, ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, আরও মনে করিলেন যে পিতা বাল্যকালে এই মন্ত্র শিক্ষা দিতেন আর আমিও এই মন্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলাম, তবে এত দিন কি

জন্য ঐ মন্ত্র বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি, যাহা হউক এক্ষণে এই মন্ত্র প্রকৃষ্টরূপে আদ্যোপান্ত স্মরণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় প্রাণপণে ঐ সিদ্ধ মন্ত্র সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, ক্রমশঃ ঐ সিদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, ।" এবং আসনে বসিয়া ঐ মন্ত্র সাধনা করিবেন মনে স্থির করিয়া নিবিড় বন মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, দৈবযোগে, এক রজস্বলা চণ্ডালিনী ঐ বনমধ্যে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার মৃত দেহ বিনষ্ট না হইয়া বিকৃতভাবে সেই বনমধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, কালিদাসের পূর্ব্ব পুণ্য প্রভাবে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়া ঐ ঘোর অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া তিনি সেই চণ্ডালিনীর শবদেহের উপর আসন করিয়া বসিলেন, আর বুঝিতে পারিলেন না যে তিনি একটা মৃত মনুষ্য দেহের উপরে আশন করিয়াছেন, আবার তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে সেই অমারজনীর মহা নিশা উপস্থিত। তিনি মহা নিশা সময়ে শবাসনে আসন করিয়া একান্ত আন্তরিক দৃঢ়তা সহকারে নীল সরস্বতীর উক্ত মহা মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তবে উপাসকগণ মন্ত্র সিদ্ধি প্রয়াসে জপে প্রবৃত্ত হইলে, যে সকল বিভীষিকা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং যাহাতে ভীত হইয়া জপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত বিভীষিকাই ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু কালিদাস তাহাতে কিছুমাত্র ভয়যুক্ত বা বিচলিত চিত্ত না হইয়া পূর্ব্ববৎ উক্ত মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, আর চিত্তের একাগ্রতা ও আন্তরিক ভক্তির প্রভাবে উত্তর সাধনের সাহায্য ব্যতিরেকে ও মন্ত্র সাধন করিয়া কার্য্যে পরিণত হইলেন ?

পরে ঐ অমানিশা প্রভাতা হইলে যখন পূর্ব্বদিক অরুণ কিরণে উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল, তখন ভগবতী নীল সরস্বতী

কালিদাসের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কালিদাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।

বৎস! তুমি পূর্ব্ব জন্মে অতিশয় আগ্রহের সহিত আমার উপাসনা করিয়াছিলে, কিন্তু তোমার পাপ অল্প মাত্র অবশিষ্ট ছিল, সেই জন্যই তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে পার নাই, সম্প্রতি বিবাহ সংস্কারে তোমার ঐ অবশিষ্ট পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় এখন সেই জন্যই তুমি পূর্ব্ব জন্মে যে মন্ত্র জপ করিয়াছিলে এক্ষণে সেই মহা মন্ত্র লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছ, আর আমি তোমাকে বর প্রদান করিবার জন্য তোমার সম্মুখে আসিয়াছি।

চক্ষু উন্মীলন করিলেই দেখিতে পাইবে তোমার সম্মুখে সারস্বত কুণ্ড রহিয়াছে, অগ্রে ঐ সারস্বত কুণ্ডে স্নান করিয়া আইস, পরে আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা করিয়া লও।

কালিদাস চক্ষু উন্মীলন করিয়াই মূর্ত্তিমতী ভগবতী নীল সরস্বতীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার নয়ন যুগল ও অন্তঃকরণ আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, ও আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু দেবীকে অগ্রে প্রণাম না করিয়াই দেবীরআদেশ মতে স্নানার্থে সারস্বত কুণ্ডে প্রবেশ করিলে, এ কুণ্ডের জলে অবগাহন করিয়া দেবী ভগবতী নীল সরস্বতীর চরণে অর্পণ করিবার জন্য দুই হস্তে ২টী রক্ত পদ্ম তুলিয়া লইলেন, তখন দেবী কহিলেন পদ্ম ঐস্থানে রাখিয়া ডুব দেও, ডুব দেওয়ার পর আমি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি তাহার উত্তর হইলে স্নানান্তে উঠিয়া আসিবে, তৎসময়ে দেবী বলিলেন যে ডুব দিয়া যাহা পাইবে তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, এই কথা বলিয়া ডুব দিতে বলিলেন, কালিদাস ডুব দিয়া যাহা পাইলেন, তাহা তুলিলে, দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কি তুলিলে, তদুত্তরে কালিদাস বলিলেন যে 'পাঁক।'

দেবী। আবার ডুব দেও।

কালিদাস পুনর্ব্বার ডুব দিয়া উঠিলেন।

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি তুলিলে।"

কালিদাস। 'পঙ্ক।'

দেবীর আদেশ অনুসারে পুনর্ব্বার ডুব দিয়া একটি পদ্ম তুলিয়া লইলেন।

তখন দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে "কি তুলিলে।"

কালিদাস বলিলেন যে 'পঙ্কজ।'

দেবী কহিলেন যে পুনর্ব্বার ডুব দিয়া উঠে আইস এই কথার পর যখন কালিদাস ডুব দিয়া উক্ত পঙ্কজত্রয় লইয়া উঠিয়া আসিবার সময় কালিদাসের মুখ হইতে কবিতা নিঃসৃত হইতে লাগিল, এবং তাহা পাঠ করিতে করিতে উঠিয়া আসিলেন।

যথা—

তরুণ সফল সিন্দো র্ব্বিভ্রতি শুভ্রকান্তিঃ।
কুচ ভর নমি তাঙ্গী সন্নি ষন্না সিতাব্জ॥
নিজকর কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ।
সকল বিভব সিদ্ধিঃ পাতুবাগ্দেবতানঃ॥

এই স্তব পাঠ করিতে করিতে যখন পদ্ম তিনটী লইয়া ভগবতীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন হটাৎ তাঁহার মুখ হইতে কবিতা নিঃসৃত হইল।

যথা—

পদ্ম মিদং মম দক্ষিণ হস্তে।
বামকরে লসদুৎপল মেকং॥
ব্রূহি কি মিচ্ছসি পঙ্কজ নেত্রে।
কর্কশ নালম কর্কশ নালম॥

অর্থ। আমার দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্ম ও বাম হস্তে একটি প্রস্ফুটিত উৎপল, হে পঙ্কজ নেত্রে, আপনি কোনটি ইচ্ছা করেন, এই কণ্টকিত নাল না অকণ্টক নাল উৎপল।

দেবী বলিলেন,

বৎস, তোমার যাহা ইচ্ছা আমার ও তাহা ইচ্ছা' কালিদাস ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে স্ত্রী জাতির দক্ষিণ অঙ্গ সূর্য্যাত্মক এই হেতু তাহা পুরুষ প্রধান ও বাম অঙ্গ চন্দ্রাত্মক এই জন্য তাহা স্ত্রী প্রধান ও এই কারণে তিনি দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া প্রথমে দেবীর বামচরণে অকণ্টক লাল পদ্ম অর্পণ করিয়া পরে দক্ষিণ চরণে কর্কসা লাল উৎপল প্রদান করিলেন।

দেবী বলিলেন "বৎস বরং বৃণু"

বৎস বর প্রার্থনা কর॥

কালিদাস তখন বর্ণজ্ঞানশূন্য মূর্খ নহেন, তিনি কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিলেন,

"মাত" "মহাবিদ্যাং মহ্যং দেহি"।

মাত! "আমাকে মহাবিদ্যা দান করুন,

দেবী কহিলেন "বৎস কালিদাস, আমিই মহাবিদ্যার অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমার সংকল্প সাধন করিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে তোমারে দান করিলাম, অদ্য হইতে আমি তোমার জিহ্বাগ্রে বাস করিব, যখন তুমি ইচ্ছা করিবে তখন আমার এই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারিবে, কিন্তু "বৎস কালিদাস, তুমি আমাকে "পঙ্কজ নেত্রে, বলিয়া অতি অন্যায় করিয়াছ, আরাধ্যানায়িকার চরণ হইতেই বর্ণনা করাই সাধকের কর্ত্তব্য। ও সামান্য নায়িকার মুখ হইতে বর্ণনা করিতে হয়, তুমি অগ্রে আমার চক্ষু বর্ণনা করিয়াছ, তাহাতে মুখেরই বর্ণনা করা হই-

য়াছে অতএব তুমি সামান্য বনিতায় আসক্ত থাকিয়া জীবন শেষ করিবে?

কালিদাস এই নিদারুণ কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দেবীর পদদ্বয়ের প্রতি অধোবদনে স্থির চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। দেবী "বরপুত্র কালীদাসকে বিষণ্ণ দেখিয়া স্বয়ং অঞ্জলি করিয়া সারস্বত কুণ্ডের জল আনয়ন করিলেন, বৎস, দুঃখিত হইও না, পুটক প্রস্তুত করিয়া এই জল পান কর আর সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে প্রতিগমন কর।

মাতা কখনও পুত্রের অপরাধ গ্রহণ করেন না। কালিদাস বৃক্ষ বল্কলের একটি পুটক প্রস্তুত করিয়া ভগবতীর প্রদত্ত জল লইয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ পান করিয়া অবশিষ্ট জল অভিমানিনী পত্নীর নিমিত্ত রাখিলেন।

কালিদাস জল গ্রহণ করিলে দেবী ভগবতী নীল সরস্বতী কালিদাসের মস্তকে করার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। কালিদাসও দেবীকে যথাযোগ্য রকমে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া হৃষ্টচিত্তে সারস্বত কুণ্ডের জল লইয়া নিবিড় কানন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেশাভিমুখে গমন করিলেন।

কালিদাসের গৃহে প্রত্যাগমন।

তখন কালিদাস, অভিমানিনী সত্যবতী পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ মানসে দেবী ভগবতী নীল সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমশঃ দেশাভিমুখে গমন করিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন যে আমি আর দা, কুঠার প্রভৃতির কালিদাস নহি, এখন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বিচার করিবার জন্য রাজাকে বলিব। আরও মনে করিতেছেন যে রাজবালা সত্যবতী, তো, আমাকে অপমান করে নাই, বরং উপকার করিয়াছে,

স্ত্রীপুরুষের বিবাদ বা হাতা হাতি কি লাতা লাতি সর্ব্বদা সকল ঘরেই হইয়া থাকে তাহাতে অপমান জ্ঞান না করিয়া বরং শ্লাঘ্য বিবেচনা করা উচিত, এই রকমে বিবিধ প্রকার চিন্তা করিতে করিতে দুই কি ততোধিক দিনের পর নগরে আসিয়া পদার্পণ করিলেন যখন নিবিড় বন ত্যাগ করেন তখনি রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সারস্বত কুণ্ডের জল পান করাইয়া নিজ দুঃখ সকল পরিচয় করিবেন ইহা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয় হেতু তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিল। তখন কালিদাসের চেহারা সকল রকমে ভিন্ন প্রকারের হইয়া উঠিয়াছে। তবে কালিদাস রাজবাটী খুজিয়া লইতে পারিলেন বটে কিন্তু কালিদাসকে বরপাত্র বলিয়া যে কেহ বিশ্বাস বা চিনিতে পারিবে এমত ভাব কালিদাসের কোন অংশেই নাই, তখন সন্ন্যাসী একজন রাজবাটীতে আসিয়াছে বলিয়া অনেকে জানিতে পারিয়াছেন। কালিদাস যখন রাজবাটীতে পৌঁছিলেন তখন বেলা ৩ ঘটীকা মাত্র, বর্ষাকাল, মহারাজ সদর দরজার উপর নহবত খানার পার্শ্বের বারান্দায় পাইচারি করিতেছেন এমন সময় কালিদাস রাজার সম্মুখে গেলেন, কালিদাসকে দেখিয়া যোগী বিবেচনা করিয়া রাজা প্রণাম করিলেন, তখন কালিদাস সুবিধা পাইয়া বলিলেন যে মহারাজ আমি আপনকার জামাতা। সত্যবতী রাজবালার সহিত বিগত বর্ষে ১৬ই বৈশাখ তারিখে আমার পাণিগ্রহণ হইয়াছিল তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ যোগাভ্যাস বাকী থাকা প্রযুক্ত সিদ্ধ হইবার জন্য দেবী ভগবতীর নিকট গমন করিয়াছিলাম, অদ্য তিন দিবস হইল দেবীর আদেশ মতে সারস্বত কুণ্ডের জল লইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছি এক্ষণে এই জল সত্যবতীকে খাওয়াইয়া দেওয়ান আমার একমাত্র অভিলাষ, তাহা হইলে বিদ্যাবিষয়ে

বিশেষ নিপুণ হইবেন, আর রোগ শোক থাকিবে না এবং শরীর সর্ব্বদা সচ্ছন্দে থাকিবে এই কথা রাজার সম্মুখে প্রকাশ করায় রাজা অত্যন্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইলেন কেননা একটি সন্ন্যাসী রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে বলে কি না আমি আপনকার জামাতা কিন্তু মনে মনে যাই ভাবুন বাহ্যিক কিছু না বলিয়া কেবল মাত্র এই বলিলেন যে এ বিষয়ের প্রমাণ আবশ্যক আর তুমি যে বিদ্যা বিষয়ে সিদ্ধ হইয়াছ তাহারও বিচার কর্ত্তব্য। এই কথা রাজা ব্যক্ত করা মাত্রেই তৎক্ষণাৎ কালিদাসের হস্তে যে, বিবাহের অঙ্গুরীয় ছিল, তাহা রাজার সম্মুখে দাখিল করিয়া দিলেন, আর বলিলেন, যে, যেখানে যত পণ্ডিত মণ্ডলী আছেন তাঁহাদিগের সংবাদ দিয়া আনয়ন করান, পরে দিন ধার্য্যমতে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইব। এই বলিয়া সারস্বত কুণ্ডের জল হস্তেই ছিল তাহা লইয়া কালিদাস উঠিলেন, রাজা বলিলেন আপনি উঠিলেন যে?

মহারাজ,এক্ষণে বসিয়া কি করিব? অগ্রে সপ্রমাণ ও বিচার না হইলে আমি, ছদ্মবেশী ডাকাত, কি সন্ন্যাসী, অথবা জামাই তাহা অগ্রে স্থির হউক তবে রাজসভায় বসিয়া শ্রীচরণ সেবা পুর্ব্বক কথা বার্ত্তা কহিব, তখন রাজা মনে করিলেন কি জানি যদি জামাই হয়, তবে অযত্ন করা ভাল হয় না এই প্রকার মনে মনে ভাবিয়া বলিলেন যে আপনকার বাসস্থান রাজসংসার হইতে স্থির করিয়া দেওয়া যাইতেছে, আপনি স্থির হউন, এই বলিয়া সন্ন্যাসীর বাসস্থান স্থির করিয়া দিবার জন্য রাজা মন্ত্রীদিগকে আদেশ করিলেন, তখন কালিদাস বা সন্ন্যাসী রাজপ্রদত্ত বাসায় অবস্থিতি করিতে থাকিলেন।

এই প্রকার ঘটনার পর ক্রমে রাজকুমারীর সমীপে খবর হইল, কেহ বলে তোমার স্বামী আসিয়া রাজ সভায় উপস্থিত

হইয়াছেন, কেহ বলে না একটা সন্ন্যাসী আসিয়া রাজার নিকট বসিয়া আছে, আবার কেহ বলে যদি সন্ন্যাসী হইবে, তবে অঙ্গুরীয় পাইল কোথায়, অনেক দিন গত হয়েছে বলে যাই বল, কিন্তু ও সন্ন্যাসী নহে. ও সত্যবতীর ভর্ত্তাইবটে, তাহা না হলে রাজার নিকট কেউ বলতে পারে, যে আমি তোমার জামাই এত দিন তো কেউ বলেনি ভাই। তবে লোকটা ভদ্রবলে জামাই সাজ সেজে না এসে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই অর্থাৎ দাড়ি নক চুল ফেলে আসিনি আর বনের মধ্যে যখন সিদ্ধ হতে গিয়েছিল, বলছে, তখন সেখানে কোথায় বা নাপিত, যে উহার দাড়ি ফেলিবার জন্য বসে আছে, এও কখন সম্ভব হয়। এদিকে কালিদাস, প্রাণপ্রিয়ে প্রাণপ্রিয়ে করে অস্থির হয়ে সারস্বত কুণ্ডের জল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বসে আছেন, কি করেন কিছুতেই অভিমানিনী পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছেন না, এবং দর্শনেরও কোন উপায় লক্ষ করিয়া পাইতেছেন না। এই রকমে সে দিবা কাটিয়া গেল, কিন্তু বিভাবরী আর কাটে না, তবে কালিদাসের গাহনা শক্তি ছিল এবং বিবাহের রাত্রিতে অনেক গান গাইবেন বলে মনে মনে ঠিক করিয়া রেখেছিলেন কেবল ব্রাহ্মণের অদৃষ্টবশতঃ মেগের লাতি খেয়ে এত দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়ে ছিলেন, কেননা বামনের কপাল পাথর চাপা। সে জন্য দেবী ভুগবতীর নিকট স্তব করিতেছেন আর মধ্যে মধ্যে শ্যামাবিষয়ক গান গাইতেছেন, তাহাতে অন্যান্য লোক সকল যাহারা তাঁহার নিকট আশ্চর্য্য সন্দর্শনে যাইতেছেন তাহাদিগের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন এবং বিবিধ প্রকার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে হা সত্য, যো সত্য, করিয়া ভুপৃষ্ঠে পতিত হচ্ছেন, আবার কখন বা তাড়াতাড়ি উঠে বসচেন, হল, কখন বা ঘরের বাহিরে

চলে গেলেন। সুতরাং তখন ত অভিমানিনী পত্নীর লাতির ঘা শুকিইয়ে গেছে, কাজে কাজেই আমার পত্নী সত্যবতী বলিয়া অস্থির হইতে পারেন, তবে বিচার বা সপ্রমাণ না হইলে কোন কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাথাকায় ঐরূপ প্রলাপ চলিতেছে। ওদিকে মায়াবতী অভিমানিনী সত্যবতী সখিদিগের ডাকিয়া বল্লেন, যে তোরা একবার বাইরে গিয়ে দেখে আস্তে পারিশ, যে কথাটা কি, এই বলে প্রিয়তমা সখিকে, সন্ন্যাসী বা কালিদাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, সখি নিকট যাইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তখন কালিদাস শ্যামাবিষয়ক গান আরম্ভ করিয়াছেন।

যথা,

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কালী, কুল কুণ্ডলিনী, শক্তি সঞ্চারিণী,
মূলাধার বিরাজিনী,
সাধ্যত্রি জড়িতা হয়েগো নিদ্রিতা
আর কত কাল রবে জগন্মাতা,
অগ্নি বায়ু তাপে হও জাগরিতা
তড়িতা ভুবন মোহিনী।
মেরু বাহ্যেতে পিঙ্গলা ঈড়া মধ্যস্থলা
সুষুম্না ত্রিগুণ ধারিণী।
রূপে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি অন্তরে ধমনী,
অসনির মাঝে চিত্রিণী,
মধ্যে ব্রহ্ম নাড়ী জ্ঞানানন্দ সমা
ব্রহ্মদ্বার মুখে শোভে অনুপমা,
সে পথে শঙ্করী চক্র ভেদ করি
উঠ মা মুক্তি প্রদায়িনী।

আছে গুহ্যে মূলাধার চতুর্দ্দল তার
সাধিষ্ঠান উর্দ্ধ মূলে,
ক্রমে ষড়দল পদ্মে পরে নাভি মধ্যে
মণিপুর দশ দলে।
অনাহতে চলে হৃদয় কমলে,
দ্বাদশ দল পদ্মে জীবাত্মা যে স্থলে
কণ্ঠে বিশুদ্ধাক্ষে ষোড়শ দলাক্ষে
ললাটে হও প্রকাশিনী।
ত্যজে দ্বিদল আজ্ঞাপুরী জীব সঙ্গে করি
এস সহস্র দল কমলে,
লইয়ে ক্ষিতি জল অনল অনিল বিমল
আকাশাদি ভূত সকলে,
শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ আর,
দশেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার,
তাহাতে প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশতি
তত্ত্বে তত্ত্ব লয় কারিণী।
ভূত শুদ্ধি সমুদ্যোগে পরম শিব যোগে
সম্মিলনে করি সুধা পান,
ভক্তের অভীষ্ট সাধনে অমৃত বর্ষনে
নিজ স্থানে করি অধিষ্ঠান,
দিন হিনের জ্ঞান নাহি কোন তন্ত্রে,
সাধনা বিহিন গুরু দত্ত মন্ত্রে,
সগুণে তারিণী, থাকি হৃদি যন্ত্রে
ভবে ত্রাণ কর তারিণী ॥ ১ ॥

গান শেষ হইলে কালিদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে আপনি কে, তদুত্তরে সখি কহিল, আমি রাজকন্যার সখি, এই কথা

বলাতে কালিদাস পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি আমাকে চিনিতে পার? সখি কহিল, না। তার পর সখি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? তাহাতে কালিদাস আপন কথা সকল বিস্তারিত বলিয়া বলিলেন যে, সত্যবতী আমার অদর্শনে আপনার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞানে জীবনযাত্রা এক প্রকার শেষ করিয়া বসে আছেন নাকি, যাহা হউক বেঁচে আছেন, তো,, তখন সখি বলছে আহা, দিদির যেমন রূপ, তেমনি গুণ, সে সকল আপনি বিহনে কোথায় শুকিয়ে গেছে, আপনিও তো দাড়ি টাড়ি রেখে এক রকম হয়েছেন।

কালিদাস। দাড়িই যদি না থাকবে তবেকি আমার বাইরে থাকতে হয়। তাহলে তোমার দিদির শ্রীচরণের ছুঁচ হয়ে এত-ক্ষণ কিচ্ কিচ্ করিতাম্।

সখি। আপনি কোন বনে এত দিন ছিলেন।

কালিদাস। নিবিড় কাননে ছিলাম।

সখি। আপনি হটাৎ নিবিড় কাননে কি জন্য গেলেন, এখানে কোথায় জামাই আদরে জামাই হয়ে খাবেন দাবেন, থাকবেন, তা, না, বিয়ের রাত্রিতেই কি চলে যেতে হয়, এইকি জামায়ের কাজ।

কালিদাস। তোমার দিদির লাথির জ্বালায় ছুট্ ফটিয়ে লোকালয় ত্যাগ করে নিবিড় বনমধ্যে ছিলেম, তাও এক জায়-গায় থাকতেম না, কেননা কি জানি যদি তোমার দিদি ওখানে যাইয়াও আবার লাথি মারেন সেইজন্য সর্ব্বদা একস্থানে থাক-তেম না এখন লাথির জ্বালা থেমেছে বলে তোমার দিদির বিরহানলে বারি সিঞ্চন করিতে এসেছি।

সখি। দিদিঠাকুরণ ভেবে, কেঁদে, মোহ হয়ে, একেবারে কিছু ছিলেন না সেই রাত্রে রাজা, রাণী, এসে তবে কত করে বেচেছেন। এখন শরীর কিছুমাত্র সোধরাইনি।

কালিদাস। যদি এ ঘটনাই হয়েছিল তবে সেইটে আগে ভাবিলিইতো ভাল ছিল, যাহক্ তাতে আমার লাথি খাওয়া সার্থক হয়েছে।

সখি। ওসব কথা ছেড়ে দেন্ না, স্ত্রী পুরুষে কোথায় কি হলো সে সব কি ধরতে আছে।

কালিদাস। তাই ভেবেইতো বন ত্যাগ করে তোমার দিদির লাথি খাবার জন্য রাজবাড়ীতে উমেদার হয়েছি।

সখি। রাজা কি বল্লেন।

কালিদাস। রাজা যা বলুন তোমার দিদিঠাকুরণ কি বলেন, আমায় নেবেন, না, আর একটা চেষ্টা করছেন সেই টা তুমি ঠিক করে বল দেখি। আমার প্রাণতো সহজেই সাঁসে জলে, বিশেষ শ্বশুর বাড়ী এসে বাইরে থেকে বিভাবরী শেষ করা জ্যান্তে মরার ন্যায় বেঁচে থাকা মাত্র।

সখি। আহা আমাদের দিদিঠাকুরণ একবার এদিক এক-বার ওদিক করে বেড়াচ্চেন আর মনে মনে কতই চিন্তা করছেন তা আমরা বলে উঠ্তে পারিনে, তবে আপনার আগমন বার্ত্তা শুনে আজ্ তবু অনেকক্ষণ বসেছিলেন। তিনি আমাকে পা-ঠিয়ে দিলেন তাইতে আমি আপনার নিকটে এলেম, রাজবাড়ীর কাজ, হুকুম না হলে কি, কারু কোথায় যাবার যো আছে।

এই সব কথা কয়ে প্রথম সখি বাড়ির মধ্যে গেলেন কালিদাস বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন, প্রায় আধ্ঘন্টা তিন কোয়াটর পরে দ্বিতীয় সখির আগমন হইল। যথাযোগ্য জল খাবার লইয়া কালিদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল যে "রাণী মা" আপনাকে জল খাবার পাঠাইয়া দিয়াছেন। তদুত্তরে কালিদাস বলিলেন যে "রাণী মা কে" আমার প্রণাম জানাইবে আর বলিবে যে প্রমাণ ও বিচারের জন্য সভা প্রস্তুত

হইতেছে প্রমাণ ও বিচার হইলে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিব।

প্রমাণ, "আমি দিয়াছি" বিবাহের অঙ্গুরীয় অপেক্ষা অধিক প্রমাণ আর কি চাই। তবে বিচারের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, ?

দ্বিতীয় সখি। আপনাকে খোঁজ করার জন্য কত দেশে কত লোক জন গিয়াছিল, কিছুতেই আপনার সন্ধান হয় নাই। আপনি ভাল করিয়াছেন, আসিয়া রাজকন্যার জীবন রক্ষা করিয়াছেন নচেৎ আর এ রকম কিছুদিন থাক্‌লে বোধ হয় বড় বেশী দিন বাঁচ্‌তে হত না।

কালিদাস। আমি এসেই বা কি কল্লাম আর না এসেই বা কি করতাম, আমার যে সুখ সেই সুখই রহিল। তবে শোন কোন দেশে এক গৃহস্থ ছিলেন তিনি বড় গরিব প্রত্যহ মুশুরডাল ভিন্ন অন্য কোন ডাল বড় তাহার জুড়ত না এখন একদিন মনে করিলেন যে আজ শ্বশুর বাড়ি গমন করিব। তাহা হইলে অবশ্য ভাল খাওয়া দাওয়া হইবে, এই ভাবিয়া সকাল সকাল কাপড় পরিয়া শ্বশুর বাড়ি চলিলেন। শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় নদী পার হইয়া যাইতে হয়, কি করেন কোন রকমে পার হইয়া শ্বশুর বাড়ী গমন করিলেন, ক্রমে রাত্রি অধিক হইল আহারাদির আয়োজন হইয়াছে বলিয়া খবর দিলে আহার করিতে চলিলেন আহার করিতে বসিয়াছেন বসিয়া দেখিলেন, যে, বাটীতে মুসুরডাল পাইয়াছেন। তখন হাত ধৌত করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে গলদশ্রু লোচনে ঐ মুসুর ডালকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহাশয়, আপনি কি আমার অগ্রে পার হইয়াছিলেন এই কথা বলিয়া প্রণাম হলেন। সখি আমারও সেই প্রকার অদৃষ্ট।

দ্বিতীয় সখি। যদি কোন স্থানে জাহাজ ডুবি হয় আর জল মগ্ন আরোহী এক খানি ছোট তক্তা ভাসতে দেখে, দেখিলে ঐ আরোহির মনে যেমন কতকটা জীবন রক্ষার আশা জন্মে সেইরূপ আপনকারও জানিবেন, আপনি ভাবিবেন না আপনি জামাই বাবু আপনার পরিচয় পেলে রাজা কি, আপনাকে রক্ষা করিবেন না, ছেড়ে দেবেন, যে জামাইয়ের জন্যে দেশ বিদেশে লোক জন পাঠাইয়া খুঁজিয়াছেন সেই জামাই ঘরে বসে পেয়ে কি ছেড়ে দেবেন এও কি কখন হয়।

কালিদাস। তোমার কথা শুনে আমার মন অনেক সুস্থ হইল কিন্তু ধৈর্য্য মানে না আমি উপবাসি ছার পোকার মত আর উঠতে বসতে পারছিনা। তোমরা সকলে একটু দয়া প্রকাশ কর বলে, মনে করলেম্ যে অনেক ক্ষণ কথা কওয়াতে শোকের কতকটা লাঘব হলো।

দ্বিঃ সখি। মা রাণী বলেছেন যে আপনার খাবার সমস্ত জিনিস রাজবাটী হইতে আপনার কাছে আসবে। আপনি এই খানে থাকুন আর কোথাও জাবেন না। তিনি রাজাকে বলবেন যে যত শীঘ্র হয় সভা প্রস্তুত হইয়া বিচার করাইবেন আপনি ব্যস্ত হইবেন না।

কালিদাস। ব্যস্ত হইয়া কি করিব যদি বরাতে থাকে তবে আবার সত্যবতীর লাথি খেতে পাব, নচেৎ এই সন্ন্যাসীই রহিলাম।

কালিদাসের সহিত সখিদিগের কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সেই স্থান দিয়ে অন্যত্র চলিয়া জান তখন কালিদাস নমস্কার করিলেন রাজপুত্র হুঃ দিয়া চলিয়া গেলেন ভাল করে কথা কহিলেন না বরং সন্ন্যাসী জামাই দেখে ঘাড় হেটকরে চলে গেলেন্।

নেড়ে চেড়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল প্রায় খাবা দাবার সময় হইতে চলিল, তখন একজন চাকরাণী আসিয়া আহারাদির স্থান করিয়া দিয়া গেল।

পরে একজন ব্রাহ্মণ আহারাদির দ্রব্যাদি সহ কালিদাসের নিকট আসিয়া আহার করাইয়া গেল। কালিদাস কি করেন যখন যে আসিয়া যাহা বলে কালিদাস অগত্যা তাহা স্বীকার না করিয়া কি করেন বিশেষ আহারের সময় আহার করিতেই হয় তবে শয়নের ব্যপার দেরি পড়িয়াছে বলিয়া সেইটেই বেশী ভাবনার কথা সুতরাং তাহাই ভাবিতেছেন। কাজেকাজেই কালিদাসের মন দারুণ সন্দেহে অত্যন্ত কাতরভাবে রহিল, বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কালিদাসের মন কিছু বিমর্ষ হলো অবাক হয়ে নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। "ভয়ানক নিস্তব্ধ" গভীর নিশীথ সময়ে সমস্ত জগৎ যেমন নিদ্রায় অভিভূত থাকে, প্রচণ্ড ঝড়ের পর মহা সমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন প্রশান্ত থাকে, নিদারুণ গ্রীষ্মকালে বায়ু সঞ্চালন বিরহিত আকাশ যেমন স্তম্ভিত থাকে বহু লোকের বাস গৃহে বর্ষা রজনীতে কোন ভয়ানক শব্দ হলে সেই গৃহ যেমন নিস্তব্ধ থাকে, কালিদাসের বাসগৃহ সেই প্রকার নিস্তব্ধ ভাবে রহিয়াছে। অনেক রাত্রিতে একটা চাকর এসে একটী আলো জেলে দিয়ে গেল, বোধ হয় সেটা ধর্ম্ম ভেবে দিল, আর সেই রাত্রিতে বাসায় চাবি কুলুপ আনাইয়া কালিদাসের ঘর বন্ধ করা হইল, কালিদাস কি করেন চুপকরে বসে আছেন। প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হলে ঘরের ভিতর মিস্ত্রির কল্যাণে নরদামা থাকায় তাহাতেই প্রস্রাব ত্যাগ করেন। ক্রমে রাত্রি সুপ্রভাত হইল। যার পক্ষে সুপ্রভাত তার পক্ষেই সুপ্রভাত কালিদাসের পক্ষে

কি, তাহা তখন, কি, কে বলিতে পারে। বেলা প্রায় ৮ ঘণ্টা তখন একজন খানসামা আসিয়া চাবি খুলিয়া দিলে, চাকি খোলা পাইয়া কালিদাস শৌচ ক্রিয়াদি সমাপনান্তে স্নান আহ্নিক নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সমাপন করিয়া রাজ কাছারীতে উপস্থিত হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময় রাজবাটীর পুরোহিত ও সভাপণ্ডিত দুইজনে একত্রিত হইয়া কাছারিতে আসিলেন। পুরোহিতের বয়স অতি অল্প দেখিতে সুশ্রী সুপুরুষ বটে, স্বর অতি কোমল, শরীরে অবশ্যই কিছু না কিছু গুণ থাকিবে, সভাপণ্ডিত মহাশয় প্রৌবণ পক্ষ দেখিতে স্থুলাকার ও উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, কথা বার্ত্তা নিতান্ত মন্দ নহে, কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে, নিবাস কোথায়, পিতার নাম কি এবং কি গোত্র ও কাহার সন্তান এতদিন যাবত কোথায় ছিলেন, কালিদাস তদুত্তরে সমস্ত কথার উত্তর দিয়া কহিলেন যে আপনারা কোন শাস্ত্র ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্যদ্বয় বলিলেন যে কেহ শাব্দিক, কেহ স্মার্ত, তখন কালিদাস সুবিধা পাইয়া প্রশ্ন করিলেন।

যথা—

"ভট্টস্য কট্যাং করট প্রবিষ্ট"

এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তখন শাব্দিক নব্য পুরোহিত বলিতেছেন ভট্ট শব্দের ষষ্ঠীতে ভট্টস্য কটী শব্দের সপ্তমীর একবচনে কট্যাং এই রকম গোঁ গাঁ করিয়া এক রকম শেষ করিলেন, পরে সভাপণ্ডিত মহাশয় বলিলেন ও ন্যায়ের কথা এই বলিয়া প্রশ্নের উত্তর শেষ করিলেন, রাজা দেখিয়া একটু হর্ষযুক্ত হইয়া বলিলেন যে ইনি গতকল্য এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, আর বলিতেছেন যে রাজকন্যা সত্যবতীর সহিত পাণিগ্রহণ রাত্রিতেই সিদ্ধ হইবার জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। এখন

যোগ সিদ্ধ হওয়াতে দেবী ভগবতীর আদেশ মতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

এই প্রকার কথা বার্ত্তা রাজ কাছারিতে বসে হতে লাগলো, হটাৎ পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি এতদিন যাবৎ কোথায় ছিলেন, কালিদাস একে একে সমুদায় অবস্থা বলিলেন, কিন্তু কথা বার্ত্তার ও মুখের ভাব দেখে পুরোহিত বুঝলেন যে কালিদাস অন্যমনস্ক, এবং কোন দুর্ভাবনায় অন্যমনস্ক" তাই দেখে, পুরোহিত জিজ্ঞাসা কল্লেন যে আপনি কিছু অন্যমনস্ক আছেন, কালিদাস তদুত্তরে বল্লেন যে বিশেষ অন্যমনস্ক, যেহেতু স্ত্রী, ধন পাওয়ার নিমিত্ত যখন বিচার আসলে এসেছে তখন অন্যমনস্ক না হইবার কারণ কি অবশ্যই হইতে পারে, কেবল থেকে থেকে সেই লাতি খাওয়ার কথাই মনে পড়ছে, তাতেই বোধ হয়, আপনি আমাকে অন্যমনস্ক দেখে থাকবেন।

আবার সভাপণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন যে আপনার আর কে আছেন তদুত্তরে কালিদাস বলিলেন যে আমার মা আছেন এবং জ্ঞাতি ও আত্মীয় স্বজন আছেন।

তুমি অগ্রে মায়ের নিকট না গিয়ে একেবারে যে শ্বশুর বাড়ী এলে এর কারণ কি তাহাতে কালিদাস বলিলেন সারস্বত কুণ্ডের জল সত্যবতীকে দেব বলে আর সত্যবতীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া বনে গিয়াছিলাম, তজ্জন্য তাহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত প্রথমে রাজবাটীতে আসিলাম পরে সত্যকে সঙ্গে লইয়া মায়ের নিকট যাইব "মা, জানেন আমি বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বনে গিয়াছিলাম তাহা তিনি জানেন না এবং অন্য কেহই জানে না এই কথা রাজা শুনিবামাত্র স্নেহভাবে বলিলেন, "আচ্ছা" তবে তুমি আমার বাড়ীতে থাক, খাওয়া পরা এইখানে চলবে, আর যাতে করে, তুমি কিছু কিছু পাও তাহার চেষ্টা করবো,

আজ কাল রাজসংসারে অনেক কাজ উপস্থিত আছে, আমিও এই রকম লোক একজন অন্বেষণ করছিলেম, কেমন্ কি বল থাকবে?

কালিদাস ঐ কথা শুনে কিছু আহ্লাদ বিবেচনা কল্লেন, যেন স্বর্গ হাতে পেলেন।

আজ্ঞা, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আশ্রয় দেন, তবে অবশ্যই থাকবো, কিন্তু শ্বশুর বাড়ী এসে বাইরে থাক্‌তে পারবো না।

এই সকল কথা বার্ত্তা চলছে এমন সময় কালিদাসের মামাশ্বশুর অর্থাৎ রাজার সম্বন্দি আসিয়া পৌছিলেন, এসেই জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মচারি মহাশয়ের নিবাস কোথায় এবং নামকি ও কাহার শিষ্য, তদুত্তরে কালিদাস বলিলেন যে আমি ব্রহ্মচারি বটে কেন না যখন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ তখন ব্রহ্মচারি বইকি, নিবাস পৌণ্ড্রগ্রামে নাম কালিদাস, শিষ্য দেবী ভগবতী নীল সরস্বতীর।

ক্ষণবিলম্বে সভাপণ্ডিত মহাশয় বলিলেন উনি মহারাজের জামাতা, মহারাজের শ্যালক হাস্যবদনে উত্তর কল্লেন "সে কথাটা যে মনেই ছিল না, এই কথা বলে হাস্‌তে হাস্‌তে "আচ্ছা বসো আস্‌ছি বলে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন"

প্রায় ২ ঘণ্টা পরে বাহিরে এসে বল্লেন তখন আর বিচার আচারের আবশ্যক কি তবে প্রমাণের প্রয়োজন বটে তা উনি যখন রাজ প্রদত্ত অঙ্গুরীয় দাখিল করিয়াছেন তখন ত এক রকম বিশেষ প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তবে আর বেশী প্রমাণ কি চাই, এই বলে আজ বেশী বেলা হয়েছে সব স্নান আহ্নিক করিতে গেলে ভাল হয় না ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর।

তখন কালিদাস উঠে বল্লেন আজ্ঞা বিচার আবশ্যক, প্রমাণ

যাহা দিয়াছি তাহার অতিরিক্ত দিতে অপারক। এই বলিয়া রাজ কাছারি হইতে উঠিয়া আপন বাসায় যাইতেছেন, এদিকে কাছারি ভাঙিয়া রাজ সভাসদ্‌গণ আপনাপন স্নান আহ্নিক করিতে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

কালিদাস যখন আপন বাসায় গমন করেন তখন মনে করিতে লাগিলেন, এই লোকটি অতি ভদ্রলোক, একে দেখে প্রথমে যাহা মনে হয়েছিল তাহা নয়, লোকের চেহারা এক রকম আছে, হটাৎ দেখলে এক জনকে আর এক জন বলে বোধ হয়, কিন্তু ইনি তাহা নন্ ইনি অতি সজ্জন,যাহা হউক ইনি যে আমারে অনুগ্রহ করে আশ্রয় দিবার চেষ্টা কল্লেন, এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য এইরূপ ভাবতে ভাবতে বাসায় এলেন, মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত যৎকিঞ্চিৎ আহার করে ক্ষণকাল বিশ্রাম কল্লেন, কালিদাসের আহার, নিদ্রা 'ত, এক বৎসর বন্ধ হইয়াছে, বিশেষ শ্বশুর বাড়ির আহারের আয়োজনের ক্রটি নাই, কিন্তু আহার করে কে? কতক্ষণের পর দেখিলেন একজন দাসী আসছে, তা দেখে কালিদাস বড় খুসি হইলেন, মনে কল্লেন যে বুঝি কপাল ফিরেছে, এই মনে করতে করতে দাসী এসে পৌঁছিল, কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? দাসী কহিল আমি রাজকুমারীর দাসী এই বলিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া বলছে। আপনার আহারাদি হয়েছে।

কালিদাস। আহার ত হয়েছে বিহারের খবর টা কি রকম, বলিতে পার? রাজবাড়ীর ভাতুড়ে হয়ে থাকতে হবে, এক লাতিতে এই পর্য্যন্ত হইয়াছে আর ২। ১ টা লাথি খেতে পার লেই বৃন্দাবন পার হয়ে মথুরায় গমন করি।

দাসী। তা কেন আপনি থাকুন, বসতে পেলেই শুতে পায়।

কালিদাস। থাকতে পারি কিন্তু রাত্রি হলে চাবিবন্ধ,

আর দিবাভাগে এই লোকলজ্জা এ কতদিন সহ্য করবো তোমার দিদিঠাকরুণ আমার কথা কিছু বলেন না সন্ন্যাসী ভাবিয়া আপন গৌরবে বসিয়া নিজের কাজ চালাইতেছেন।

দাসী। দিদিঠাকরুণ ভেবে ভেবে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন, আবার কদিন ব্যাম হয়েছিল একে ত খান্না দান্না তাতে আবার কদিন জ্বর হয়েছিল, তবে আপনার নাম শুনে একটু হাসি খুসি মতন আছেন, আপনি কত আহ্লাদের সামগ্রী।

কালিদাস। আহ্লাদের জিনিস হলে কি এই রকম দুর্দ্দশা হয়, নাড়ীর টান হলে অবশ্য একরকম হত না কি। তোমাদের ত খুব ভালবাসা, এ সহরের বুঝি এই রকম ভালবাসা জামাই, ব্যাই এলে এইরূপ ব্যবহার করে থাকে?

দাসী। আপনি জামাই বাবু আপনার মান কোথায় যাবে, তবে আপনি অনেক দিন অনুদ্দিস্থ ছিলেন চেহারা আর একরকম হয়েছে সেই জন্য রাজা সন্দেহ করে বিচার আমলে এনেছেন তাহাতে আপনার ক্ষতি কি আপনার ত ভালই হল।

কালিদাস। বিবাহের আগেই ত লোক পরীক্ষা দেয় আমার ভাগ্যে কি আগে পাছে ২ বার দিতে হল, বামনে কপাল বলে বুঝি এ রকম ঘটনা হল, বটে।

দাসী। আপনি তো আগে পরীক্ষা দেন নাই মধ্যস্থ ছিলেন, তা সেই মধ্যস্থই আছেন আপনি ত সকলের উপর, তা কি হয় ২।১ দিন দেখুন না কেন, ঝোলতো পালাচ্চে না, হাড়িতেই রান্না তুইয়ারি আছে।. সময় হলেই খেতে পাবেন।

কালিদাস। সখি খাবার জন্য চিন্তা করি না যখন প্রথম রাত্রিতেই লাথি খাইয়াছি তখন শেষ রাত্রিত হাতে আছে আর, কত খাব, তবে কথাটা কি একবার ভাল করে তোমার দিদিকে

জিজ্ঞাসা কর যে বিচার অন্যান্য পণ্ডিতের সঙ্গে না করিয়া তোমার দিদির সঙ্গে বিচার করিলেই ত ভাল হয় এবং তা হলে বুঝতে পারবেন্ আমি মূর্খ কি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।

দাসী। আপনি থাকুন আজ্ গে রাজার মন নরম হইয়াছে আর রাণী বলছেন যে আর বিচার আচারে আবশ্যক কি, নাম ধাম ও পরিচয় লইয়া জামাই ঘরে আনিলেই ত হয়।

কালিদাস মনে মনে হাস্‌ছেন আর বলছেন বেলা অব-সান হলো, এই রকম বলছেন এমন সময় দীর্ঘকায় মূর্তিবিশিষ্ট অন্ত দন্ত বিহিন হাঁপাতে হাঁপাতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন হয়ে বল্লেন, আমি তোমায় কত খুঁজিছি কিছুতেই সন্ধান করিতে পারি নাই।

দাসী। প্রণাম করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন কালিদাসের সহিত দীর্ঘকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচয় হইতে লাগিল এবং কালিদাস বল্লেন যে আপনারা ব্যাগ্র হইয়াছিলেন বলিয়া আমি আপনাদিগের চিত্ত সুস্থির করিবার জন্য আসি-য়াছি বটে, কিন্তু আমার চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইতেছে।

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, কালিবাবু দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর তোমারি সব, তুমিও সকলের। কালিদাস বল্লেন, বটে কিন্তু এরকমে কদিন থাকব, আর ভাবতে বা এরূপ কষ্টে থাকতে আর পারছি না। খেয়ে দেয়ে একটু ঠাণ্ডা হইবটে কিন্তু চিন্তা কিছুতেই তফাৎ হয় না। এই প্রকার ভাবতে ভাবতে কালিদাস অচৈতন্য হলেন, কারণ অনেকদিন যাবৎ ফল মূল ও জল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন কদিন রাজবাটী আসিয়া আহারাদি অতি-রিক্ত রকমে হওয়ায় শারীরিক কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়েছেন। অপ-বিচিত কয়েকজন লোক কাছে বসে ছিল, তাহারা কালিদাসকে কিঞ্চিৎ চেতন অবস্থা দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন "কিগো ঘুম

ভাঙ্‌লো" গত রাত্রিতে অত বেএক্তার হয়েছিলে কেন, অত করে কি খেতে হয়, ভদ্র সন্তান, অমন করাটা কি ভাল, বিশেষ ব্রাহ্মণের ছেলে, লোকে শুনলে বলবে কি ?

কালিদাস তো শুনে হতজ্ঞান, বোল্লেন আপনারা কি বল-ছেন, আমিত কিছুই বুঝতে পারছি না, কি করেছি, তাহারা উত্তর করিল, বাকী কি রেখেছ, আমি তোমার শ্বশুরের মুখে সব শুনেছি, এতেই কি তুমি স্ত্রীধন পাইবে, এই কথা বলে ব্রাহ্মণ কয়েকজন চলে গেল, কালিদাস মনে মনে কতই ভাবছেন কখন মনে কচ্চেন এরা দস্যু, কখন বা মনে কচ্চেন এরা তামাসা করিল, কখন বা মনে কচ্চেন কি, না, জানি, কি, দাসী দিগের কথায় একটু মন আশ্বস্থ হয়েছিল কিন্তু লোক কটির কথায় একেবারে অগাধ সমুদ্র মধ্যে পতিত হলেম। ক্রমে দিবা অবসান হইল সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন, এদিকে বর্ষাকাল দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘ আকাশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়্‌লো, পশ্চিম দিকে ঝড় উঠলো, অল্প সময় মধ্যে অতিশয় ঝড় হলো, আশে, পাশে ভোঁ ভোঁ বোঁ বোঁ শব্দ হতে লাগ্‌লো, পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে গেল মুষলের ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো, ঝন্‌ ঝনা শব্দে বজ্রধ্বনি হচ্ছে, কিন্তু কালিদাসের সত্যবতী চিন্তা ভিন্ন আর কোন কথাই নাই, যখন ব্যাঘ্র ভল্লূকাদির হস্ত হইতে পরি-ত্রাণ পাইয়াছেন তখন মানে আছড়ালেও মরবেন না। তখন ঝড় বৃষ্টিতে ঘরের ভিতর থেকে ভয় করবেন কেন। আর কালিদাস ভয়ের পাত্র নহেন, পাঠক বর্গের মনে থাকবে ইনি যে ডালে বসেছিলেন সেই ডালেরি গোড়া কাটছিলেন ইনি সেই কালি সেই জন্যই এতদূর ঘটনা ঘটিয়াছে।

যাই হক্‌ কি করবেন কি করবেন এই রকম ভাবছেন এমন সময় সেই কয়েক জনের মধ্যে একজন লোক আবার সেই খানে

এলো, আবার তারে কালিদাস জিজ্ঞাসা কল্লেন, ওদিকে ঠাকুর বাড়ীতে কাঁসর ঘণ্টা শাঁক প্রভৃতি বাজিতে আরম্ভ হলো, বোধ হয় ঠাকুর বাড়ীতে আরুতি হচ্ছে, এখন সেই সময় মোটা সোটা রকমের একজন ব্রাহ্মণ হাতে পইতে জড়িয়ে জপ, কর্ত্তে, কর্ত্তে, কালিদাসের নিকটে এলো, এসে জিজ্ঞাসা কল্লে, "কে তুমি, এখানে গোলমাল কচ্চো কেন? কালিদাস হতজ্ঞান হয়ে বোকার মতন বসে রহিলেন, কিন্তু তখন দেবী কণ্ঠস্থ কতক্ষণ বোকার মতন থাকতে পারেন কাজে কাজেই কথা কইতে হলো, তখন ব্রাহ্মণ আস্তে ব্যাস্তে বল্লেন বাবা তুমি "মোহন্ত" থাক, থাক, আমি তা জান্তে পারি নাই, রাত্রি প্রায় ৯ঘণ্টা এদিকে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গগনমণ্ডলে পরিষ্কার চন্দ্রমা উদিত, এমন সময় একজন চাকর আসিয়া ঘরে আলোদিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকের স্থান করিয়া দিয়া গেল, কালিদাস সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিয়া বসিয়া আছেন।

এখন একজন চাকরাণী আসিয়া কহিল আপনী ঠাকুর বাড়ীতে আসুন সেই খানে আপনকার জল খাবার স্থান হইয়াছে বলিয়া কালিদাস কে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে পথি মধ্যে মধ্যম রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হল, রাজকুমার যথা যোগ্য সম্ভাষণ করে বল্লেন, আপনি দাড়ি রাখিয়াছেন কেন? কালিদাস বল্লেন বনে নাপিত কোথায় পাব, আর আপনার দিগের উত্তেজনায় পলাতক হয়ে ছিলাম, সে স্থলে আবার শ্রীরক্ষা কি করে করবো, যদি পুনর্ব্বার শ্রী প্রাপ্ত হই তবে শ্রীযুক্ত হইবার চেষ্টা করব। নচেৎ যাহবার তাই হল।

যুবরাজ একটু বিমর্ষভাবে থেকে দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বোল্লেন, সে কথা এখনকার নয় পরে হবে, এই কথা বলে চলে গেলেন, রাত্রি প্রায় ১১ ঘণ্টা কালিদাস দাসী সহ ঠাকুর বাটী পৌঁছিলেন,

পরে দাসী চলে গেল, কালিদাস দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় একজন পুজক ব্রাহ্মণ এসে বল্লে, এবার যদি পালাতে পার, তাহলে জানবো যে তুমি বড় সুচতুর, তার কথায় কালিদাস কোন উত্তর করিলেন না পরে একটা পশ্চিম দিকের ঘরের চাবি খুলে বসতে বল্লেন, বসে আছেন কি করেন যে যাহা বলে কালিদাস তাহাই করেন। ক্ষণ বিলম্বে জল খাবার এসে পৌছিল, কালিদাস খাবেন কি হা সত্য, যো সত্য করেছেন, খাওয়া দাওয়া ঘুরে গেছে তবে কিছু কিছু খেলেন, আর মনে ভাবছেন যে নানা লোকে নানাবিধ রকম বলে এর কারণ কি, তবে কি সত্যবতীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, সারস্বত কুণ্ডের জল কি সত্যকে দিতে পারবনা।

এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন এখন ঠকুর বাড়ীর দরবান সম্মুখে আসিয়া কহিল।

আব কাঁহাসে আয়া।

কালিদাস। হাম জঙ্গল সে আয়া।

দরবান। কোন কামকা আস্তে জঙ্গল মে গিয়াথা।

কালিদাস। রাজকুমারী হামকো মারকে ভাগাই দিয়া, এসি আস্তে হাম চলাগিয়া, ক্যা করে জঙ্গল মে ত গিয়া যব জঙ্গল মে গিয়া তব সিদ্ধ হোকে চলা আয়া।

দরবান। আব তো ব্রহ্মচারি হুয়া, তব, সত্য, সত্য, ক্যা আস্তে কর, ও বাৎ মৎ বোলো? এ রাজা কা মোকাম হ্যায়?

সে কালিদাসকে দশগুণ কটু কথা কয়ে গেল, কালিদাস নিরব হয়ে বসে আছেন, এমন সময় আর এক জন এসে বল্লে আপনার বাসায় আপনি স্থিতি হনগে এখানে বসে কি করেন, কালিদাস বল্লেন, না আর এখানে বসে অপমানিত হবার প্রয়োজন নাই। এই বলে ঠাকুর বাড়ী থেকে উঠে

আপন বাসায় এসে বসে আছেন এখন পূর্ব্বোক্ত সত্য-বতীর প্রথম সখি এসে উপস্থিত হয়ে যথাবিধ অভিবাদন পূর্ব্বক বল্লে, আপনি বাজে লোকের কথায় কাণ দেবেন না।

আপনি যা তাই আছেন, মা রাণীর মত হয়েছে তবে সভা টা হলেই আর কোন কথা থাকে না, আপনি যখন আঙটি দিয়াছেন তখন ত আর কোন কথাই নাই। আপনি আসাতে দিদিঠাকুরণ অনেক টা ঠাণ্ডা হয়ে বসে দাঁড়িয়ে বেড়াচ্চেন আর দাদা বাবুদের মত হয়েছে, আপনি পণ্ডিত বলে উহারা সকলে জানতে পেরেছেন।

কালিদাস। মত হয়েছে বলছ কিন্তু আমিত প্রাণে মারা যাই আর দরবান প্রভৃতির অসহ্য অপমান সহ্য করিতে পারিনে।

প্রঃ সখি। আপনি যেখানে যান সেইখানে জল হাতে করে যান এর কারণ কি?

কালিদাস। এ সারস্বত কুণ্ডের জল, দেবী ভগবতী নীল সরস্বতী দিয়েছেন, ঐ জলের জন্যই এত উমেদারি কচ্ছি।

এই রকম বিলাপ করিতে করিতে কালিদাসের চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভেসে গেল, অত্যন্ত কাতর হয়ে উঠলেন, সখি অনেক রকম সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে লাগলো, তখন কালিদাস মনে করিলেন যে কেঁদেই বা কি হবে, আর ভেবেই বা কি হবে।

যথা—

যস্মিন দেশে, যদাকালে, যৎ ক্ষণে, যন্মুহূর্ত্তকে।
লাভো মৃত্যুর্জয়ো হানি দেবৈরপি নবিদ্যতে॥

অর্থঃ। যে দেশে, যে সময়ে, যে ক্ষণে, আর যে মুহূর্ত্তে, লাভ, মৃত্যু, জয়, হিংসা, যা, হইবার তাহাই হইবে এ বিষয়ে, কোন সময়, কি হইবে তাহা দেবতা সকলে বলিতে অশক্ত অতএব চিন্তা করা মাত্র এবং চিন্তাতে কোনই ফল হয় না।

এই কথা বলিলেন বটে কিন্তু ঐশ্বরীক কি মায়াশক্তি যে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না, পুনঃ পুনঃ ঐ কথা আবার সখিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার দিদিমণি আমার নাম করেন কি ?

সখি। বিলক্ষণ, আপনার নাম শুনে তিনি একটু সুস্থির হয়ে বসে আছেন, আজ দেখি, কি, পুস্তক লইয়ে পড়তে বসেছেন।

কালিদাস। তুমি আপন ইচ্ছায় এখানে এলে না কি তোমার দিদিমণি পাঠাইলেন।

সখি। রাজবাটীর কথা হুকুম ভিন্ন কি কারু কোথাও যাবার যো আছে, রাণীমা আমাকে পাঠাইয়া দিলেন দিদি ও সে খানে ছিলেন।

কালিদাস। ঠাকুর বাড়ী নিয়ে যথেষ্ট অপমান করা হইয়াছে এ সব কথা কাল রাজ কাছারিতে বলিব, দেখি রাজা কি বলেন, এ প্রকার অপমান সহ্য করিয়া যে শ্বশুর বাড়ী থাকা তা পারব না। এখন আমার বিবাহের ভাবনা নাই, দা, কুঠারে যখন বিবাহ হইয়াছে তখন এখন ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত একজন, আমাকে যে শাস্ত্র দিবে তাহারই অর্থ করিয়া দিব। তবে সত্য-বতী বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ নিপুণা এই জন্য একটু চেষ্টা করছি না হলে করতাম না।

এই প্রকার আক্ষেপ করতে করতে ক্রমে অধিক রাত্রি হলো ও দিকে সখি ও চলে গেল। কালিদাস কি করেন কখন বসে কখন বা শুয়ে রাত্রি প্রভাত কল্লেন। ক্রমে তিন দিবস উপস্থিত, কিন্তু বিছানা থেকে উঠতে পাল্লেন না। কারণ ভারি অসুখ, সমস্ত শরীর ভার, মাথা যেন কলসীর মত ভারি, হাত পা অবশ, গাত্রে ও উত্তাপ হয়েছে, স্পষ্ট জ্বর, রসনা বিরস, অসুখের কথা কাহাকে বলিব, নিকটে কেহই নাই, কিছু বিষণ্ণভাবে রহিলেন,

জগদীশ্বর ভরসা, ক্রমে বেলা হলো, এবং রাজবাটীর একজন ব্রাহ্মণ এসে দেখে গেল, পরে একজন চিকিৎসক এসে দেখে গেলেন, বল্লেন ভয় নাই, সহজ জ্বর, শীঘ্র আরাম হবে।

২। ৩ দিবস সমান জ্বর ভোগ কল্লেন, কিছুই উপশম হলো না, ববং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে লাগলো, চিকিৎসক দুবেলা এসে দেখেন, ও বিবিধ প্রকার ঔষধ দেন, ভয় নাই বোলে ভরসা দেন, চিকিৎসকের সদ্ব্যবহারে ও সুচিকিৎসায় কালিদাসের বড় ভক্তি হয়েছিল, বাস্তবিক চিকিৎসকটি, অতি সৎলোক ও মিষ্ট ভাষী, আর আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করেন, শাস্ত্রীয় কথা সকল মধ্যে২ কালিদাসের সঙ্গে হওয়াতে চিকিৎসক বড় সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, পাঁচ দিনের দিন পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হলো, অতিশয় গাত্র দাহ, পিপাসা ও অত্যন্ত যাতনা, এবং অন্তর্দ্দাতনায় কেবল ভগবানের নাম করিতেছেন, আর ভাবছেন যে এ যাতনা কেবল স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতি ফল, নিবিড় কাননে যে কত কষ্ট পেয়েছি তাহা কাহাকেই বা বলি কেই বা শুনে, বৈশাখের সূর্য্যের উত্তাপ, শ্রাবণ ভাদ্রের বারিধারা, পৌষমাঘের শীত, অনাবৃত শরীর, আর অনাবৃত মাতার উপর দিয়া গিয়াছে।

কবিরাজ ৪।৫ বার করিয়া প্রত্যহ আসেন,নূতন, নূতন, ব্যবস্থা করেন, একজন চাকর সদা সর্ব্বদা শুশ্রূষা নিমিত্ত নিযুক্ত আছে, চিকিৎসকের আদেশ মতে দাড়ি, চুল, নখ ফেলা হইল, ক্রমে ক্রমে রোগেরও উপশম হতে লাগলো, দশ দিবসে পথ্য দিলেন?

কবিরাজ, যে উপকার করেছেন তাহা কালিদাস কবিরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ধন্যবাদ দিলেন। ১৫। ১৬ দিবস অতীত হয়ে গেল, শরীর অনেক সুস্থ হয়েছে বটে কিন্তু অত্যন্তক্ষীণ ও নিতান্ত দুর্ব্বল আছেন।

একদিন রাত্রি প্রায় ১০। ১১ টার সময় একাকী শয়ন ঘরের

চৌকীতে বারেণ্ডার দিকে মুখ করে বসে আছেন এবং নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে এমন সময় ঘরের অন্য দিকে অর্থাৎ পাশের ঘরের দরজার কাছে কি রকম শব্দ হলো, পাশদিয়ে উঁকি মেরে দেখিলেন, একজন দিয়াল ঘেসে দাঁড়িয়ে খুট্ খুট্ করে দরজায় ঘা মাচ্চে, কে, এ? তুমি কে হে? এই রকম দুই একবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন কিন্তু কিছু স্থির কত্তে পাল্লেন না। পর দিন রাত্রিতে ও ঐ প্রকার শব্দ হলো, ঠিক ঐ রকম লোক এসে দাঁড়ালো আবার দরজা খুলে ভিতরে চলে গেলো। দুই রাত্রি ঐরূপ দেখে ক্রমে সন্দেহ হওয়াতে সব কথা কবিরাজ মহাশয় কে গিয়ে বল্লেন, তিনি শোনবা মাত্রেই বল্লেন, "নূতন ব্যাপার নয়" আপনার যখন বড় অসুখ, রাত্রিকালে অজ্ঞান অভিভূত থাকেন, সেই সময় ২। ৩ রাত্রিতে আমিও ঐ রকম কাণ্ড দেখিছি। কিন্তু ব্যাপার যে কি তাহা বুঝতে পারিনি, কালিদাস বল্লেন ব্যাপার টা ভাল বিবেচনা হচ্চে না, যা হক সন্ধান কর্ত্তে হয়েছে, তবে ভয় পাবার ছেলে আমি নই তাহলে বনে গিয়ে বাস করিতে পারতামনা, সে পক্ষে কোন চিন্তা করি না, কিন্তু অনেক দিন এক জায়গায় বন্দ হয়ে থেকে অন্তঃকরণ বড় চঞ্চল হয়েছে, কবিরাজ বল্লেন, তবে চলুন একটু বেড়িয়ে আসা যাক, কালিদাস সম্মত হয়ে বল্লেন ক্ষতি কি, বেলাও অপরাহ্ণ হয়েছে, এই বলে, কবিরাজ আর কালিদাস উভয়ে বৈকালে বেড়াতে বেরুলেন, নগরের দক্ষিণ দিকে কিছু দূর যেতে যেতে একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো? কবিরাজের সহিত কথা বার্ত্তা হইল, কিঞ্চিৎ পরে কালিদাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞাসা কল্লেন ইনি কে? কবিরাজ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রাজবাটীর জামাতা এবং স্বীয় মিত্র সম্ভাষণ কল্লেন।

তার পরে ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা করিলেন এ নগরে ভাল ভাল

দেখবার সামগ্রী কি কি আছে, একদিন আমরা প্রায় ৬। ৭ ঘণ্টা বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখে এসেছি, কিন্তু যতদূর শুনা গেছে তাহার কোন অংশই দেখা যায় না, পরিচয়ে প্রকাশ হল, ঐ ভদ্রলোকটি আগন্তুক নগর বাসী নহেন, তাহার পরে কালিদাস বল্লেন দেখবার যে সকল জিনিস তাহা ভগ্ন বা লোপ হইয়া গিয়াছে, এখানকার পূর্ব্ব অবস্থা শুনতে লোকের যত আহ্লাদ হত এখন তার কিছুই নাই, তবে পৃথিবী, নগর নাম ধারণ করে বসে আছেন, এই কথা বলে ভদ্রলোকটীকে সঙ্গে নিয়ে অনেক ঘুরে ফিরে কবিরাজের বাসায় এলেন, বাসায় বসে বল্লেন তবে অদ্ভুত রহস্য শ্রবণ করুণ এই কথা বলে কালিদাস গল্প আরম্ভ কলেন।

যথা—

হায়দারাবাদের পূর্ব্ব নবাব আসক উদ্দৌলা নামক বাদসা নপুংস ছিলেন, সুতরাং তাঁর সন্তান সন্ততি কি প্রকারে হইবে, কিন্তু যে কোন রমণী, শিশু কোলে লয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বলতো "নবাব সাহেব" এ সন্তানটী আপনার, এবং আপনার ঔরষে ও আমার গর্ব্ভে এটীর জন্ম হইয়াছে, এই কথা বল্লে, তাকে অন্তঃপুরে রেখে বেগম ও সন্তান বলে পরিচয় দিতেন, ঐ প্রকারে তাঁর অনেক সন্তান ও অনেক বেগম হয়েছিল, আর হায়দারাবাদের মধ্যে বড় সৌখীন লোকছিলেন, প্রতিদিন দাসীদিগের এক এক জনকে বিবাহ দিতেন, আপনি সন্তান প্রসব করছি বলে এক এক দিন সুতিকাগারে প্রবেশ হতেন, এক মাস যাবৎ সুতিকাগারে থেকে ঔষধ পথ্য সেবন করে, বাহিরে এসে পুত্রোৎসব কর্ত্তেন, এবং ইংরাজের বিবি অনেক গুলি বিবাহ করেছিলেন অন্তঃপুর মধ্যে তাদের বাসস্থান ছিল, বাদসা ঐ মহলকে বিলিতি মহল বলে আদর কর্ত্তেন, বিবাহিতা পাটরাণীর সহিত বিশেষ দ্বন্দছিল, বেগমের গর্ব্ভজাত পুত্রকে ত্যজ্য করে রেখেছিলেন, সময় সময় কৃষ্ণলীলা

কর্ত্তেন, রামায়ণের মতে রক্ষলীলাও হতো, এবং কার্ত্তিক মাসে তাঁহার রাস লীলা বড় জাক জমকের সহিত হতো, ষোলশত গোপিনী ওরফে বেগম নিয়ে বিলক্ষণ রকমে পরিবেষ্টিত হয়ে রাস বিহার, জল ক্রীড়া, ও কুঞ্জ বিহার কর্ত্তেন, ও বস্ত্র হরণ ও হতো, যে মহলে রাস হতো, সেই মহলের নাম রাস মঞ্জিল, আর বাদনা যে থানে রাবণ সেজে দেব দানবের কন্যা নিয়ে কৌতুক কর্ত্তেন সে মহলের নাম স্বর্ণ লঙ্কা, বেগমের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে তদ্বিষয়ে সীমা ছিলনা; অষ্ট প্রহর বিলাস গৃহে বাস করিতেন. প্রজা কি কর্ম্মচারীরা কখন নবাবের ছায়া দর্শন করে নাই।

এই প্রকার গল্প করিতে করিতে বেলা প্রায় অপরাহ্ন হলো, ভদ্রলোকটী বিদায় হলেন,, দিবাকর পাটে বস্‌লেন, রৌদ্র নাই, পর্ব্বত শৃঙ্গ আর বৃক্ষ চূড়া যেন সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে রাজার মতন শোভা ধারণ করেছেন। এঁদিকে রাখালেরা গাভী, বৎস, লয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। গাভী সকলের খুরের ধূলায় অর্দ্ধগগন আচ্ছন্ন হোচ্চে, পক্ষী সকল আপন আপন রব করে সন্ধ্যাদেবীর আগমনী গাইতে লেগেছে ?

দূরে থেকে রাজবাড়ী ও সদাব্রত বাড়ীর নহবতের ডঙ্কা ধ্বনি কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হোচ্চে, কালিদাস নানাপ্রকার ভাবতে ভাবতে কথক আনন্দ কথক বা বিষাদ মনে কবিরাজের বাটী হইতে আপন বাসায় আস্‌ছেন, এমন সময়ে রাজবাটীর পুরো-হিতের সহিত সাক্ষাৎ হলো, পুরোহিত জিজ্ঞাসা কল্লেন, আপনি সুস্থ হয়েছেন।

কালিদাস, তদুত্তরে বল্লেন, যৎকিঞ্চিৎ হয়েছি বটকি, পুরো-হিত বলছেন কদিন ব্যস্ত থাকায় আপনাকে দেখ্‌তে যেতে পারিনি ?

এদিকে রাজসভা সাজান হয়েছে আর অনেক জায়গার পণ্ডিত সকলে এসে পেঁছেছেন্। বোধ হয় পরস্ব তারিখে বিচারের দিন ধার্য্য হয়েছে এই সকল কথা বলে পুরোহিত চলে গেলেন। এদিকে "প্রদোশো রজনী মুখং" নিশা আগত স্বচ্ছ চন্দ্রের মনোহর ছবি প্রতি বিম্বিত হচ্চে" দৃশ্য চমৎকার।

কালিদাস সায়ং কার্য্য সমাপন করে বসে আছেন, এমৎসময় দাসী তুইজম এসে জল খাবার দিয়ে কথা বার্ত্তা কয়ে চলে গেল, কালিদাস আপন মনে বসে দেবীর স্তব পাঠ করিতেছেন আর সত্যবতীকে কতক্ষণে পাইবেন সেই দিন গুনিতেছেন। যদিও সন্ধ্যা অনেক ক্ষণ অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ষাকালে গগন মণ্ডল ঘন ঘটা সমাচ্ছন্ন থাকাতে, রাত্রি আরও অধিক হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর গভীর তমসাচ্ছন্ন ভাব দেখিলে, নির্ভীকের ও হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়, এই সময়ে একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা তুঙ্গ সৌধের এক উন্নত প্রকোষ্ঠের বাতায়নে বসিয়া রজনীর ভয়ঙ্কর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। সৌধের তলে প্রাচীর বেষ্টিত একটী প্রশস্ত উদ্যান আছে, কিন্তু অট্টালিকার নিম্ন প্রদেশে উদ্যান, বা রাজমার্গ, অথবা পরিষ্কৃত ভুমি কিম্বা অন্য কোন পদার্থ ও আছে, ঘোর অন্ধকার বশতঃ তাহা নির্ণীত হইতেছে না। কেবল পবন হিল্লোল সঞ্চালিত বৃক্ষ পত্রের মর্ মর্ তর্ তর্ শব্দ চলিতেছে, মহীরুহ নিচয় আশ্রিত ঝিল্লিগণের অবিচ্ছিন্নভাব ঝঙ্কার, আর উদ্যান মধ্যস্থ সরসী চর ভেকগণের উল্লাস ধ্বনি অট্ট নিম্নস্থ ক্রীড়া কাননের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। নিঃশব্দে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি কণা পড়িতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে,, যুবতীর মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি সহসা উচ্চারণ করিলেন।

"না আমা হইতে হইবে না এ দুঃসাহসিকতায় কাজ নাই।
চোর ডাকাতের মেয়েরাও এমন কার্য্য করিতে পারে না।

সহসা তাড়িতালোকে দিক প্রকাশিত হইল, কালিদাস স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, যেন দুই ব্যক্তি উদ্যান প্রাচীরের ভিতর দিকে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে, পরক্ষণে দৃশ্যটি অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। কালিদাস তখন বুঝিতে পারিলেন না যে, ব্যক্তিদ্বয়কে? তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল। কি করেন শূন্য গৃহে আছেন কারণ—

"নগৃহং গৃহ মুচ্যেত গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"

যাহার গৃহে গৃহিণী নাই তাহার শূন্য গৃহ মাত্র, এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। নভোমণ্ডল ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন সমস্ত রাত্রি মুষলের ধারে বৃষ্টি হইয়াছে। এখন ও টিপ্ টুপ্ টাপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রাবৃট বায়ু সাঁ সাঁ শব্দে বৃক্ষ শাখা আন্দোলন করিয়া এক দিক হইতে আসিয়া অপর দিকে প্রধাবিত করিতেছে।

সন্ধ্যা হইতে কালিদাস যে কত, কি, ভাবিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে, সমস্ত রাত্রি বিপরীত দিগ্ধাবিত চিন্তা তরঙ্গমালা তাঁহার হৃদয় তটে আঘাত প্রত্যাঘাত করিয়াছে। এখনও তাঁহার মনের অবস্থা তথৈব।

পূর্ব্ব গগনে সূর্য্যকিরণের আভা দেখা দিল মেঘ না থাকিলে হয়ত এতক্ষণে জগৎ আলোকময় হইত। দুই চারিটি পক্ষী কলরব করিতে লাগিল বৃষ্টির জন্য নগর বাসীরাও এখনও গৃহের বাহির হয় নাই। ঠাকুর বাটীর দ্বার খোলা রহিয়াছে এবং গৃহের অভ্যন্তর হইতে সম্মার্জ্জনী সঞ্চালনের শব্দ আসিতেছে।

এমন সময় কালিদাস শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সৌচ কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য বাহিরে গমন করিলেন এদিকে উষা বায়ু

শরীরে বীজন করছে শাখায় শাখায় বিহঙ্গমেরা কলবর করে প্রভাতিসুরে গান কচ্চে?

কালিদাস প্রাতঃ কৃত্য সমাপন করে প্রাতস্নান নিমিত্ত নদী তটে গমন করিলেন,, কি অপূর্ব্ব চমৎকার দৃশ্য, সম্মুখে প্রভানদী তন্নিকটে উজ্জয়িনী যেন বারাণসী ধাম একখণ্ড প্রকাণ্ড শিলা রচিত মহাপোতের ন্যায় বিশ্বকর্ম্মার মায়াবলে সেই প্রভানদী কক্ষে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। যেন পাপ বিনাশিনী জাহ্নবীদেবী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সৌধ পুষ্প মালিনী পুণ্য নগরী বারানসীর চরণ প্রক্ষালিত করিয়া জগৎ সমক্ষে তদীয় পুণ্যাত্মকতা সপ্রমাণ করিতেছে। স্বর্ণ মণ্ডিত মন্দির শীর্ষ সমূহে প্রতি ফলিত সৌররশ্মি স্বচ্ছ প্রস্তর রচিত প্রাসাদ পরম্পরা সংক্রান্ত হইয়া সমগ্র নগরীকে যেন সুবর্ণ লেপ লেপিত করিতেছে। এ সময়ে দেখিয়া কে বলিবে যে উজ্জয়িনী যথার্থ স্বর্ণ নির্ম্মিতা নহে।

জলের কি চমৎকার শোভা যেন মহেশ্বর ইচ্ছা করিয়া উজ্জয়িনীর সম্মুখে একখানি প্রসস্ত দর্পণ ফলক পাতিয়া রাখিয়া ছেন। অন্যোন্য সংশ্লিষ্ট সহস্র সহস্র উত্তুঙ্গ সোপান রচনা নদী গর্ভ হইতে নগরে সমুত্থিত হইতেছে! শ্বেত রক্ত উপলখণ্ড রচিত ঐ সকল ঘাটে অগণিত মনুষ্য পুণ্যস্নান করিতেছে। বালকেরা মহানন্দে জল ক্রীড়া করিতেছে। কেহ অত্যুন্নত স্থান হইতে লাফাইয়া নদী গর্ভে পড়িতেছে। তাহার দুঃসাহসিকতা দেখিয়া ভয়ে দর্শক বৃন্দের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। কেহ ডুবিতেছে, কেহ সাঁতারিয়া গিয়া অপরকে ধরিতেছে। কেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া শববৎ ভাসিতেছে। কেহ কোন শীতালু সোপানাসীন বালককে বলপূর্ব্বক আকর্ষিয়া জলে আনিয়া ফেলিতেছে। কেহ কোন তদপেক্ষা অপটু দুর্ব্বল বালককে নির্দ্দয় হইয়া জলে ডুবাইয়া ধরিতেছে। উজ্জয়িনী বাসিনী শ্রমজীবিনী বৃদ্ধারা সলিল

পূর্ণ কলস কক্ষে লইয়া যষ্টির উপর ভর করিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া দুরারোহ সোপাবলী আরোহণ করিতেছে। স্নানোত্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ভগবৎ স্তব পাঠ করিতেছে। ফল ধৌত প্রবাহ বৎ স্বচ্ছ সলিলোপরি অগণিত তরণী শনৈঃ শনৈঃ ইতস্ততঃ গতায়াত করিতেছে। প্রত্যেক নৌকার সহিত এক একখানি ছায়াময়ী নৌকা বিপর্য্যস্ত ভাবে প্রকাণ্ডকার মৎস্যের ন্যায় জল গর্ভে বিচরণ করিতেছে। কি রমণীয় শোভা। এ শোভা দেখিয়া হৃদয়ে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হয়।

সংসার বিরক্ত শোক তাপ তপ্ত উদাসীনের হৃদয়কেও এ শোভা আনন্দ রসাপ্লুত করে! এ শোভার চমৎকারিণী মোহিণী শক্তির বশাপন্ন হইয়া মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। এ সুন্দর দৃশ্য দর্শনে ক্ষণ কালের জন্য সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতে হয়। তখন কিছুই মনে থাকে না। সে সময়ে মন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তখন এ পৃথিবী দুঃখ পূর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয় না, যে পৃথিবীতে এমন রমণীয় যোগিগণ বাঞ্ছিত স্বর্গ তুল্য আনন্দ নিকেতন আছে, সে পৃথিবীকে কেবল কষ্টাত্মক দুঃখ দায়ক বলিতে ইচ্ছা হয় না। দিল্লীর সম্রাট প্রসাদের কোন কক্ষা দ্বারের শিরোভাগে পারস্য ভাষায় একটী কবিতা লিখিত আছে।

যথা—

"আগর্ ফির্দ যোস্ বররুয়ে জমীনস্ত
হমী নস্তো হমী নস্তো হমী নস্ত।"

অর্থাৎ "যদি ধরা পৃষ্ঠে স্বর্গ থাকে তবে এই স্থানেই আছে, এই স্থানেই আছে, এই স্থানেই আছে, আমাদের মতে এ শ্লোকটি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই কারণ আমাদের মতে কাশীধামই এত তুক্তির এক মাত্র উপযুক্ত স্থল বারানসীর কোন উন্নত স্তম্ভ-শিরে বৃহৎ স্বর্ণাক্ষরে এই কবিতাটি লিখিত হওয়া উচিত। বারাণসী

যথার্থ স্বর্গধাম বিশ্বপতি মহেশ্বরের, বিশ্ব মাতা অন্নপূর্ণার যথার্থ উপযুক্ত বাস স্থান। কিছু আশ্চর্য্য নহে যদি বিশ্বনাথ স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে আসিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। আর এ পার হইতে যে বিশ্বেশ্বর ধামের কি অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্ট হয় যাহারা প্রকৃত ঋষি তাঁহারাই উহার যথা যথ বর্ণন করিতে সক্ষম, আমার ন্যায় "তনুবাগ বিভবর" তজ্জন্য প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।"

কালিদাস স্নান আহ্নিক সমাপন করে ঠাকুর বাটীর অসংখ্য ঘণ্টা, অযুত সংখ্যক শঙ্খধ্বনি নানাবিধ বাজনার শব্দ শুনিতে শুনিতে আপন বাসায় গমন করিলেন, তদ্দিবসে কালিদাস এক প্রকার নূতন আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুভব করিয়া মনে মনে ভক্তির সহিত ভগবতী নীল সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া সত্যবতী ও আপনার শুভ প্রার্থনা করিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই রাজবাটী হতে লোক আসিয়া কালিদাসকে বলিল যে আগামী কল্য বিচারের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

কালিদাস সানন্দে বসিয়া দেবীর স্তব পাঠ করিতেছেন। এইরূপে দিবা ও বিভাবরী শেষ করিয়া ফেলিলেন, বিচারের দিন উপস্থিত কালিদাসের বরাতে দুইবার পরীক্ষা 'যথা' একবার গাছে গাছে আর একবার সভায়। কালিদাস সরস্বতীর বর পুত্র, তখন কালিদাসের সহিত কথা কওয়া অন্যের সাধ্য কি?

কালিদাস সভায় উপস্থিত হইয়া শব্দ শাস্ত্র, স্মৃতি শাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র সকলের যথা যথ অর্থ করিতে লাগিলেন, এবং যে যে প্রশ্ন যাহাকে যাহাকে বল্লেন কেহই তাহার সদুত্তর করিতে পারিল না এই প্রকারে নানা প্রকার শাস্ত্র আলোচনা হওয়াতে রাজা বাহাদুর ও সভাস্থ সকলে কালিদাসের প্রতি জয়

জয় ধ্বনি দিতে লাগিল। তখন কালিদাস একটি বক্তৃতা করিলেন। যথা—

ওঁ তৎসৎ

কালিদাসের রাজসভায় বক্তৃতা।

'সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যোযস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেয়ং।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বাশিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।'

তিনি দেশ কালের অতীত, অথচ দেশ কালের মধ্যে থাকিয়া এই অসীম জগৎ সংসার পালন করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের মোচয়িতা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী, সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে—সেই মঙ্গল্য, বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

দ্যুলোক, ভূলোক, দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তাঁহারি নিশ্বাসে নিশ্বসিত হইয়াছে। তাঁহাতেই এ প্রকাণ্ড বিশ্ব ভ্রাম্যমাণ। তিনি সকলের রাজা। তিনি "রাজাধিরাজ ত্রিভুবন-পালক।" তিনি কেবল জড় জগতের রাজা নহেন। তিনি যেমন আমাদের শারীরিক সুখ বিধান করিতেছেন, সেই রূপ আলোকেও তিনি পোষণ করিতেছেন। সেই ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর 'সত্যস্য সত্যং' 'সত্যস্য পরমং নিধানং' তিনি সত্যের সত্য, তিনি সত্যের পরম নিধান। তাঁহারই নিয়মে থাকিয়া, তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া এই জগৎ সংসার সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তিনি আমারদিগকে পাপ-তাপ হতে উদ্ধার করিয়া অমৃত নিকেতনে লইয়া যাইতেছেন। যদি এই সংসারের বিপদ-সাগরে পতিত হইয়া কোন এক ঐশ্বর্য্যশালীর নিকটে ক্রন্দন করি, তবে হয় তো তিনি আমারদিগকে সেই ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু পাপ হইতে কে আমারদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারে?

পাপ হইতে উদ্ধার করিবার আর কাহারো সাধ্য নাই, কেবল একমাত্র ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বরই আমারদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। সেই ধর্ম্মাবহেরই আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা ধর্ম্ম পালন করিতেছি, তাঁহারই আশ্রয়ে আমরা পশু-ভাবকে অতিক্রম করিয়া দেব-ভাব প্রাপ্ত হইতেছি। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যখনি আমরা কুটিল পাপকে হৃদয়ে স্থান দিই, তৎক্ষণাৎ তিনি আমারদিগকে দণ্ড বিধান করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্যত বজ্র নিক্ষেপ করিয়া আমারদের হৃদয়কে শত ভাগে বিদীর্ণ করেন। কিন্তু ইহাতেও কি তাঁহার অসদৃশ স্নেহ প্রকাশ পায় না? সেই করুণাময় পিতা আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া সর্ব্বদাই আমারদের সঙ্গেই আছেন, কি জানি আমরা পথ হারা হইয়া পাপ-পঙ্কিল হ্রদে একেবারে ডুবিয়া যাই, কি জানি ক্ষুদ্র সংসারের লোভে পতিত হইয়া আর উদ্ধার হইতে না পারি, এ জন্য তিনি আমারদিগকে আপনার অমোঘ সাহায্যে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যখনি আমরা তাঁহার নিষিদ্ধ পথে পদ নিক্ষেপ করি, তৎক্ষণাৎ আমারদের হৃদয়ে আত্মগ্লানিরূপ বজ্র আসিয়া আমারদিগকে ধরাশায়ী করে, তৎক্ষণাৎ আমরা সেই অন্তর্যামী বিধাতার হস্ত দেখিতে পাই। মাতা যেমন হস্ত ধারণ করিয়া শিশুদিগকে পদ চালনার শিক্ষা দেন, সেই প্রকার ঈশ্বরও আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমারদিগকে দেব-পথে চলিবার শিক্ষা দেন, আমরা ধর্ম্ম, সোপানে পদ নিক্ষেপ করিয়া অমৃত পান করিতে করিতে সবল হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইতে থাকি। আমাদের যিনি হৃদয়েশ্বর, তিনি আমাদের হৃদয়েই বর্ত্তমান। তিনি যদি আমাদের হৃদয়েতেই না থাকিতেন, তবে কেন আমরা গোপনে, নির্জ্জন গহনে, মেঘাচ্ছন্ন তমসাবৃত গভীর নিশীথে, পাপাচরণ করিলে আমারদের হৃদয়ে

বাণ-বিদ্ধ হইতে থাকে? যখন আমরা সেই অসহ্য গ্লানিতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বাণ-বিদ্ধ হরিণের ন্যায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকি তখন আমাদের সম্মুখে উদ্যত বজ্রের ন্যায় কাহার রুদ্র মূর্ত্তি প্রকাশ পায়? কিন্তু সে সময়ে ঈশ্বরের স্নেহ কি আমরা অনুভব করিতে পারি না? যখন তাঁহার দণ্ড ভোগ করিয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি এবং ক্রমে যখন সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অল্পে অল্পে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে থাকি তখন কি তাঁহার স্নেহ আমরা অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতা তাঁহার পদে প্রণিপাত করি না? আমরা ঘোর পাপী হইয়াও ঈশ্বরের করুণাতে পাপ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি। এখানে অবাধ্য দুষ্ট পুত্রকে ত্যজ্য পুত্র করিয়া তাহার প্রতি পিতা আর দৃষ্টি করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের কি সেই প্রকার ত্যজ্য পুত্র আছে? এমন কি কোন পাপাত্মা থাকিতে পারে, যাহাকে ঈশ্বর ত্যজ্য পুত্র বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করেন? কখনই না। তিনি ঘোরতর পাপীদিগেরো লৌহ-বদ্ধ হৃদয়-দ্বার ভেদ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন এবং উপযুক্ত মতে সহস্র-প্রকার দণ্ড বিধান দ্বারা অবশেষে তাহাকে পুনর্ব্বার আপন ক্রোড়ে আনয়ন করেন। তিনি রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন, তিনি দণ্ড বিধান করেন তিনি আত্মগ্লানি-রূপ তীব্র করাত দ্বারা পাপাশ্রিত হৃদয়কে কর্ত্তন করেন, যে আমরা পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অমৃত ক্রোড়ের আশ্রয় লইব। যদি আমাদের আত্মা হইতে পাপ-মলা প্রক্ষালিত না হয়, তবে যেমন সমল আদর্শে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, সেই প্রকার আমাদের আত্মাতেও ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয় না, এ নিমিত্তে তিনি অগ্রে দণ্ড বিধান করিয়া আমাদের পাপ মলা-সকল দূরীভূত করেন, পরে তাঁহার প্রীতি-পূর্ণ দক্ষিণ মুখে দর্শন দিয়া আমারদিগকে

তাঁহার প্রেমে প্রেমিক করেন। তিনি আমারদিগের মলিন মুখ দেখিতে পারেন না। কি পাপী, কি পুণ্যবান্, সকলেরি হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাহারদিগের শেষ গতির নিমিত্তে যত্ন করিতে-ছেন। তিনি পুণ্যশীলদিগকে আত্মপ্রসাদ ও অমৃত বারি প্রেরণ করিয়া ক্রমাগত উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেছেন, তিনি স্বর্গ লোকে তাহারদিগকে লইয়া যাইতেছেন এবং পাপীদিগকেও ক্লেশের পর ক্লেশ দিয়া, দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে লইয়া, অবশেষে স্বীয় অমৃত ক্রোড়ে উপবেশন করাইতেছেন। পাপের মোচয়িতা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা যদি সহস্র পাপে পাপী হইয়াও যথার্থ অনুতাপের সহিত তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি এবং সেই পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হই, তবে ঈশ্বর আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার আমারদের নিকটে আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করেন। তথাপি সাবধান হও যেন কুৎসিত পাপ পথের কর্দ্দমে মলিন হইয়া অনুতাপিত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডায়-মান হইতে না হয়, ঈশ্বর তো আমারদের করুণাময় পিতা আছেন, তিনি আমারদিগকে অনুতপ্ত দেখিলে তো সান্ত্বনা করিবেনই; কিন্তু সে অনুতাপ ও আত্মগ্লানি কভু আদরণীয় নহে, তাহা হৃদয়ের শোণিতকে শুষ্ক করিয়া দেয়। এ রূপ অনুতাপ, কঠিন-হৃদয় কপট-বেশী ঘোর সাংসারিক মনুষ্যেরই মনে উত্থিত হউক। যেমন উৎকট বিকারে পীড়িত মুমূর্ষুকে বিষ ভক্ষণ করা-ইলে তবে তাহার চেতনার কিছু উদ্রেক হয়, সেই প্রকার এই অনুতাপ কঠিন হৃদয় পাপাত্মাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবে তাহাদিগকে কিছু জাগ্রৎ রাখিতে পারে। সকলে সাবধান হও, যেন মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আদেশের বিপরীত কোন কার্য্য না কর। তাঁহার আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন কর তিনি যে সকল আদেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল একমাত্র

আমারদের মঙ্গলেরই জন্য; কিন্তু আমরা কি নির্ব্বোধ, কি অকৃতজ্ঞ, ঈশ্বর তিনি আমারদেরই মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল সংস্থাপন করিয়াছেন আর আমরা জানিয়া শুনিয়া ও তাঁহার শুভাভিপ্রায়ে বাধা দিতেছি; আমরা আপনারাই আপনার অনিষ্ট করিবার মানসে ক্ষিপ্তের ন্যায় নিজ মস্তকোপরি খড়্গাঘাত করিতেছি। সাবধান, যেন তোমরা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পথের রেখামাত্রেরও বহির্গত না হও; কিন্তু যদি মোহ-বশত কখন তাঁহার ধর্ম্ম-সেতু উল্লঙ্ঘন কর, তবে স্বাপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহারই পদতলে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁহার রাজ্যে দোষী হইয়া আর কোথায় পলায়ন করিবে। গিরি-গুহা কাননে নির্জ্জন গহনে, সমুদ্র পর্ব্বতে, ইহ লোকে পরলোকে, সকল স্থানেই তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত আছে—ত্রিভুবনে এমন স্থান নাই, যেখানে তাঁহা হইতে লুক্কায়িত থাকা যায়। তিনি বিশ্বতশ্চক্ষু, তিনি বিশ্বতোমুখ, তিনি বিশ্বতস্পাৎ; তিনি বিশ্বসংসারে একে বারে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। তাঁহার ভয় হইতে আমরা কোথায় যাইয়া রক্ষা পাইতে পারি? কোথাও না। রক্ষা পাইতে হইলে একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়। তিনি তাঁহার শরণাগত ভক্তকে কখন পরিত্যাগ করেন্ না, তিনি তাহাকে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিয়া কৃতার্থ করেন। যদি সেই করুণাময় পিতার পবিত্র ও প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে চাও তবে প্রাণ, মন, শরীরের সহিত তাঁহার আদেশ, তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল, পালন কর—পবিত্রতাকে হৃদয়ে ধারণ কর। অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। যদি কখন প্রলোভনের মলিন পঙ্কিল কর্দ্দমে পতিত হইয়া ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হও, তবে বার বার বলিতেছি যে ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন করিও, তাঁহারি নিকটে

ক্ষমা প্রার্থনা করিও ; তিনি তোমারদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সেই পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া দেবতাদিগের পুণ্য পদবীতে লইয়া যাইবেন। ঈশ্বর আমারদের আত্মার ভেষজ। যখন আমরা পাপ-বিকারে বিকৃত হইয়া কার্য্য করিতে থাকি, তখনি তিনি আমারদিগকে সহস্র প্রকার দণ্ড দ্বারা স্বপথে লইবার যত্ন করেন, উপযুক্ত হইলে সে সময়েও আমারদের হৃদয়ে বিন্দু বিন্দু অমৃত বারি প্রেরণ করেন। হয় তো আমরা সেই অমৃতকণা হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ব্ব দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাই এবং ক্রমে আমারদিগের হৃদয়ে যত অমৃত বারি সঞ্চিত হইতে থাকে, ততই আমরা পাপকে পরাস্ত করিয়া এই সংসারের কণ্টকবনের মধ্য দিয়াও সেই অমৃত নিকেতনে অগ্রসর হইতে থাকি। এই প্রকার অগ্রসর হইতে হইতেও ভ্রান্তি বা মোহ বশত যদিও কখন কখন আমারদের পদ স্খলিত হয়, তবে নিশ্চয়ই তখন ঈশ্বর আমারদের সহায় হইয়া দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ করেন। তিনি আমারদিগের মঙ্গলময় পিতা ; তিনি আমারদের শত্রু নহেন, আমাদের সুখ দুঃখেতে উদাসীন নহেন, তিনি একদিকে স্বর্গ আর এক দিকে অনন্ত নরক রাখিয়া আমারদিগকে তাহার মধ্য-স্থলে রাখেন নাই, যে চাই আমরা স্বর্গে যাই চাই আমরা নরকে যাই। তিনি চাহেন যে আমরা উন্নতিরই পথে পদার্পণ করি, তাঁহার সৃষ্টির কেবল এই একমাত্র প্রণালী যে আমরা অবশেষে তাঁহারই মঙ্গলচ্ছায়া প্রাপ্ত হইতে পারি, এবং তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া এই ভূলোক হইতে দেব-লোকে, দেব-লোক হইতে দেবলোকে উত্থিত হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারি। করুণাময় ঈশ্বরের উন্নতিশীল রাজ্যে অনন্ত শাস্তি নাই, তিনি কেবল দণ্ডের নিমিত্তে কাহাকেও দণ্ড বিধান করেন না। তাঁহার ন্যায়ই তাঁহার করুণা, তাঁহার করুণাই

তাঁহার ন্যায়। তাঁহার দণ্ড কেবল আমাদিগকে তাঁহার সৎপথে আনিবার উপায় মাত্র। তিনি আমারদের সুখ-দাতা, মঙ্গল-দাতা, মুক্তি-দাতা। তাঁহারি প্রসাদে অনন্ত জীবন ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারি মহিমা গান করিতেছি।

দেখ, ঈশ্বরের কি করুণা! আমরা ঘোর পাপেতে জড়ীভূত থাকিলেও তিনি আমারদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতেছেন। তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিয়া এসো আমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার পদতলে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের সদঃপ্রস্ফুটিত প্রীতি-পুষ্প বিকীর্ণ করি; তাঁহার পদতলের ছায়াতে এই উত্তপ্ত গাত্রকে শীতল করি; সংসারদাবানলে আমারদের আত্মা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নিকটে কাতর মনে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের আত্মাতে আত্ম প্রসাদ-রূপ শীতল বারি বর্ষণ করিবেন। এসো এই সময়েই আমরা তাঁহার অমৃত হ্রদে অবগাহন করিয়া "হৃদয়-থাল-ভার প্রীতিপুষ্পহার" তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি প্রসন্ন হইয়া এখনি তাহা গ্রহণ করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

রাজবাটীর সকলের অন্তঃকরণ স্ফূর্তিতে পরিপূর্ণ। কালিদাসেয় যে কত গুণ স্ফূর্তি হইয়াছিল তাহা তিনিই জানেন"

তখন মহারাজা আদেশ করিলেন যে বিবাহের কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া বরপাত্র কালিদাস কে সত্যবতীর মহলায় লইয়া যাও।

মহারাজের আদেশ মতে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হইয়া স্বারস্বত কুণ্ডের জল লইয়া সত্যবতীর মহলায় বরপাত্র কালিদাস স্বীয় পত্নীর নিকট গমন করিলেন।

এখন শয়নাগার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তৎপত্নী অগ্রে পতির অপমান করিয়া, পশ্চাৎ পরিতপ্তরূপ কল-

হস্তরিতা নাম্নী সারিকার ন্যায় হইয়া, কীলকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরিদেবনা করিতে ছিলেন। কালিদাস কপাটে মুষ্টিঘাত করিয়া আহ্বান করিলেন। হে প্রিয়ে, দ্বার মুক্তার্গল কর, আমি তোমার স্বামী সমাগত হইয়াছি, 'অস্তি কশ্চিদ্বাগ্বিশেষঃ' অর্থাৎ আছে কোন বিশেষ কথা।

অনন্তর তৎপত্নী সত্যবতী, স্বভর্ত্তৃভণিত দেববাণী শুনিয়া, অত্যাশ্চর্য্য মানিয়া, সন্দেহান্দোলিতমতি হইয়া স্বপতিকে উত্তর দিলেন, আপনি যে শব্দচতুষ্টয় ঘটিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন, সেই শব্দ চতুষ্টয়োপক্রমে শ্লোকচতুষ্টয় রচনা করুন, তবে দ্বারোদ্ঘাটন করিব। কালিদাস তৎক্ষণে তদ্রূপে তাহা করিয়া কহিলেন, হে প্রেয়সি এই কবিতা চতুষ্টয়োপন্যাসে কাব্য চতুষ্টয় প্রণয়ন করিব। স্বপতির পাণ্ডিত্যভাবহেতুক জীবন্মৃতপ্রায়া সত্যবতী মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাতুল্য স্বস্বামিবাণী শ্রবণ করিয়া, মৃতোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া, দ্বার মুক্ত করিয়া, স্বামীর কর গ্রহণ পূর্ব্বক একাসনোপবিষ্টা হইয়া, পতির বিদ্যালাভের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অনুদিন নব নব প্রেমধারা সুখসাগরে নিমগ্না হইয়া থাকিলেন। কালিদাস পরমসুন্দরী নানা গুণবতী তরুণীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত কাব্যগ্রন্থ চতুষ্টয় রচিত করিলেন, যথা কুমার সম্ভব, রতিসংহার, মেঘদূত, শকুন্তলা প্রভৃতি সে চারি খানি কাব্য এ হিন্দুস্থানে অদ্যাবধি অধ্যয়নাধ্যাপনা পরম্পরাতে পণ্ডিত সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আছে।

এদিকে রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ সভা হইতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কালিদাসকে নিজ সভায় গমন জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন তৎ পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের অষ্টরত্ন ছিল কালিদাসকে পাইয়া নবরত্নের মিলন হইল।

যথা—

"ধন্বন্তরি ক্ষপণকামর সিংহ শঙ্কু
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতা বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

এই কবিতাটি আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি এবং অদ্যাপি এই কবিতা আমাদিগের কর্ণকুহকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিক্রমাদিত্য নবরত্ন পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন —আহা, কি, সুখময় চিত্র—! ইহা ভাবিতেও অপূর্ব্ব সুখ। বররুচি ও কালিদাস উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কবি, বাগ্বিতণ্ডা করিতেছেন,—বিক্রমাদিত্য সেই বিবাদ ভঞ্জনের জন্য সম্মুখস্থিত শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিয়া হাস্যমুখে উভয়কে তদবলম্বনে কবিতা রচনা করিতে বলিতেছেন—একজন বলিতেছেন।

"শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"

পরক্ষণেই অপরে বলিতেছেন

নীরসতরুরয়ং পুরতো ভাতি"।

কখনও স্বরস্বতী স্বয়ং জয়ন্তীবেশে তাম্বুল বিক্রয়ের ছলে উভয়ের বিবাদভঞ্জন করিতেছেন। কখনও বা কালিদাস চন্দ্রকরে আর্দ্রচিত্ত হইয়া কলঙ্ক চিহ্নের প্রতি স্বীয় বিরাগ দেখাইবার জন্য বলিতেছেন

একো হি দোষো গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

আবার দারিদ্র্য নিপীড়িত ঘটকর্পর ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তদুত্তরে বলিতেছেন

"একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দো রিতি যো বভাষে

ন্যূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্য দোষো গুণরাশি নাশী।”

এই সমস্ত কি সুখময় চিত্র! কেন এই সুখময় চিত্রসমূহ বিবর্ণ করিতে যাইব? এই সুখময় চিত্র কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির চিত্ত বিমোহিত না করে? এই চিত্রগুলি কেবল আকাশ-কুসুম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আকাশ-কুসুমে স্বর্গীয়সৌরভ আছে।

রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র।

এতদ্দেশীয় লোকেরা কহিয়া থাকেন যে বিক্রমাদিত্য নামে কেবল একজন রাজা ছিলেন পরন্তু কাপ্তান উইলফর্ড সাহেব অনেক অনুসন্ধানানন্তর লিখিয়াছেন যে ঐ নামধারি অষ্ট অথবা নব সংখ্যক ব্যক্তি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং প্রায় সকলেই শালিবাহন, শালবান, নৃসিংহ অথবা নগেন্দ্র নামক শক্রর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। বিক্রমাদিত্য নামা অনেক ব্যক্তি রাজত্ব করিলেও কেবল একজন মহাবল পরাক্রান্ত এবং যশস্বী হইয়াছিলেন অতএব কয়জন মহীপাল ঐ নামধেয় ছিলেন এস্থলে তাহার বিচার না করিয়া কেবল উজ্জয়িনীর অধিপতি বিখ্যাত বীর বিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতেছি।

অন্যান্য প্রাচীন মহোদয় পুরুষদিগের ন্যায় বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্তেও অনেক অসম্ভব বর্ণনা ও অলীক কথার উল্লেখ আছে আমরা এই সত্যাসত্য মিশ্রিত বিজাতীয় ইতিহাস রাশি হইতে সম্ভাব্য কথা নির্বাচন করিয়া সম্বৎ বর্ষ গণনার মূল মহা প্রতাপি উজ্জয়িনী রাজের নাম চিরস্মরণীয় করিতে চেষ্টা করিব।

গন্ধর্ব্বসেন নামক এক ব্যক্তি ধারা নগরীয় ধাররাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল তাহা হইতে বিক্রমাদিত্যের জন্ম হয়। বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্রেয় অথচ জ্যেষ্ঠ এক ভ্রাতা ছিলেন তাঁহার নাম

ভর্ত্তৃহরি, ধাররাজ ঐ দুই দৌহিত্রের বিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিতেন, কথিত আছে এক দিবস তাহাদিগকে নিজ সমীপে আহ্বান করিয়া বিদ্যোৎসাহি করনার্থ এই রূপে উপদেশ করিয়া ছিলেন, "ওরে বাছারা বিদ্যাহীন যে মনুষ্য সে পশু অতএব নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে যত্নেতে প্রসন্ন করিয়া তাঁহারদের প্রমুখাৎ আপনার হিত শুনিয়া বেদ ও ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্ঞানশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববিদ্যা ও নানাবিধ শিল্পবিদ্যা উত্তম রূপে অধ্যয়ন কর, এই সকল বিদ্যাতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও, ক্ষণমাত্র বৃথা কালক্ষেপ করিও না, হস্তি অশ্ব রথারোহণে সুদৃঢ় হও ও নিত্য ব্যায়াম কর ও লম্ফেতে উল্লং-ম্ফেতে ও ধাবনেতে ও গড় চক্র ভেদেতে ও ব্যূহ রচনাতে ও ব্যূহ ভঙ্গেতে নিপুণ হও ও সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয় এই ছয় রাজগুণে ও সাম দান ভেদ দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও"। ভর্ত্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য মাতামহ প্রমুখাৎ এই সকল হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া বহু যত্ন পুরঃসর বিদ্যার্থি হইয়া পঠিত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইলেন, ভর্তৃহরি যোগি গোরক্ষ নাথের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন এবং পরে পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণের সূত্র সংকলন করিয়া এক গ্রন্থ লেখেন আর কতিপয় কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন।

ধাররাজ দৌহিত্রদিগের পাণ্ডিত্য বুদ্ধি ও কার্য্য কৌশল দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে মালুয়া রাজ্যে অভি-ষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। এই কথা পরম্পরায় বিক্রমাদিত্যের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি মাতামহের নিকট যাইয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, "ভর্ত্তৃহরি আমার জ্যেষ্ঠ, তিনি থাকিতে আমার রাজত্ব গ্রহণ উচিত হয় না, বরং আমি তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিব।" ধাররাজ বিক্রমাদিত্যের এমত নিস্পৃহতা ও মহানুভবত্ব দেখিয়া

চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ভর্ত্তৃহরিকেই মালুয়া দেশের রাজা করিলেন, কিন্তু রাজকীয় কার্য্য সকল বিক্রমাদিত্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে লাগিল এবং উজ্জয়িনী নগরী রাজধানী হইল।

ভর্ত্তৃহরি বিদ্বান হইলেও অতিশয় স্ত্রৈণ্য প্রযুক্ত সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকিতেন এবং প্রজা পালনার্থ পরিশ্রমে কাতর ছিলেন, এ নিমিত্ত বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে ঐ দূষ্য ব্যবহার ত্যাগ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ফল উৎপন্ন হয় নাই, বরং তাঁহার মনে ভ্রাতার প্রতি বিরুদ্ধভাব উদয় হইয়াছিল। ভর্ত্তৃহরি স্ত্রীর কুমন্ত্রণা কুহকে বদ্ধ হইয়া অনুজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিরত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় সমীপে আসিতে বারণ করিলেন। বিক্রমাদিত্য অগ্রজের নিকট এই প্রকার অপমানিত হইয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, এই সময়ে তিনি বিবিধ দেশ ভ্রমণ করিয়া বিবিধ জাতির শিল্প-বিদ্যা ও রাজকীয় ধারা এবং রীতিনীতি নিরীক্ষণ করিয়া বহুদর্শিত্ব উপার্জ্জন করেন, অপর ঢাকার দক্ষিণ ভাগে গমন করিয়া তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেস্থান তাঁহার নামানুসারে বিক্রমপুর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি বিখ্যাত আছে পরে গুজরাট দেশস্থ এক মহাজনের বাটিতে আসিয়া বাস করেন।

ইতিমধ্যে ভর্ত্তৃহরি স্বীয় মহিষীর অসতীত্ব দর্শনে অত্যন্ত অসুখী হইয়াছিলেন এবং সংসারাশ্রমে বিরক্ত হইয়া বন প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহাতে মালুয়া দেশ অরাজক হয় এবং প্রজাগণ ধন প্রাণের ভয়ে ঘোর দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য ইহা শুনিয়া গুজরাট দেশ হইতে আগমন করত উজ্জয়ি-

নীর সিংহাসনে আরোহরণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার বল বীর্য্য ও কর্ম্ম কৌশল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি বঙ্গ কোচবেহার গুজরাট ও সোমনাথ প্রভৃতি দেশ সকল ক্রমশঃ অধিকার করিলেন। যুধিষ্ঠিরের বংশ শ্রীভ্রষ্ট হইলে পর মগধ রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে এবং রাজগৃহ তাহার রাজধানী হয়, তথায় শিশুনাথ বংশীয় রাজারা যখন রাজত্ব করেন তৎকালে পারস্যরাজ দেরাইয়স হিস্তাস্পিস ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ জয় করিয়া অষ্টলক্ষ মুদ্রার অধিক বাৎসরিক রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, তাঁহার মরণানন্তর জয়সেস পিতৃপদে অভিষিক্ত হইয়া গ্রীশ দেশ আক্রমণের উদ্যোগ কালে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করেন। শিশুনাগ বংশোদ্ভব নৃপতিদের সময়ে শুদ্ধোদনের পুত্র শাক্যসিংহ অথবা গৌতম এতদ্দেশের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারদের পর যে যে মহীপালেরা মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের সর্ব্বাপেক্ষা সান্দ্রকতস অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত, তিনি সিলুকস নাইকেতরের বন্ধু এবং জামাতা ছিলেন যিনি আলেগজন্দর রাজার পরে সিরিয়া দেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হন, ঐ সিলুকসের দূত মিগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থিতি করিতেন তিনিই ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত গ্রীক গ্রন্থকারদিগকে জ্ঞাপন করেন, খ্রীষ্টের ২৯২ বর্ষ পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের লোকান্তর প্রাপ্তি হয় তৎপরে যে২ ভূপতি হয়েন তাহাদিগের মধ্যে অশোক রাজা অতি বিখ্যাত, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার করণার্থে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন এবং স্থানে২ চিকিৎসালয় স্থাপন করেন ও সাধারণের প্রতি সুনীতির উপদেশ দিতেন। আলেগজন্দর রাজা দিয়া, কাহার২ মতে শতদ্রু, নদী পর্য্যন্ত আসিয়া ছিলেন তাহার প্রত্যাগমন হইলে পর গ্রীকেরা বাক্ত্রিয়া অর্থাৎ বক দেশে এক রাজ্য স্থাপন করে পঞ্জাবের অধিকাংশ সেই

রাজ্যের অধীন ছিল ঐ রাজ্যে ১৩০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল থাকিয়া পরে শক অর্থাৎ সিদিয়ান জাতির দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়! খ্রীষ্টের পর শত বর্ষের মধ্যে সিদিয়ানেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ জয় করত সর্ব্বত্র আপনাদের শক্তি বিস্তার করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল কিন্তু বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে দমন করিয়া স্বদেশের মান রক্ষা করেন এই নিমিত্তে তাঁহার নাম শকারি হইয়াছিল। তিনি মালুয়া দেশে রাজধানী স্থাপনের অগ্রে পালিবথ ও কান্যকুব্জ নগরে বাস করিতেন, আর অযোধ্যা পুরীকে উচ্ছিন্ন দেখিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করেন।

যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ তৎকালে শকাদিত্যের শাসনে ছিল, বিক্রমাদিত্য উড়িষ্যা প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া শকাদিত্যের প্রভাব ভগ্ন করিবার মানসে যুদ্ধারম্ভ করিলেন এবং তাহাকে রণশায়ি করিয়া সমুদয় ভারতভূমি একচ্ছত্রা করত সর্ব্বত্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন তাহাতে ইন্দ্রপ্রস্থ ও মগধের মহিমা বিলুপ্ত হইল এবং উজ্জয়িনী সমস্ত ভারতবর্ষের রাজপুরী হইয়া উঠিল।

বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্তে অনেক সত্যাসত্য মিশ্রিত উপন্যাস আছে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা রাজার গৌরব বৃদ্ধি করণার্থ তাহা কল্পিত করিয়া থাকিবেন ফলতঃ বিক্রমাদিত্যের তাল, বেতাল সিদ্ধি অর্থাৎ ঐ নামে বিখ্যাত দুই দৈত্যকে আপনার শাসনাধীন করা ও দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা সহিত সিংহাসন লাভ এবং কুব্জ কুব্জী নামে প্রসিদ্ধ দুই মায়াবিকে বশীভূত কারণ আর তাহারদের অদ্ভুত ক্রিয়া এই ২ বিষয়ের উপকথা পূর্ব্বাঞ্চলস্থ সামান্য অসম্ভব গল্পের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এ সকল অসম্ভব বৃথা গল্পে পাঠক বর্গের মনোযোগ করিবার প্রয়োজন বিরহে সমুদয় বিবরণ না লিখিয়া উদাহরণার্থ কতিপয় কথা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কথিত আছে একজন সন্ন্যাসী রাজার নিকট প্রত্যহ আসিয়া একটী শ্রীফল উপঢৌকন স্বরূপে প্রদান করিত, রাজা ঐ ফল গ্রহণ করিয়া ভাণ্ডারে রাখিবার নিমিত্ত মন্ত্রিহস্তে সমর্পণ করিতেন। একদিবস দৈবাৎ ঐ লোভনীয় ফল এক বানরের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন তাহাতে কপির দন্তাঘাতে ফল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহার অন্তর হইতে মণি মাণীক্য ভূমিতে পড়িতে লাগিল নরপতি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পর দিবস তাপস আসিলে ঐ আশ্চর্য্য উপঢৌকনের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সন্ন্যাসী তাঁহাকে কহিল যদি এ বিষয়ের তথ্য জানিতে বাঞ্ছা করেন তবে আমার সহিত আগমন করুণ, রাজা তাহাতে সম্মত হইলে এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাঁহাকে কালিকাদেবীর মন্দিরে লইয়া গেল সন্ন্যাসীর মানস ছিল যে ঐ নিভৃত স্থানে রাজাকে একাকী পাইয়া তাঁহারি মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাল বেতাল সিদ্ধ হইবে কিন্তু বেতালের সাহায্যে রাজা স্বয়ং কালীর নিকট সন্ন্যাসির শিরচ্ছেদ করিয়া তাল বেতাল সিদ্ধ হইলেন এবং এই প্রভাবে যাহা মনে করিতেন তাহাই করিতে পারিতেন ঐ সময়ে বেতাল রাজাকে যে পঞ্চবিংশতি উপাখ্যান কহে তাহা বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে।

আরও কথিত আছে কোন সময়ে ইন্দ্রের সভাতে রম্ভা ও উর্ব্বশীর মধ্যে গুণের তারতম্য বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার মীমাংসার্থ বিক্রমাদিত্য আহুত হইয়াছিলেন তিনি তদ্বিষয়ের যে সমাধা করেন ইন্দ্র তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা বাহিত সিংহাসন প্রদান করেন, বিক্রমাদিত্য ঐ সিংহাসনে বসিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে ঐ সিংহাসনের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল, যে ব্যক্তি তাহাতে বসিতেন তিনি স্বভাবতঃ সদ্বিচার করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতে

পারিতেম, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের লোকান্তর প্রাপ্তির পর তাহা ভূমিসাৎ হয়।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু বিবরণও অলীক কথায় পরিপূর্ণ কথিত আছে তিনি কালীর পূজা করাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে ধরণীমণ্ডলে অদ্ভুত জাত এক ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কেহ তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেক না, সেই অদ্ভুত ব্যক্তির নিশ্চয় করণার্থ ভূপতির মন অস্থির হয় এবং বেতালকে তাহার অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন বেতাল অন্বেষণ করত তত্ত্ব জানিয়া নিবেদন করিল যে প্রতিষ্ঠান পুরে এক কুম্ভকারের কন্যা দ্বাদশমাস গর্ভ ধারণানন্তর এক পুত্র প্রসব করিয়াছে ঐ কুমার বাল্যক্রীড়ায় মত্ত হইয়া কতিপয় মৃত্তিকা নির্ম্মিত অশ্ব, গজ, সৈন্য সামন্ত লইয়া ব্যূহরচনা করত স্বয়ং সেনাপতির কর্ম্ম করিতেছে। বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে যাত্রা করত শালিবাহন নামক ঐ বালকের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধ করণার্থ তাহাকে আহ্বান করিলেন। বালক তৎক্ষণাৎ কর্দ্দম নির্ম্মিত অশ্ব গজ সৈন্য সামন্তকে ইন্দ্রজাল শক্তি দ্বারা সজীব করিয়া রাজার সহিত রণে প্রবৃত্ত হইল এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার মুণ্ডপাত করিল।

এই প্রকার অলীক গল্পে বোধ হয় আমারদের ইতিহাস রচকদিগের মানসিক ভাব অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছিল সুতরাং যাহারা পূর্ব্বতন কালের বৃত্তান্ত মনুষ্য বর্গের স্মরণে রাখিতে চাহেন অথচ অমূলক কল্পিত জল্পনাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা না করেন তবে তাহারদের চেষ্টায় ঐ সকল লেখকদিগের রচিত গল্পাদি ঘটিত বৃত্তান্ত ভয়ানক বাধা জনক হইয়া উঠে ঐ গল্প রচকদিগের তাৎপর্য্য এই যে এমত ক্ষমতাবান ও প্রজা বৎসল রাজার গুণ কীর্ত্তন করিবেন যিনি নানাবিধ আপদ্গ্রস্ত হইলেও বুদ্ধি কৌশল

ও বিজাতীয় পরিণাম দর্শিতা গুণদ্বারা বিদেশীয় শত্রু ও স্বদেশীয় বিদ্রোহি সকলের দমন করণে সমর্থ ছিলেন আর অবশেষে অপূর্ব্ব অতিশয় বলবত্তর নৃপতির আক্রমণে বিনষ্ট হয়েন। কোন কোন সিদ্ধান্তকারের মতে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু সম্বন্ধীয় অদ্ভুত বিবরণের অর্থ এই যে তদীয় বর্ষ অর্থাৎ সম্বৎ শালিবাহনের অর্থাৎ শকাব্দা প্রচলিত হওয়াতে বিলুপ্ত হয়।

মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসে লিখিত আছে যে শালিবাহন বিক্রমাদিত্যের সহিত ব্যাপক কাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে এই পণে সন্ধি করিয়াছিলেন যে নর্ম্মদা নদী বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের দক্ষিণ সীমা এবং আপনার রাজ্যের উত্তর সীমা থাকিবেক এবং তৎপরে তাঁহারা উভয় স্ব স্ব রাজ্যে আপনই শক প্রচলিত করিয়াছিলেন সাধারণের মতে কলিযুগের ৩০৪৪ বর্ষে খ্রীষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয় আর সেই অবধি সম্বৎ বর্ষ গণনা হইয়া থাকে, ত্রৈলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে অদ্যাবধি ঐ গণনা চলিত আছে, শালিবাহনের বর্ষের নাম শক অথবা শকাব্দা, খ্রীষ্টীয় ৭৮ বৎসরে তাহার আরম্ভ হয়, সম্বৎ ও শকাব্দার অঙ্ক পরস্পর ব্যবকলন করিলে ১৩৫ বৎসর অন্তর থাকে সুতরাং বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন যে এক কালে উদয় হইয়াছিলেন তাহাতে মহা সংশয় জন্মে এ সংশয় ছেদ করিবার কেবল একমাত্র উপায় দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি সম্বৎ গণনা ও শালিবাহনের মরণাবধি শকাব্দার আরম্ভ কল্পনা করিলে এ বিষয়ের সমম্বয় হইতে পারে এবং এপ্রকার গণনানুসারে বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন।

কেহ কেহ বলেন বিক্রমাদিত্য এক-ঈশ্বরবাদী ছিলেন, তবে যে কালিকা দেবীর মন্দিরে দেব বিগ্রহ স্থাপন করেন সে কেবল সাধারণ লোকদিগের সন্তোষার্থ, একথা সত্য হইলে লৌকিক মত

ও আচার দূষ্য বোধ করিয়া স্বয়ং তদ্বিষয়ে উৎসাহ দেওয়াতে তত্ত্ব জ্ঞানির উপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই সুতরাং তাঁহার আচরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে, কেননা তিনি যে মতানুসারে ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিতেন, মনে মনে তাহাতে বিলক্ষণ অশ্রদ্ধা ছিল, পরন্তু সাধারণ লোকের অবিদ্যার প্রতিপক্ষ হইয়া স্ব স্ব মতানুযায়ি ব্যবহার করা রাজারদের পক্ষেও সুকঠিন একারণ বিক্রমাদিত্যের প্রতি অধিক দোষারোপ করা যায় না, যাহা হউক তিনি কাহাকেও স্ব স্ব মতানুযায়ি ধর্ম্ম সাধন করিতে নিষেধ করেন নাই যে ব্যক্তি যে মতাবলম্বি হউক সকলকেই অবাধে স্ব স্ব মতানুসারে কর্ম্ম করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে পরস্পর যে বিরোধ ও তুমুল কলহ হইত তাহা ভারতবর্ষের কোন খণ্ডে অপ্রকাশ নাই কিন্তু বিক্রমাদিত্য কোন দলের আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য করত রাজ শক্তি প্রকাশ করেন নাই, কবিবর কালিদাস ও কোষকার অমর সিংহ পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বি হইলেও উভয়েই নবরত্ন নামে বিখ্যাত, রাজপণ্ডিত বৃন্দের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, কালিদাস রাজার নিকট মহা সমাদর প্রাপ্ত হয়েন আর অমর সিংহও তাঁহার অতি বিশ্বাস পাত্র ছিলেন ও সর্ব্বদা সভায় উপস্থিত থাকিতেন রাজা তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া তাঁহার সহিত সহবাস করিতে কিঞ্চিন্মাত্র বিরাগ প্রকাশ করেন নাই এবং তাঁহার চরিত্রে যে যে গুণ দেদীপ্যমান ছিল তাহাও স্বীকার করিতে সঙ্কোচ করেন নাই যাহা হউক বিক্রমাদিত্যের চরিত্রে এই এক মহানুভবত্বের বিশেষ লক্ষণ বটে, যে তিনি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও প্রজার মানসিক স্বাধীনতার ব্যতিক্রম করেন নাই। কেহ কেহ বলেন তাঁহার রাজ্য কালে প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক দ্বেষ ও মাৎসর্য্য শিথিল হইয়াছিল এই নিমিত্তে রাজাও সকলের স্ব স্ব অভিমতানুসারে ধর্ম্মসাধন

করিবার অনুমতি সহজে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, যদি প্রজারা বাস্তবিক তৎকালে মাৎসর্য্য হীন হইয়া থাকে তবে তাহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় রাজার সদাশয়ত্বের হেতু, ও ফল, উভয়ই স্বীকার করিতে হইবে।

বিক্রমাদিত্য যে সদাশয় ছিলেন তাহার আরও ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়, সমূদয় ভারতবর্ষকে একচ্ছত্র করিয়া দেশীয় সমস্ত সম্পত্তি ও বিভব নিজস্ব বলিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন তথাচ এস্থা খগুস্থ অন্যান্য ঐশ্বর্য্যশালি ভুপতিদের ন্যায় ঐহিক সুখভোগে আসক্ত অথবা পরিশ্রম করণে কাতর হয়েন নাই, বরং তাঁহার ঐশ্বর্য্যভোগে এতাদৃশ বিতৃষ্ণা ছিল যে সামান্য শয্যাতে শয়ন ও মৃত্তিকার পাত্রে জলপান করিতেন। রাজ্য শাসন প্রজাপালন সুবিচার ও বিজ্ঞতা প্রভৃতি তাঁহার যশ এমত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল যে কবি ও পুরাবৃত্তলেখকেরা তাঁহার গুণ-বর্ণনে স্তাবকতা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন তিনি অনেক দেশ পর্য্যটন পুর্ব্বক নানা প্রকার হিতকর জ্ঞান-রাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন আর প্রজাপুঞ্জের বিদ্যাধ্যয়নে মহোৎসাহ প্রদান করত আপনিও বিদ্যানুশীলনে ক্রটি করেন নাই, কথিত আছে তিনি ভূগোল বৃত্তান্ত বিষয়ক এক পুস্তক রচনা করিয়া স্বহস্তে লিপি বদ্ধ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের জনৈক রাক্ষসীর সহিত সন্দর্শন ও তাহার সমস্যাপুরণ বিষয়ক এক গল্প আছে তাহাতে তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা প্রকাশ পায়। ঐ রাক্ষসী কোন সময় তাঁহার নিকট আসিয়া কহিয়াছিল যে আমার কএক সমস্যা আছে যদি শীঘ্র তাহার পুরণ না কর তবে তোমার রাজ্যস্থ প্রজাদিগকে সংহার করিব; নিশাচরীর সমস্যা ও রাজার উত্তর এস্থলে লেখা যাইতেছে, যথা।

প্রশ্ন। পৃথিবী হইতে গুরুতরা কে, গগন হইতে উচ্চতর কে, তৃণ হইতে লঘুতর কে, এবং পবন হইতে বেগগামী কে?

উত্তর। জননী পৃথিবী হইতেও গুরুতরা, পিতা গগণ হই-তেও উচ্চতর, ভিক্ষুক তৃণ হইতেও লঘুতর এবং মন পবন হই-তেও বেগগামী ॥

প্রশ্ন। ধর্ম্ম কি প্রকারে জন্মে, কি প্রকারে প্রবৃত্ত হয়, কি প্রকারে স্থাপিত হয়, এবং কি প্রকারেই বা বিনষ্ট হয় ?

উত্তর। দয়াতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, সত্যেতে প্রবৃত্তি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং লোভে বিনাশ হয় ॥

প্রশ্ন। মহারাজ কাহাকে কহা যায়, বৈতরণী নদীই বা কে, কামধেনু কে ও কাহার সন্তুষ্টি হইলে মনে সন্তোষ জন্মে ॥

উত্তর। যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করেন তিনিই মহা-রাজ, আশাই বৈতরণী নদী, বিদ্যাই কামধেনু, আর পরমাত্মার তুষ্টিতেই মনের তুষ্টি ॥

এইরূপ সমস্যা পূরণ হওয়াতে রাক্ষসী তুষ্টা হইয়া নিজ মন্দিরে প্রস্থান করে ॥

চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় অনেক অনেক নরপতি দোর্দণ্ড প্রতাপযুক্ত ছিলেন এবং স্বীয় স্বীয় রাজ্য পালনে অদ্ভুত কৌশল অথচ রণ-ক্ষেত্রে বিচিত্র বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক বিখ্যাত হইয়াছিলেন আর বৃত্তিদ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে প্রবৃত্ত করাইতেন ও সুখকর শিল্পবিদ্যার অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিতে অনেকেরই যত্ন ছিল, কিন্তু কোন মহীপাল পণ্ডিতগণের গুণ গ্রহণে অথবা পদার্থ সাহিত্য শিল্পাদি বিদ্যার সমাদরে বিক্রমাদিত্যের তুল্য যশস্বী হইতে পারেন নাই ॥

বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিচিত্র ঘটনা হয়, ইউরোপ এবং এস্যা উভয় খণ্ডেই বিদ্যা ও সুনীতির বিষয়ে বিলক্ষণ ঔৎসুক্য প্রকাশ হইয়াছিল, তৎকালে রোমানদিগের বিদ্যার সম্পূর্ণ পরিপক্কতা এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষার উপক্রম হয়,

ঐ দুই মূল কারণেই ইদানীন্তন ইউরোপীয় আচার ব্যবহার রাজনীতির বিশেষ শোধন হইয়াছে। যৎকালীন বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষে রাজা ছিলেন তৎকালীন অগস্তস রোম দেশে রাজ শাসন করেন, সে সময়ে ঐ দেশে বিবিধ প্রকার বিদ্বানের উদয় হইয়াছিল এবং অহরহ বিদ্যার চর্চ্চা হইত, লিবি নামে গ্রন্থকার রাজ বাটীর মধ্যেই সম্রাটের সমক্ষে পুরাবৃত্ত রচনার আলোচনা করিতেন, কোন স্থানে বর্জিল ইনিএসের ভ্রমণাদির বৃত্তান্ত মধুর স্বরে গান করিতেন, কোন স্থানে বা হোরেস কবিতার রস লালিত্য বিস্তার করত শ্রোতার মনোরঞ্জন ও চিত্তাকর্ষণ করিতে যত্ন করিতেন, আর কোন আশ্রমে গিয়া মনোহরচ্ছন্দে শ্লোক রচনা করত অদ্ভুত গল্প দ্বারা এই সংসারের নানা প্রকার বিকারের বর্ণনা করিতেন। সম্রাটের বন্ধু অথচ অমাত্য মেসিনাশও যথেষ্ট বদান্যতা পূর্ব্বক যাবদীয় বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবি লোকের সমাদর করিতেন, এবং সাহিত্য ও শিল্পবিদ্যারত লোকদিগকে মহা উৎসাহ দিতেন, সর্ব্ব কালের রাজা ও রাজপুরুষদের পক্ষে এবম্ভূত ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য, ইউরোপ এবং এস্যাখণ্ডে বিদেশীয় সংগ্রাম ও স্বদেশীয় বিদ্রোহিতায় যে যে অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে তাহা অভ্যস্তসের রাজত্ব কালে ছিল না, এমত নির্ব্বিরোধ সময়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে অন্তঃকরণে সুখোদয় হয়, রাজা তৎকালে স্বয়ং আমোদ করিয়া বিদ্যানুশীলন ও বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিতেন আর মেস্নিনাশ সদাশয় প্রযুক্ত প্রজাবর্গের জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন, রোমানেরা তন্নিমিত্ত তাঁহার এমত অনুরাগ করিত যে তাঁহার মরণানন্তর দেহের সমাধি করণ সময়ে সকলেই একচিত্তে কহিয়াছিল "ইনি চিরজীবী হইলে আমাদের মঙ্গল হইত।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা আরও এক ঘটনায়

মহোজ্জ্বল বিশিষ্ট কার্য্য হইয়াছিল, সে সময়ে সকলে তাহা জানিতে পারে নাই, বিবেচনাও করে নাই অর্থাৎ ঐ সময়ে য়িহুদা দেশস্থ বেথ্‌লেহেম নগরে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়। তিনি যে উপদেশ ও নিয়ম প্রচার করেন তদবলম্বনে অল্পকালের মধ্যে ইউরোপের সর্ব্বত্র লোকদিগের মতান্তর হইয়া উঠে ও তাহাতে সাধারণের মনে নূতন ভাবের উদয় হইয়াছিল ঐ খণ্ডের প্রায় সর্ব্বজাতিই সভ্য ভব্য ও নীতিজ্ঞ হয় তাহার লক্ষণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে।

এস্থলে আর এক আমোদ জনক বিষয় এই যে বিক্রমাদিত্যের কিয়ৎকাল পরে চীন দেশের মহীপাল পরম্পরাগত জনশ্রুতি দ্বারা প্রমাণ যে কংফুছের কথিত অদ্ভুত পুরুষের বিষয় নির্ণয় করিবার মানসে ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ দূতেরদের দ্বারা চীন জাতীয় লোকদের মন সারল্য ভ্রষ্ট হওয়ায়। দূতেরা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিল যে ভারতবর্ষে ফো নামা একজন ধর্ম্মোপদেশক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বোধ হয় চীন দেশেও এই প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিবেন।

বিক্রমাদিত্যের সময় কালে সংস্কৃত বিদ্যার চালনাতেও মহোজ্জ্বল হইয়াছিল তিনি অগস্তসের ন্যায় বিদ্যার অনুশীলন ও পণ্ডিত সকলকে উৎসাহ প্রদান করিতেন, তাঁহার সভাতে নবরত্ন নামে প্রসিদ্ধ নয় জন পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদিগের নাম, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি। ঐ সকল মহা মহোপাধ্যায়গণের নানা বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা ছিল, সকলেই প্রায় কাব্য শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, অমরসিংহ পদ্যেতে এক অভিধান সংগ্রহ করেন তাহা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে এবং সংস্কৃত বিদ্যার্থি মাত্রেই প্রথম শিক্ষার কালে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন॥

বরাহমিহির জ্যোতির্বিদ্যায় নৈপুণ্য প্রযুক্ত বিখ্যাত ছিলেন, অনুমান হয় তিনিই পদ্য রচিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে ভূগোল খগোল বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সংগ্রহকার, হিন্দুজাতিরা পদার্থাদি শাস্ত্রে কি পর্য্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিল ঐ সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং ভাস্করাচার্য্যের রচিত সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে তাঁহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, কথিত আছে বরাহমিহিরের নামান্তর ভাস্করাচার্য্য এবং তিনি ঐ নামে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বগদাদ নগরীয় হারুণ আলরসিদ ও মানসরের সভাস্থ হিন্দু ভিষকেরা উক্ত গ্রন্থ সমুহ প্রচার করেন, বোধ হয় আরবি লোকেরা খগোল বিদ্যানুশীলনে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কথিত আছে বেতালভট্ট বিক্রমাদিত্যের প্রসঙ্গে বহুবিধ গল্প বিষয়ক বেতালপঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থের রচনা করেন ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত বাঙ্গলা এবং হিন্দু সমাজেতে অদ্যাপি চলিত আছে কেহ কেহ বলেন বররুচি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লিখিয়াছিলেন তাহা অনেক কাল পরে নবদ্বীপস্থ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাপণ্ডিত ভারতচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় ছন্দোবন্দে সংগৃহীত হয়।

নবরত্নের মধ্যে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহোজ্বল করিয়াছিলেন, অনেক কালাবধি পণ্ডিতবর ঋষিরা সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেন বটে, কিন্তু কালিদাসের ভাব ভক্তিতে ঐ ভাষা আরও উন্নতি শালিনী হয়, বেদের অন্তর্গত সংহিতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের পাণ্ডিত্যের প্রথম জাত ফল, পরে বাল্মীকি কবি যশের আকাঙ্ক্ষায় কবিতা লতার শাখারূঢ় হইয়া রামচন্দ্রের উপাখ্যান মধুরাক্ষরে গান করেন, অনন্তর অষ্টাদশ পুরাণ রচক বলিয়া বিখ্যাত ব্যাস ঋষির উদয় হয়, তিনি বিবিধ রস ও অলঙ্কারের সহিত সুরবীরগণের ইতিহাস বর্ণনা করেন; কিন্তু কালিদাসের রচনা কাব্যরসে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষাও

শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়া থাকে পুরাণাদির প্রতি লোক সমাজের মহতী শ্রদ্ধা আছে ফলতঃ পূর্ব্বতন কালের যথার্থ বৃত্তান্ত এক্ষণে অপ্রাপ্য, কেবল পুরাণের মূল কথা হইতে তখনকার চলিত মত ও লোকাচারের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান সংকলন করা যায়! অতএব প্রাচীন বিবরণের অনুসন্ধানকারীরা অবশ্য ঐ সকল গ্রন্থকে মহামূল্য বোধ করিতে পারেন। তথাচ বিদ্যার্থি ছাত্রগণ তাহাতে প্রায় হস্তক্ষেপ করে না আর পুরাণ ব্যবসায়ি লোক অর্থাৎ পূর্ব্বতন গল্প ও কবিতা পাঠই যাহাদের উপজীবিকা তদ্ভিন্ন অন্য কেহ প্রায় তাহা পাঠ করে না, পরন্তু কালিদাসের রচনা তদ্রূপ নহে তাঁহার রচিত কাব্যাদি গ্রন্থ সাহিত্য বিদ্যার প্রধান অঙ্গ রূপে ধার্য্য হইয়াছে, সকলেই কাব্য ও নাটক বিষয়ে তাঁহার ভাব শক্তি অদ্যাপি অতুল্য জ্ঞান করেন একারণ স্যার উলিয়ম জোন্স তাঁহাকে "হিন্দুদের সেক্সপিয়র রূপী" বলিয়া সমাদর পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন, স্বদেশী বিদেশী সকলেই তাঁহার রচিত শকুন্তলা নাটক প্রভৃতির প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং তাহা ইংরাজি ফ্রেঞ্চ ও জর্ম্মান ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত তিনি বিক্রমোর্ব্বশী, হাস্যার্ণব এবং মালবিকাগ্নিমিত্র নামক গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন ও অন্যান্য কাব্য রচনা করিয়া বিদ্যানুরাগি পণ্ডিত ব্যূহের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত, শৃঙ্গার তিলক, প্রশ্নোত্তরমালা, শ্রুতবোধ, ঋতুসংহার, প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে যদিও কোন কোন স্থলে অশ্লীল দোষ ও ব্যর্থ যমকাদি আছে তথাপি তৎসমুহ পণ্ডিত মাত্রের নিকট আদৃত হয়। কালিদাসের যশ তৎকালীন লোকসমাজের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যপ্ত হইয়াছিল, ভূরি ভূরি পণ্ডিত অন্যান্য রাজ সভায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পূর্ব্বক সকলকে জয় করত মহাগর্ব্বে উজ্জয়িনীতে তাদৃক আশায় আগত হইতেন

কিন্তু তাহাদের অন্যত্র লব্ধ বিজয়পত্রিকা কালিদাসের পাণ্ডিত্য জ্যোতিতে শীর্ণ হইয়া যাইতেন, কালিদাস নিজ উজ্জ্বল প্রভায় তাহারদের দীপ্তি মিলন করিয়া দর্প চূর্ণ করিতেন। ঘটকর্পর কালিদাসের সহিত অনেককাল পর্য্যন্ত বিবাদ করিয়া আপনি শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইতে যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে পরাভব স্বীকার করেন।

কালিদাসের এই এক মহাযশ যে ঐ ঘটকর্পর তাঁহার চির বিরোধী হইয়াও অবশেষে নিম্ন লিখিত শ্লোকে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। যথা।

কুসুম সমূহ মধ্যে, জাতী মনোহর,
নগর নিকর মধ্যে কাঞ্চী রম্যতর॥
পুরুষ প্রধান বিষ্ণু, রম্ভা নারীবরা।
রাম নৃপশ্রেষ্ঠ, গঙ্গা নদী পুণ্যতরা॥
মাঘ কাব্যে শ্লাঘ্য হয় সাহিত্য মণ্ডল।
কালিদাস যোগে কবি সমাজ উজ্জ্বল॥

বিক্রমাদিত্য কেবল নব্য পণ্ডিতদিগের মহা সমাদর করিতেন এমত নহে প্রাচীন পুরাণাদি পুস্তক শুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করণার্থও বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং ঐ অভিপ্রায়ে স্বয়ং বারাণসীতে প্রস্থান করিয়া তথাকার মান্যবর পণ্ডিতগণকে পুরাণ পাঠ করণার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন ঐ সকল গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন তালপত্রে লিখিত হইত একারন সহজেই বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং যত্নের কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই নষ্ট হইয়া যাইত। বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে অধ্যক্ষ করিয়া তাহা নানা আদর্শের সহিত ঐক্য করত উত্তমরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে আদেশ করেন এইরূপে কালিদাস হইতে রামায়ণ ও মহাভারত শুদ্ধ হইয়া ইদানীন্তন ধারায় প্রচলিত হয়। অতএব গ্রীকরাজ পিসিস্ট্রেতসের সভাস্থ

করিয়া হোমরের গ্রন্থের সম্বন্ধে যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন কালিদাসও পুরাণাদির সম্বন্ধে তদ্রূপ করেন।

বিক্রমাদিত্যের জীবনবৃত্তান্ত ও তদীয় রাজ্যকালের বিবরণ সমাপ্ত করিবার অগ্রে আমরা গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারদের কথা প্রমাণ আর এক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি তাহাতে বোধ হইবে বিক্রমাদিত্যের সময়ে হিন্দুজাতীয় লোকেরা আপনাদের "আর্য্যবর্ত্ত" ভুমির বহির্ভাগে গমনাগমন করণে নিতান্ত বিরত ছিল না, আর তাহাদের মধ্যে গ্রীক ভাষানুশীলনেরও প্রথা চলিত ছিল, নিকলেয়স দামাসিনসের বচন প্রমাণ স্ত্রেবো কহেন যে ভারতবর্ষ হইতে রাজদূত নানাবিধ বিচিত্র জন্তু উপ-ঢৌকন স্বরূপ লইয়া রোমরাজ অগস্তসের নিকট প্রেরিত হইয়া-ছিল, ঐ সকল জন্তু রোমনগরে পাওয়া যাইত না, তাহার মধ্যে বাহুহীন অথচ চরণ দ্বারা হস্তের ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ এক মনুষ্য, এবং দশ হস্ত দীর্ঘ এক অজাগর, আর তিন হস্ত দীর্ঘ এক কচ্ছপ ছিল, দূতেরা রোমরাজের সমীপে এক লিপিও উপস্থিত করে তাহা চর্ম্মপত্রে গ্রীক ভাষায় লিখিত হইয়া পোরস নামক রাজার স্বাক্ষরিত ছিল, পোরস রাজা, কে? এবং কোন্ নগরেই বা রাজত্ব করিতেন? ইহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন, ডানবিল নামা ফেঞ্চ গ্রন্থকার কহেন তিনি উজ্জয়িনীর রাজা কিন্তু বোধ হয় পোরস (অর্থাৎ পূরুঃ) লেখকের নাম না হইয়া অগ্রগণ্য বাচক উপাধি মাত্র ছিল, কেননা ঐ গ্রীকপত্রে স্বাক্ষরকারি রাজা কহিয়াছিলেন যে তিনি ছয় শত নৃপতির মধ্যে সার্ব্বভৌম এবং প্রধান হইলেও রোমরাজের সহিত মিত্রতা করিতে বিশেষ প্রয়াসী আর তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম করিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

ঐ ভারতবর্ষীয় সার্ব্বভৌম উজ্জয়িনীর রাজা হউন বা না হউন কিন্তু উজ্জয়িনীর মাহাত্ম্যের যথেষ্ট প্রমাণ আছে ঐ উপরিস্থ

নগরীর যাম্যোত্তর রেখা যন্মাবধি হিন্দুদের জ্যোতিষ গণনায় প্রথম ধার্য্য হয় ও ইংরাজেরা সুক্ষ্ম গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে গ্রিনিচ হইতে তাহার পূর্ব্ব দেশান্তর ৭৫ ৫১০ এবং অক্ষাংশ ২৩ ১১ ১২॥

রাজাবিক্রমাদিত্যের চৌর কথা।

বিবেক সম্ভূত দয়া দানাদিতে রহিত যে পুরুষ তাহার যদি শৌর্য্য থাকে তবে সেই শৌর্য্য ঐ মনুষ্যের কুবৃত্তির কারণ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই, বিবেক রহিত অথচ বীর্য্যবান লোক অবশ্য পাপ কর্ম্ম করে, যেমত সরীসৃপ নামে এক ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্ম করণে সমর্থবান্ হইয়াও চোর হইয়াছিল ; তাহার উদাহরণ। উজ্জয়িনী নামক পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন তিনি এক দিন চৌর ব্যাপার দর্শনার্থে দরিদ্রের বেশ ধারণ করিয়া নিজ নগরে এক দেব মন্দির সন্নিধানে বসিয়া থাকিলেন পরে অন্ধকার যুক্ত রজনীর মহানিশা সময়ে চারি জন চোর সেই স্থানে আসিয়া এই পরামর্শ করিল যে গৃহ হইতে আনীত অন্ন ভোজন করিয়া সবল হইয়া কোন ধনবানের গৃহে প্রবেশ করিব। সেই সময় রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টান্ন আমাকে দিবে। চোরেরা সতর্ক হইয়া বলিতেছে তুই কে ? রাজা কহিলেন আমি দরিদ্র ক্ষুধায়ব্যাকুল হইয়া গমনাসমর্থ প্রযুক্ত পড়িয়া রহিয়াছি। পরে ঐ তস্করেরা এক মন্ত্র পাঠ করিল, তাহাব অর্থ এই নগর ও পথ মনুষ্য আর দ্রব্য, দিবসে যে প্রকার দৃষ্ট হইয়াছে রাত্রিতেও সেই সকল বস্তু এবং মনুষ্য তদ্রূপ দৃশ্য হউক, পশ্চাৎ কহিল ওরে দীন তুই কি কারণ এখানে রহিয়াছিস। রাজা উত্তর করিলেন হে মহাশয়েরা দেব সন্দর্শনার্থ অভ্যাগত লোকের

উদ্দেশে ভিক্ষার নিমিত্তে আমি এখানে আসিয়া ছিলাম, ভিক্ষা না পাইয়া বড় ক্ষুধিত আছি এখন কোথায় যাইব। চোরেরা কহিল যদি তোরে উচ্ছিষ্টান্ন দিই তবে তুই আমাদিগের কি কার্য্য করিবি? রাজা কহিলেন বড় বড় ধনিদিগের গৃহদর্শন করাইব আর তোমরা যে যে দ্রব্য চুরি করিবা তাহার ভার বহন করিব। তস্করেরা কহিল তবে থাক্ এবং ভোজনাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ কর, ইহা কহিয়া দরিদ্র বেশধারি রাজাকে কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টান্ন দিল। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য চৌরকর্ত্তৃক দীয়মান অন্ন বস্ত্রখণ্ডে রাখিয়া বেতালদ্বারা অপহরণ করাইয়া কহিলেন আমি আজি তোমাদিগের অনুগ্রহেতে চরিতার্থ হইলাম। অনন্তর ঐ চোর গণের মধ্যে সরীসৃপ নামে এক চোর কহিতেছে হে সখা আমি সকল শাকুনিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি তাহাতে শৃগালেরা যাহা কহে তাহা বুঝিতে পারি। অন্য তস্করেরা জিজ্ঞাসা করিল তুমি বুঝিতে পার। সেই সময় এক শৃগালের শব্দ শুনিয়া সরীসৃপ উত্তর করিল হে মিত্র সকল শুন ঐ জম্বুক কহিতেছে যে তোমাদিগের মধ্যে চারি ব্যক্তি চোর ও এক ব্যক্তি রাজা আছেন। অপর চোরেরা কহিল আমরা চারিজন চিরকালের পরিচিত, পঞ্চম লোক এই দুঃখী, ইহাকে দিবসে দেখিয়াছি এবং এই লোক সম্প্রতি আমাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিল তাহাও দেখিলাম অত-এব কি প্রকারে এই ব্যক্তিকে রাজাশঙ্কা হইতে পারে। সরীসৃপ পুনশ্চ কহিতেছে শৃগালের ভাষা মিথ্যা হয় না। পশ্চাৎ সহচর তস্করেরা কহিল ভয় জনক বাক্যের বাধা প্রত্যক্ষ হইলে তাহাতে কি শঙ্কা। তাহারপর সকলে উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া ঐ পাঁচ জন পুরপতি নামক এক ধনবানের গৃহে সিঁদ দিয়া প্রবেশ করিল এবং অনুসন্ধান করিয়া অনেক ধন চুরি করিয়া নগর বহির্দ্দেশে আসিয়া গর্ত্তে পুতিয়া রাখিল। পরে ঐ চারি তস্কর এক পুষ্ক-

রিণীতে স্নান করিয়া মদিরা শালায় প্রবেশ করিল। রাজা তাহা দেখিয়া নিজালয়ে আগমন করিলেন, পরে সভামধ্যে আসিয়া সমাগত লোক সকলকে বিদায় করিয়া এবং সিংহাসনে বসিয়া কোটালকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, ওরে পরের ভদ্রাভদ্র দর্শক! তুই নগর রক্ষক হইয়া রাত্রি ব্যাপার কিছু জানিতে পারিস্ না, এক্ষণে পিণ্ডিল নামক শুঁড়ির ঘরে চোর সকল যাইয়া মদ্যপান করিতেছে তাহাদিগকে শিকলেতে বদ্ধ করিয়া আন, কোটাল রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক সেখানে গিয়া চোরদিগকে শিকলে বাঁধিয়া রাজার নিকটে আনিল। নরপতি চোরগণকে দেখিয়া কহিলেন, হে আমার সখা তস্করগণ, তোমরা আমাকে চিনিতে পার? সরীসৃপ কহিল মহারাজ আমি সেই কালে তোমাকে চিনিয়াছিলাম কিন্তু এই সকল মিত্রেরা অতি দুষ্ট ইহারা শৃগালের ভাষা অতথ্য রূপে নিশ্চয় করিল আমি কি করিব মিত্র বাক্যে নির্ব্বোধ হইলাম। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে নীতিজ্ঞ লোক একাকী অভিলষিত কার্য্য করিয়া সুখী হয় কিন্তু অনেকের পরামর্শ অপেক্ষা করিলে তাহার বুদ্ধি স্বস্থান চ্যুত হয় আর যথার্থবেত্তা অথচ শূর এমত লোক কার্য্যোদ্যত হইয়া যদি অনেক লোকের বাক্য শুনে হে মহারাজ তবে সেই অনেক লোকের বুদ্ধি রূপ কর্দ্দমে পতিত হইয়া নষ্ট হয়। পরে রাজা কহিলেন হে চোর সকল পরোপদেশ জনিত জ্ঞানরূপ যে স্বকীয় প্রমাদ তাহাই গণনা করিতেছ, তোমাদের যে স্বজ্ঞান দোষজ ভ্রম ইহা বিবেচনা কর না। চোরেরা কহিতেছে মহারাজ আমাদের বুদ্ধির ভ্রম কি। নৃপতি কহিতেছেন তোমাদিগের বুদ্ধি নিশ্চয় ভ্রমযুক্ত, যে হেতুক তোমরা বীর বৃত্তিতে সমর্থ হইয়া চৌর্য্যব্যবসায় আশ্রয় করিয়াছ আলোক সকল যে শৌর্য্য হেতুক পৃথিবী মণ্ডলেতে

প্রধান হইতেছেন এবং ধনোপার্জ্জন করিয়া আনন্দ করিতেছেন ও পণ্ডিত সমূহেতে বেষ্টিত হইয়া পুণ্য ক্রিয়া এবং পবিত্র যশোলাভ করিতেছেন সেই সুখ্যাতি সম্পাদক মহত্তর শৌর্য্য তাহাতে তোমরা চৌরপথাবলম্বন করিয়াছ "হা" তোমাদের এই দুর্ম্মতি ত্যাগ হওয়া অতি কঠিন। তখন চোর সকল কহিতেছে, হে রাজাধিরাজ, দুর্ম্মতিই চৌর্য্যের কারণ হইয়াছে। তাহা শুনিয়া ভূপতি কহিলেন যদি তোমরা দুর্ম্মতি স্বীকার করিলে তবে কেন ত্যাগ না কর। পরে চোরগণ কহিল হে নরপতি আমাদিগের দারিদ্র্য ভার চৌর্য্য পরিত্যাগের প্রতিবন্ধক হইয়াছে যে হেতু দরিদ্র লোক পাপ কর্ম্মেই নিযুক্ত হয় এবং নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করায় ও চৌর্য্যাভ্যাস করায়, আর শঠতা শিক্ষা করায়, এবং নীচ লোকের উপাসনা করায়. ও কৃপণ লোকের নিকটে যাচ্ঞা করায়, দেখুন দারিদ্র্যদশা কোন্ কোন্ অবস্থা না করে? তাহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে তস্কর সকল, যে কালে আমার সহিত তোমাদের সখ্যতা হইয়াছে সেই সময় তোমাদিগের দরিদ্রতা ও গিয়াছে যে হেতুক তুল্যাবস্থাতে তুল্য ব্যক্তিতেই সখিভাব সম্ভব হয়, দেখ আমি এইক্ষণ তোমাদিগের সখ্যাশ্রয় করিয়া চুরি করিয়াছি, তোমরা আমার সহিত মিত্রতা করিয়া কি রাজ্য প্রাপ্ত হইবা না, অর্থাৎ অবশ্য রাজ্য পাইবা, তন্নিমিত্তে আমার সাক্ষাৎকারে দুষ্টক্রিয়া পরিত্যাগ স্বীকার কর। তখন চোর সকল কহিল কেন ত্যাগ না করিব। তাহা শুনিয়া ভূপতি বলিলেন সম্প্রতি তোমরা শিকলে বদ্ধ আছ অতএব আমার কথা স্বীকার কর, আর কোন্ দুষ্ট লোক পরায়ও হইয়া জিহ্বাগ্রে সম্ভূত বাক্যেতে দুর্ম্মতি ত্যাগ এবং গুণ গ্রহণ স্বীকার না করে, ভাল, যদি পুনর্ব্বার কুকর্ম্ম কর তবে এই

দশা প্রাপ্ত হইবা, ইহা কহিয়া পুরপতির ধন পুরপতিকে দিয়া চোরসকলকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। এবং তাহাদের মধ্যে সরীসৃপ নামক চোরকে শাল্মলী পুরের রাজা করিয়া ইতর চোরদিগকে স্বর্ণ দানেতে অদরিদ্র করিয়া তাহাদের আপন আপন স্থানে পাঠাইলেন। তার কিঞ্চিৎ কালের পর রাজা বিক্রমাদিত্য এই চিন্তা করিলেন যে সরীসৃপ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ইদানী কি ব্যবহার করিতেছে তাহা নিরূপণ করা উচিত যে হেতুক দুর্ব্বল লোকের গুরুভার বহন ও মন্দাগ্নি পুরুষের গুরু দ্রব্য ভোজন এবং দুর্ব্বুদ্ধি লোকের রাজ্যলাভ ও গৌরবপ্রাপ্তি এই সকল পরিণামে কোথায় সুখজনক হয়? অর্থাৎ শেষে সুখাবহ হয় না। অনন্তর নরপতি সুচেতন চারকে চোরের ব্যবহার নিরূপণ করিতে পাঠাইলেন। চার সেখানে গিয়া চোরের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া রাজ সন্নিধানে পুনরাগমন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে সুচেতন কি সমাচার? সুচেতন চার উত্তর করিল হে রাজাধিরাজ আমি আপনকার প্রিয় হই বা অপ্রিয় হই ইহা বিবেচনা করিব না কিন্তু তথ্য সংবাদ কহিব, চারের বিষয়ে মিথ্যা কথন অত্যনুচিত সে যে প্রকার মনুষ্য তাহা কহিতেছি যেমন মনুষ্য কাল চক্ষুতে কোন দ্রব্য দেখিতে পায় না সেই প্রকার নরপতি অসত্যবক্তা চার দ্বারা কোন সমাচার জানিতে পারিলেন্ না সেই কারণ আমি যে প্রকার দেখিয়াছি সেই রূপ কহিব মহারাজ শ্রবণ করুন, আপনি পরদ্রোহে নিপুণ এমত দুরাত্মাকে রাজ্যদান করিয়া অনেক লোকের বিপদ্ ঘটাইয়াছেন সেই চোর পুর্ব্বে দুর্ব্বল ছিল সম্প্রতি মহারাজ তাহাকে সম্রাট করিয়াছেন অতএব দুর্ব্বল লোক বলপ্রাপ্ত হইলে কি না করে অর্থাৎ সকল কুকর্ম্মই করে হে ভূপাল আপনি করুণার্দ্রচিত্ত এবং মহাশয় এই কারণ তাহার

দুরবস্থাই খণ্ডন করিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রকৃতি খণ্ডন্ করিতে পারেন নাই। রাজ্য রূপ বৃক্ষের যশ এবং পুণ্য ও সুখ এই তিন প্রকার ফল যে রাজা প্রাপ্ত না হইল তাহার রাজ্যেতে কি প্রয়োজন। সেই দুরাত্মা চোর সাধুলোকের দ্রব্য হরণ করিতেছে এবং মানী ব্যক্তির মান হানি করিতেছে ও আপন সুখেচ্ছার নিমিত্তে তাহার অকর্ত্তব্য কিছু নাহি, সে পরস্ত্রীগমন করিতেছে এবং আপন পরমায়ু চিরস্থায়ি করিয়া জানিতেছে আর কামাস্ত্রই দর্শন করিতেছে কিন্তু সময়ের অন্তদর্শন করিতেছে না এবং সে পাপ কর্ম্মে অবসন্ন নহে ও কুকর্ম্মেতে লজ্জিত নহে আর পরদ্রব্য হরণ করিয়াও তৃপ্ত হয় না, সে হেতুক পাপাত্মার ঘৃণা নাই অর্থাৎ কুক্রিয়াতে কখন নিবৃত্তি নাই আর সেই চোর এই প্রকার কহিতেছে যে আমি চৌর্য্যের প্রসাদে রাজ্যপ্রাপ্ত হইলাম, অতএব সেই যে আত্মহিতকারিণী চৌর্য্যবৃত্তি তাহাকে আমি কি অপরাধে ত্যাগ করিব, অতএব মহারাজ দুর্ব্বৃত্তক লোক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও কুবৃত্তি ত্যাগ করে না তাহার দৃষ্টান্ত সেই চোর। হস্তী যুথ সহিত ও শত শত রমণী সহিত দুরাত্মার যে রাজ্য প্রাপ্ত সে তাহার ভদ্রাভদ্র বিবেচনা শূন্য হওয়াতে কেবল পাপজনক হইয়াছে আর চোর ভূমি শাসনকর্ত্তা হইলে শিবস্ব পর্য্যন্ত গ্রহণ করে, এবং বিপ্রবর্গকে অপূজ্য করে এবং মুনি সকলকে অমান্য করে, এবং স্বয়ংকৃত কর্ম্ম লোপ করে, দুশ্চরিত্র লোকের অঙ্গীকারে স্থৈর্য্য কোথায়, অর্থাৎ কোন কার্য্যে কখন অঙ্গীকারের স্থিরতা থাকে না। রাজা চার প্রমুখাৎ এই সকল সংবাদ শুনিয়া কহিলেন, "হে সুচেতন, তোমার বাক্যেতে সেই দুরাত্মার সকল ব্যাপার অবগত হইয়া সন্দেহ রহিত হইলাম এবং আপনার অকীর্ত্তিই মান্য করিলাম। চার পুনশ্চ নিবেদন করিল হে নরেন্দ্র নাথ লোক সকলে কেবল তোমার

অযশ পাঠ করিতেছে কিন্তু সেই অযশ মহারাজের লজ্জারূপ পরন্তু চোররাজের যশ স্বরূপ। যেহেতু তাহার সহিত মহারাজের মিত্রতা প্রকাশ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে এই অযশ প্রকাশ হইল, নীচ লোকের সম্বর্দ্ধনা করিতে বাসনা করিলে প্রধান লোকও নীচ প্রায় হয়, যেমন চন্দ্র মৃগকে ক্রোড়ে করিয়া কলঙ্কী হইয়াছেন। রাজা উত্তর করিলেন হে সুচেতন, তবে সম্প্রতি কি কর্ত্তব্য। চার পুনশ্চ নিবেদন করিল হে ভূপাল প্রধান লোক দিগের অযশ নিবারণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, অতএব যাহাতে অযশ নিবারণ হইতে পারে তাহাই শীঘ্র করুন। তবে সেই অকীর্ত্তি লোক মুখে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া স্বয়ং নিবৃত্তা হইবে, তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য অন্যবেশ ধারণ করিয়া চোরের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া এবং চার কথিত বাক্য প্রত্যক্ষ করিয়া সেই চোরকে পদচ্যুত করণের পর পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্ত করিয়া নষ্ট করিলেন। সেই সময় কোন পণ্ডিত এক শ্লোক পাঠ করিলেন, তাহার অর্থ এই অসাধুদ্বেষি ভূপাল কর্ত্তৃক সাধুদ্বেষি চোর নষ্ট হইল, এখন পুরী স্বচ্ছন্দ হউক এবং পণ্ডিতবর্গ গৌরব প্রাপ্ত হউন ও বণিকেরা নিরুপদ্রব পথেতে স্বচ্ছন্দে গমন করুন আর গৃহে গৃহে লোক সকল নির্ভয়েতে নিদ্রিত হউন, এবং ধর্ম্মোৎসুক পুরুষেরা জাগরণ করুন।

মহাকবি কালিদাসের ধীশক্তির মহিমা।

একদা চতুর চূড়ামণি ভোজরাজ এই প্রতিজ্ঞা করেন, যে, যিনি কোন নূতন কবিতা শুনাইতে পারিবেন, তাঁহাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। কিন্তু তিনি স্বীয় চাতুরী বলে সভার মধ্যে শ্রুতিধর দ্বিশ্রুতিধর প্রভৃতি পণ্ডিত রাখিয়া কত কত কবি-

কুলতিলক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে মহা অবমানিত করিতেন যদি কোন সুকবি অতি সুললিত রসভাব-গুণালঙ্কাররুচিরা কবিতা রচনা করিয়া শ্রবণ করাইতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সভাস্থ শ্রুতিধর মনীষিবর্গ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিতেন, মহারাজ! আমরা বহুকালাবধি এই কবিতা জানি; এ অতি প্রাচীন কবিতা; ইনি কেবল আপন কবিত্ব খ্যাপনার্থ এই কবিতা স্বরচিত বলিতেছেন। ইহা বলিয়া তাঁহারা সেই কবিতা অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করিতেন। প্রথমে শ্রুতিধর, পরে দ্বিঃশ্রুতিধর প্রভৃতি ক্রমে অনেকেই সেই কবিতা আবৃত্তি করিয়া কবিদিগের মহা অপ্রস্তুত করিতেন।

একদা মহাকবি কালিদাস এই বার্ত্তা শ্রবণে মনোমধ্যে এক চমৎকার অভিসন্ধি স্থির করিয়া, ভোজরাজের সভায় আসিয়া, স্বরচিত এই নূতন কবিতা পাঠ করিলেন।

যথা

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী।
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটির্মদীয়া॥
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ।
নোবা জানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতিচেৎ দেহি লক্ষং ততো মে॥

হে ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্ম্মিকবর সত্যবাদী ভোজরাজ। আপনার পিতা আমার নিকটে এক কোটি নবনবতি লক্ষ রত্ন ঋণগ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহার ঔরসজাত উত্তরাধিকারী, আপনি তাহা ত্বরায় পরিশোধ করুন। এ বিষয় যে সত্য ইহা মহারাজের সভাসদ পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই জানেন; যদি না জানেন, তবে আমার এই কবিতা নূতন হইল, আপনার অঙ্গীকৃত লক্ষ মুদ্রা আমাকে প্রদান করুন।

ইহা শুনিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক এবং ভোজরাজ অতীব

বিস্ময়াপন্ন হইয়া অন্যোন্য-মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন; সুবুদ্ধি চতুর শিরোমণি মহাকবি কালিদাস ঈষৎ হাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! কি আর ভাবনা করেন, আপনি অতি সৎপুত্র কুল প্রদীপ পিতার ঋণজাল হইতে ত্বরায় মুক্ত হউন, শাস্ত্রে কথিত আছে, পুত্র হইয়া যে নরাধম পিতৃঋণ পরিশোধ না করে, তাতে তাহাকে অন্তে অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিরয়বাস করিতে হয়; এবং যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয়, তবে এই কবিতা যে আমার স্বরচিত নূতন, ইহা অবশ্য অঙ্গীকার করিয়া আমাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিতে আজ্ঞা হউক।

ভোজরাজ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, যে আপনি অদ্য স্বস্থানে গমন করুন, কল্য আসিবেন, যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হয়, তাহাই হইবে। এই শুনিয়া সুবুদ্ধিবান্ কালিদাস বিদায় লইয়া স্বীয় বাসস্থানে গেলেন।

অনন্তর মহীপাল ও সভাসদ শ্রুতিধর পণ্ডিতদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, যে, এক্ষণে ইহার কি উপায় করা কর্ত্তব্য বুঝি এত দিনে আমাদের চাতুরীজাল এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইল। কালিদাসের বুদ্ধি কৌশল সামান্য নহে। সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিত কহিলেন, মহারাজ! সত্য বটে, আমারা কালিদাসের বুদ্ধিকৌশলে চমৎকৃত হইয়াছি; যাহা হউক, ইহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ চমৎকার কৌশল প্রকাশ করিতে কেহই সমর্থ হন নাই।

তদনন্তর এক জন প্রাচীন পণ্ডিত কহিতে লাগিলেন, রাজন্! এবিষয়ে এক উপায় আছে, তাহাই করুন। আমার স্মরণ হইল আপনার স্বর্গীয় জনক মহাত্মার স্বহস্ত-লিখিত এরূপ এক লিপি আছে যে, "আমি আষাঢ়াস্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে আমার নদী-

তীরস্থ উদ্যানের মধ্যস্থিত তালবৃক্ষোপরি অনেক রত্ন রাখিলাম আমার উত্তরাধিকারীবয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা গ্রহণ করিবে।" হে নরনাথ! কালিদাসের কবিতা পুরাতন বলিয়া এই অসম্ভব লিপি তাঁহাকে প্রদান পূর্ব্বক সেই ধন আদায় করিয়া লইতে আদেশ করুন। ইহাতে তাঁহার ধূর্ত্ততা ও কবিতাভিমান দূর হইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ চাতুরীজালে জড়িত হইতে হইবে। ইহা শুনিয়া মহীপাল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই সভাসদ্‌কে শত শত ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে কবিবর! উত্তম পরামর্শ বটে, আপনার অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে আমার মান সম্ভ্রম প্রতিজ্ঞাদি সকলই রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে কালিদাস রাজসভারোহণ-পূর্ব্বক ঐ কবিতা পাঠ করিলে, শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা একে একে সকলেই অভ্যস্ত পাঠের ন্যায় সেই কবিতা অবিকল আবৃত্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন মহারাজ! এ কবিতা, নূতন নহে, ইহা আপনার স্বর্গীয় জনক মহাত্মারকৃত। ইহা আমরা বহুকালাবধি জানি। আপনি ত্বরায় তাঁহার ঋণজাল হইতে মুক্ত হউন। ইহা শুনিয়া রাজা ঐ লিপি লইয়া কালিদাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কালিদাস তৎক্ষণাৎ তাহার মর্ম্মাবগত হইয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, রাজন্! এই লিপিতে অর্থের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, অতএব যদি আমার দত্ত ঋণের সমুদয় রত্ন পাওয়া না যায়, তবে আপনাকে অবশিষ্ট রত্ন দিতে হইবে। যদি অতিরিক্ত রত্ন পাওয়া যায়, তাহা আপনাকে প্রতিদান করিব। রাজা সহাস্য আস্যে কহিলেন, ভাল তাহাই হইবে। তদনন্তর, কালিদাস উর্দ্ধবাহু হইয়া অতি গভীর স্বরে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সেই বিশ্ববিধাতা বিপন্নজনপাবন-ভূতভাবন ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আপনি অতি সৎপুত্র,

কুলতিলক, আপনি যে পিতৃঋণ পরিশোধ করিবেন, ইহা কোন্ বিচিত্র!

পরে কালিদাস হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে সহাস্য বদনে সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের নিকটে উপনীত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মূল দেশ খনন করিয়া ভূগর্ভ হইতে দুইটী তাম্রকলসপূর্ণ দুই কোটি রত্ন প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই দুই কলস সমেত রাজসভায় পুনরাগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নববর! আমি সেই তাল বৃক্ষের মূলদেশ হইতে দুই কোটি রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার প্রাপ্য এক কোটি নবনবতি লক্ষ রত্ন আমি গ্রহণ করিলাম, অপর লক্ষ রত্ন আপনি গ্রহণ করুন।

নরপতি অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, হে সুবুদ্ধিশেখর কবিকুলতিলক কোবিদবর! আপনি কি রূপে জানিলেন, যে রত্ন বৃক্ষের মূলে নিহিত আছে। কালিদাস কহিলেন মহারাজের জনক মহাত্মা লিখিয়াছিলেন, যে, "আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্ন কালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানের মধ্যস্থিত তালবৃক্ষোপরি অনেক রত্ন রাখিলাম।" ইহার অভিপ্রায় এই, যে, আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে মস্তকের ছায়া পাদমূলে আসিয়া থাকে। এই সঙ্কেতে ঐবৃক্ষের মূলদেশ খনন করিয়া এই রত্ন প্রাপ্ত হইলাম নতুবা ঐবৃক্ষের উপরিভাগে রত্ন রাখা সম্ভাবিত নহে।

ইহা শুনিবামাত্র রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কালিদাসকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান-পূর্ব্বক অপর লক্ষ রত্নও গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন; এবং সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে কালিদাসের পাদবন্দন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—ধন্য রে স্বর্গীয় সুধাভিষিক্ত কবিতাশক্তি! তোমার অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে আর কি আছে! তোমা ব্যতিরেকে এরূপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে কে সমর্থ হইবে? অপরাপর সৃষ্টি অপেক্ষাও তোমার সৃষ্টি চমৎকারিণী।

অপরাপর সৃষ্টি পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ-নির্ম্মিতা। কিতোমার সৃষ্টি কেবল বাঙ্মাত্রাত্মক শূন্যপদার্থদ্বারা রচিত হইয়াও কি পর্য্যন্ত মনোহারিণী ও চমৎকারিণী হইয়াছে। হে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন সাক্ষাৎ সরস্বতী-পুত্র কবিকেশরী কালিদাস, তুমি কি অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি ভূষিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছ। বিশেষ-ব্যুৎপন্ন অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা কেহই তোমার তুল্য কবিত্ব শক্তি প্রকাশে সমর্থ হন নাই। তোমার কাব্য-নাটক সমস্তের রস মাধুরী, শব্দচাতুরী, ও ভাবভঙ্গী যে কি পর্য্যন্ত সুমধুর, তাহা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে! তুমি যখন যে রস বর্ণনা করিয়াছ, তখন তাহা মূর্ত্তিমান করিয়া গিয়াছ। তোমার কাব্য-নাটকের বর্ণনা সমস্ত পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয়, যেন সেই সমস্ত ব্যাপার আমাদের নেত্রপথে বিচরণ করিতেছে। অধিক কি বর্ণন করিব, তোমার অপূর্ব্ব-ভাবালঙ্কার-ঘটিতা নবরসরুচিরা কবিতা-কীর্ত্তিই আমাদের ভারতবর্ষের গৌরবের পতাকা স্বরূপ হইয়াছে। এই রত্নগর্ভা বসুন্ধরা তোমাকে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তোমাকে ধারণ করাতেই তাঁহার রত্নগর্ভা বসুন্ধরা নামের সার্থকতা হইয়াছে। তোমার তুল্য অমূল্য বস্তু রত্ন জগতে আর কি আছে।

অহো! আমি কি অলীক-সর্ব্বস্ব নরাধম প্রতারক! এতা-বৎকাল পর্য্যন্ত বিদ্যাভিমানে অন্ধ হইয়া নিখিল-বিদ্বজ্জনবঞ্চনা-জনিত কি ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিলাম! কত কত মহানু-ভব উদারস্বভাব সদাশয় পণ্ডিতবরকে সভামধ্যে কি পর্য্যন্ত অব-মাননা না করিয়াছি! তাঁহারা কতই বা মর্ম্মবেদনা পাইয়াছেন! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাঁহারা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ, ও নয়ননীরে অবনীকে আর্দ্র করিতে করিতে প্রস্থান করিয়া-

ছেন ! হে মহানুভব ! আমার এই মহাপাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে আজ্ঞা হউক। নতুবা আমার অন্তে অন্তকাল পর্য্যন্ত অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে।

কালিদাস ঈষৎ হাস্য-আস্যে কহিলেন, মহারাজ! প্রতারণাকে মহাপাপ বোধ করিয়া এত দিনে যে আপনার চৈতন্য ও অনুতাপ উপস্থিত হইল, ইহার অপেক্ষা কঠিন প্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে এবং লোককে প্রতারণাজালে বদ্ধ করিতে গিয়া যে স্বয়ং প্রতারণা-জালে-জড়িত হইলেন, ইহার অপেক্ষা কঠিন প্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে! আপনি কি জানেন না, যে, প্রতারণাপরায়ণ হইলেই প্রতারিত হইতে হয়?

অনন্তর, সভাস্থ সমস্ত লোক তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে চমৎকৃত হইয়া চিত্র-পুত্তলিকা-প্রায় অবাক হইয়া রহিলেন। তখন মহাকবি কালিদাস ভূভূজকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সেই সকল রত্ন গ্রহণ করিয়া, তাহার অর্দ্ধেক দীন দরিদ্র-অনাথদিগকে দান করিলেন। অপর অর্দ্ধভাগ আপনি গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কালিদাস এবং রাজা।

উজ্জয়িনী নগরীয় রাজসভার উজ্জ্বল-রত্ন কবিবর কালিদাস একদা মৌনব্রতী হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট তিথির স্থিতি পর্য্যন্ত কথা না কহিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং সংকল্পিত ব্রত পালনে কোন বিঘ্ন না জন্মে, এই অভিপ্রায়ে নগরীর কোলাহল- বিহীন নির্জ্জন বনে গমন করত একাকী দিবাবসান পর্য্যন্ত অবস্থিতি করা ধার্য্য করিলেন। সেখানে চতুর্দ্দিকে বনস্পতি, শাখী, লতা, গুল্মাদি দৃষ্টিগোচর হওয়াতে তাঁহার চিত্তে যে যে ভাবের উদয়

হইতে লাগিল তাহা বর্ণনাতীত; বিশেষতঃ যামিনী পাত হইলে চন্দ্রের শীতল রশ্মিদ্বারা যে যে রম্য পদার্থের শোভা প্রকাশমান হইতেছিল, তাহাতে ভাবুক পুরুষের আমোদ বৃদ্ধি অসম্ভব নহে। তন্মধ্যে অপর এক উদ্ভট কথা প্রমাণ অবগতি হয়, যে ঐ নির্জ্জন বিপিন মধ্যে তৎকালে কএকজন লোকের চরণ বিক্ষেপ শব্দ, কর্ণ-গোচর হইল, কিঞ্চিৎপরে কবিবরের অচঞ্চল চক্ষুর সমীপে কতিপয় দুরন্ত মনুষ্যমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। যদিও তাহারা প্রকৃত দস্যু নহে, কিন্তু দস্যুর ন্যায় তমোগুণে পরিপূর্ণ, তাহারা রাজার পরি-চর্য্যার্থ লোক ধরিতে নিযুক্ত হইয়া ঐ অভিপ্রায়ে রাত্রিকালে জঙ্গল ও পথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল, যে যদি কোন পথিক দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের নেত্রপথে পতিত হয়, তবে তাহাকে বেগার ধরিবে,—কেননা সেই সময়ে রাজার যান বাহনার্থ বাহ-কের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কালিদাস তাহাদের দৃষ্টিগোচর হওয়াতে "তুই কে?" বলিয়া জিজ্ঞাসিল; কিন্তু কালিদাস মৌনব্রত প্রযুক্ত বদ্ধকণ্ঠ হওয়াতে আপনার কোন পরিচয় দিতে পারিলেন না তাঁহার মৌনাবলম্বনে তাহারা নিশ্চয় বুঝিল, যে এ ব্যক্তি চোর, এবং উক্ত রাজকার্য্যের যোগ্যপাত্র বটে, অতএব বাচংযম, কবিবরকে ঘাড়ধরিয়া লইয়া গিয়া রাজার পাল্কি বাহকের পদে অভিষিক্ত করিল। কালিদাস মৌনভাবে চলিলেন, এবং অন্যান্য সহচর বাহকের সহিত ভূপতির শিবিকা দণ্ডের তলে স্কন্ধ দিলেন কিন্তু পাল্কি দণ্ডের তলে স্কন্ধ দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না, কবিতা রচনার্থ লেখনী ধারণেই পটু ছিলেন; সুতরাং বহুকষ্টে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু সহচর বাহক-দের তুল্য কার্য্যক্ষম হইলেন না। নৃপতি তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া মনে করিলেন, যে এ ব্যক্তি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া থাকিবে, তন্নিমিত্তে ক্লান্ত হইয়াছে; অতএব করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া

এককালে দয়া ও পাণ্ডিত্য প্রকাশার্থে সংস্কৃত কবিতাতে বক্তৃতা করত কহিলেন।

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।"*

পরন্তু পণ্ডিত বাহকের, যেমত পাল্কি বহনে অনভ্যাস, ধরণী পতিরও কবিতা রচনায় তদ্রূপ অনভ্যাস ছিল। তৎকালে অন্য তিথির সঞ্চার হওয়াতে কালিদাস মৌনব্রতের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া বাক্য প্রয়োগে সমর্থ হইলেন; অতএব পাল্কি স্কন্ধে থাকায় অত্যন্ত ক্লেশ পাইলেও রাজবক্তৃতায় ব্যাকরণ সূত্রের উপর যে আঘাত পড়িল, তাহাতে কর্ণে আরও অধিক দুঃখানুভব হইল, একারণ নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া উত্তর দিলেন।

যথা—

ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে।†

কালিদাসের পুত্রের প্রতি উপদেশ।

এক দিবস স্বর্গীয় কালিদাস আপন পুত্রকে পাঠ দিতেছেন।

যথা—

পঠ পুত্র সদানিত্যং অক্ষরং হৃদয়ং কুরুঃ।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥

ঐ সময় রাজা বিক্রমাদিত্য দিবাবসান প্রযুক্ত বেড়াইতে যাইতেছিলেন এমন সময় কালিদাসের পুত্রের প্রতি কালিদাস ঐপ্রকার উপদেশ দিতেছেন তাহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, তোমার পুত্রকে কি উপদেশ দিতেছ কালিদাস

---

* "রে জাল্ম যদি তোর স্কন্ধ ব্যথিত হইয়া থাকে, তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।

† আমার স্কন্ধে তাদৃক্ পীড়া দেয় না, বাধতি যেমন পীড়া দিতেছে।

উক্ত শ্লোক পাঠ করিলেন, শ্লোক পাঠকরার পর রাজা বাহাদূর অত্যন্ত ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া কহিলেন যে, আমি রাজা হইয়া নিজ রাজ্য ব্যতীত অন্যত্র পূজ্য নহি, এই কথা বলিয়া কালিদাসের হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক নিবিড় বন মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য কিঙ্করদিগকে আদেশ করিলেন, কিঙ্করেরা রাজা বিক্রমাদিত্যের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে, কালিদাস কি করেন অন্য উপায় বিহীন কেন না পূর্ব্বে রাজার সভায় নবরত্নের প্রধান রত্ন বিশেষ হইয়া নিযুক্ত ছিলেন তখন দাসত্বের ভোগ কর্ত্তব্য বিবেচনায় সুতরাং কিছু দিবস এই প্রকারে নিবিড় বনমধ্যে সময় অতিবাহিত করিতেছেন এখন ঐ নিবিড় বন মধ্যে দৈত্য দানবের অভাব নাই তন্মধ্যে দুইটী দৈত্য পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিয়া মধ্যস্থ অনুসন্ধান করিতেছে, এমন সময়ে দেখিল যে একটি মনুষ্য হস্ত পদ বন্ধন বিশিষ্ট হইয়া বন মধ্যে পড়িয়া আছে তখন ঐ মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিল, যে তুমি কে এবং তোমার নাম কি কালিদাস তদুত্তরে নিজ পরিচয় সকল দিলেন, দৈত্যদ্বয় পরিচয় পাইয়া কহিল যে ভাল হইয়াছে কারণ আমরা পরস্পর তর্ক করিয়া মধ্যস্থ খুঁজিতেছি এমত স্থলে তুমি কালিদাস তোমার নাম আমরা শুনিয়াছি অতএব তুমি আমাদিগের এই বিবাদের শালিসী হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেও, কালিদাস ঐ সুবিধা পাইয়া দৈত্যদিগকে কহিলেন যে আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিলে তোমাদিগের উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিব, এই প্রকারে ক্ষণকাল তর্ক বিতর্ক হইতে চলিল, কালিদাস কি করেন কাজে কাজেই তাহাদিগের আয়ত্বে থাকিয়া কহিলেন যে তোমারদিগের কি তর্ক হইয়াছে প্রকাশ করিয়া বিস্তারিত বল, তখন দৈত্যেরা পরস্পর বলিল যে "মাঘে শীত, কি মেঘে শীত," এই কথা শুনিয়া কালিদাস বলিলেন যে আমার বন্ধন মোচন করিয়া

দেও আমি এই ক্ষণেই তোমাদিগের তর্ক মীমাংসা করি, এই কথা বলিবার পর দৈত্যেরা কালিদাসের বন্ধন খুলিয়া দিয়া আপন অধীনে রাখিয়া কহিল যে বিবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিতে পারিলে তোমাকে এই বন মধ্যে স্বর্ণ অট্টালিকা পুরি প্রস্তুত করিয়া দিব, তখন কালিদাস মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন।

যথা—

"মেঘেও শীত নহে, "মাঘেও শীত নহে,

যত্র বায়ু তত্র শীত।

এই বাক্য শুনিয়া দৈত্যদ্বয় মহা সন্তুষ্ট হইয়া বনমধ্যে কালিদাসের নিমিত্ত একটী বৃহত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দাস দাসী ও প্রহরী প্রভৃতি এরূপ ভাবে বন্দবস্ত করিয়া দিল, যে সে প্রকার বন্দবস্ত প্রায় রাজাদিগেরও থাকে না, যদি কোন ব্যক্তি কালিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এতলা না দিলে এবং অনেক সময় উপাসনা না করিলে কালিদাসের সহিত সন্দর্শন হয় না। এই প্রকারে কালিদাস কিয়ৎকাল ঐ বন মধ্যে অট্টালিকা পুরিমধ্যে দৈত্যগণ সহ অতিবাহিত করিতেছেন।

এখন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায়, রাজা বিভীষণের নিকট হইতে এক পত্রিকা আগত হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে

"ক্ষির সর নবনী ধর"

এই কথা কে কাহাকে বলিয়াছিল, রাজা বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি রত্ন সকলে এ কথার উত্তর করিতে না পারায় রাজা বাহাদুরের মনে কালিদাসের কথা স্মরণ হইল, অর্থাৎ কালিদাস থাকিলে এ কথার উত্তর দিতে পারিত, তখন রাজা ইতস্তত করিয়া বলিলেন যে কালিদাসকে খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে যথেষ্ঠ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হইবে এই প্রকার ঘোষণা

করিয়া দিলেন, এদিকে কিঙ্কর সকল কালিদাসকে খুঁজিতে চলিল, কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না, তবে এই মাত্র সন্ধান হইল যে, যে বনমধ্যে কালিদাসের হস্তপদ বন্ধন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ঐ বনমধ্যে বৃহদাকার অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া উহাতে কালিদাস রাজত্ব করিতেছেন, এবং দৈত্যগণ সকলে তাহার প্রহরিরূপে আছেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া বিশেষ সুকঠিন, এই সংবাদ মাত্র পাইয়া তখন রাজা বিক্রমাদিত্য কি করেন স্বয়ং মৃগয়াচ্ছলে অনুসন্ধানে গমন করিলেন ক্রমশঃ গমন করিতেছেন করিতে করিতে দেখিলেন যে দূতেরা যাহা বলিয়াছিল তাহা প্রকৃত বটে, তখন রাজা স্বয়ং দ্বারে গমন করিয়া দ্বারপালদিগকে সংবাদ দিতে কহিলেন, কালিদাসের নিকট খবর হইলে, কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া স্বয়ং আসিয়া যথাযোগ্য আহ্বান পূর্ব্বক রাজা বাহাদুরকে লইয়া আপন সদনে গমন করিলেন, এখন রাজা যে কথার জন্য স্বয়ং খুঁজিতে চলিয়াছেন সেই কথা প্রথমেই প্রস্তাব করিলেন যে—" ক্ষির সব নবনী ধর " এই কথা কে কাহাকে বলিয়াছিল এ কথার উত্তর দিতে না পারায় আমরা নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছি, যেহেতু সপ্তাহ মধ্যে এই কথার উত্তর না দিলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, এবং তাহার অদ্য ৬ দিবস অতীত হয়, এখন এ কথার উত্তর সত্বর আবশ্যক সেই হেতু তোমার নিকট আমি স্বয়ং আসিয়াছি এই প্রকার রাজার আশ্বস্থ বাক্য কালিদাস শ্রবণ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে কহিলেন যে

" নিকষা রাবণকে বলিয়া ছিলেন "

যেহেতু দশ মুণ্ড রাবণ নিকষার স্তন, দুইটি মাত্র, এই হেতু দশ মুখে দশটি স্তনের আবশ্যক সুতরাং সন্তানের দুই মুখে দুই স্তন

দিয়া বাকী মুখকমলে কি দেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া "ক্ষির সর নবনী ধর" এই কথা বলিয়া অর্থাৎ আহার দিয়া সন্তান রাবণকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক দুই দুই মুখে এক একবার করিয়া স্তন পান কর এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিয়া ছিলেন।

এই সদুত্তর পাইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য অতিশয় সন্তোষ সহকারে কহিলেন

পুষ্পেষু জাতি, নারীষু রম্ভা,
পুরুষেষু বিষ্ণুঃ, নদীষু গঙ্গা,
নৃপতিষু রামঃ, কাব্যেষু মাঘঃ,
কবি কালিদাসঃ।

অর্থঃ পুষ্প মধ্যে জাতি পুষ্প অতি মনোহর, স্ত্রী জাতির মধ্যে রম্ভা নারী প্রধান বলিয়া জগতে খ্যাতি আছে, নদী সকলের মধ্যে গঙ্গানদীই প্রধান, আর রাজগণের মধ্যে রামের তুল্য রাজা এ পর্য্যন্ত হয় নাই, এবং কাব্য শাস্ত্রের মধ্যে মাঘের তুল্য কাব্যও নাই আর কবির মধ্যে কালিদাস, সম ত্রিভুবন ভিতরে দ্বিতীয় নাই।

এই প্রকার বিবিধ বাক্য দ্বারা কবি কালিদাসকে নানা বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিতে লাগিলেন যে আমি তোমাকে সর্ব্বদা ধন্যবাদ দিয়া থাকি, কারণ তোমার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিশিষ্ট পণ্ডিত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কেন না যে কথা তোমাকে প্রশ্ন করা হয় তখনি তাহার সদুত্তর পাওয়া যায়, অতএব তুমি পুনর্ব্বার আপন পদে পদাভিষিক্ত হও, যেহেতু তুমি ভিন্ন আমার সভা চলিবে না কারন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এখন আর সেরূপ চলিতেছে না। এই জন্য রাণী প্রভৃতি সকলে তোমার নিমিত্ত কাতর, বিশেষ আমার সহিত আপনার সহানু-ভূতি আছে। এবং আমার প্রতিকূলে আপনার কোনরূপ

সংস্কার নাই, ইহা দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি আর আপনার মত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দ্বিতীয় নাই এই হেতু আপনাকে যথাযোগ্য রূপে আহ্বান করিতেছি, সুতরাং আপনার শক্তি ও ক্ষমতাকে অস্বীকার করা আমার পক্ষে কখনই উচিৎ নহে, এবং আপনি আমার রাজসভার কার্য্যাকার্য্যের প্রতি যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন তাহা আমি বিশিষ্টরূপে অবগত আছি, তবে গ্রহবশতঃ বুঝিতে না পারিয়া এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে আপনার কোন ক্ষতি হয় নাই তথাপি আপনার শক্তিকে অপলাপ করিতে কখনই সক্ষম নহি, আপনার সহিত সম্বন্ধ রাখাই আমার পক্ষে উচিত, তবে সকল সময়ে আপনাদিগের মতের সহিত আমার মতের মিল হইবে তাহার কোন কথা নাই। কিন্তু মতের প্রভেদ থাকিলেও আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করা সকল সময়ে আমার কর্ত্তব্য, আর আপনার মতামত জানিবার জন্য আমি সর্ব্বদাই উৎসুক থাকিতাম, এক্ষণে ও সম্পূর্ণরূপে আছি এবং পরেও সযত্ন সহকারে থাকিব, আপনার মতামত বজায় রাখার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিব, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিলে তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ সুবিধা হইবে, অতএব আপনার অন্তঃকরণের বেগ সমস্ত ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রাজধানী উজ্জয়িনীতে গমন করুন, নচেৎ আমার সভা তোমার অভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্ত্তনের বেগ ধারণ করিয়াছে, আর ঐ পরির্ত্তন খরবেগে চলিতেছে, কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা কেহই বলিতে পারেন না। এই পরিবর্ত্তনের বেগে যে অনেক পুরাতন পদার্থ সকল ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহারও সন্দেহ নাই, এবং তাহাও আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে ফলতঃ পরিবর্ত্তনের কার্য্য সকলই যে প্রার্থনীয় তাহা আমি বলিতেছি না কিন্তু সে যাহা হউক,

এই পরিবর্ত্তনের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া এবং উহার বেগ অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্য শাসনের দিকে যত্নবান হইয়া পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে রাজসভায় আগমন করুন এই বলিয়া রাজা ও কালি-দাস উভয়ে উজ্জয়িনী নগরে পৌছিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় থাকিলেন।

শুকপক্ষী।

রাজা বিক্রমাদিত্য কোন সময়ে এক শুকপক্ষী খরিদ করিয়া ছিলেন, ঐ শুকপক্ষী ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, বলিতে পারায় তাহাকে সর্ব্বদা রাজসভায় রাখিয়া রাজা বিচার ইত্যাদি করিতেন। এখন রাজসভায় থাকিয়া শুকপক্ষী নবরত্নের উপর প্রাধান্যতা পাইল, তখন রত্ন সকলেরা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইলেন কিন্তু শুকের উপর কাহারও কোন ক্ষমতা নাই যে সহসা শুকের উপর কোন ক্ষমতা প্রকাশ করেন।

এইরূপে শুক বিশেষ গৌরবের সহিত থাকে। এখন রাজা বাহাদুরের প্রিয়া ঘোটকী একটি আর কামধেনু একটি গর্ভিনী হইলে রাজা বিক্রমাদিত্য শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই ঘোটকী এবং কামধেনু ইহাদিগের পরস্পরের কি সন্তান হইবে তখন শুক কহিল যে, মহারাজ ঘোড়ার বৎস, আর কামধেনুর বৎসতরী হইবে।

এখন জগদীশ্বরের কৃপায় এক সময়েই ঘোড়া এবং গাভী উভয়ে প্রসব হইলে বররুচি প্রভৃতি অষ্টরত্ন একত্রিত এক পরামর্শী হইয়া ঘোড়ার বৎসকে গাভীর স্তনপান করাইল আর কামধেনুর বৎসতরীকে ঘোড়ার স্তন পান করাইতে শিক্ষা দিয়া পরস্পরকে পরস্পরের স্তনপান করা অভ্যস্ত করা-ইয়া দিল, এখন ১০।১৫ দিবস পরে পরস্পরের স্তনপান বিশেষ

অভ্যাস হইয়াছে দেখিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা উভয়ের অবস্থা দেখিয়া শুকের কথার সহিত অনৈক্য স্থির করিয়া তখন শুকের মস্তক ছেদনের আদেশ করিলেন এখন কোন ব্যক্তির মস্তক ছেদনের আদেশ হইলে কিঙ্করের অভাব নাই কারণ রাজ-বাটীর ব্যাপার তখনি কয়েকজন দূত আসিয়া শুককে মসানে লইয়া গেল, শুক দূতদিগকে যথোচিত বিনয়বাক্যেতে বশীভূত করতঃ আপন জীবন বাঁচাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, কিছুদিন অতি-বাহিত হইলে পর কোন সময় কোন এক দিন রাজার দীঘির নিকট আসিয়া আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া শুক বসে আছে। এমন সময় রাজা বাহাদুর স্নান করার জন্য দীঘির নিকট আসিয়া দেখিলেন যে একটী শুক পক্ষীর ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া বসে আছে তখন শুকের আর সে সুখ নাই সুতরাং দুরবস্থা উপস্থিত হইলে সকলেরই শুকের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়, তখন রাজা সম্ভাষণ করিয়া শুককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

যথা

পক্ষী মধ্যে শুক শ্রেষ্ঠং,
রাজা পৃচ্ছতি তৎপরম,,
রক্তোষ্ঠ হরিদ্ বর্ণম্,,
কিমর্থে কৃষ্ণ দর্শনম্, ।।

তখন শুক সুযোগ পাইয়া রাজাকে কহিল

যথা

সমুদ্র মধ্যে মম বাসা,
বহ্নিং দহতি তৎপরম,,
রক্তোষ্ঠ হরিদ্ বর্ণম্
তদর্থে কৃষ্ণ দর্শনম্ ।।

এই উত্তর শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য বলিতেছেন

যথা—

ওহে পক্ষ দুরাচার অসম্ভবং কিং ভাষতে,
সমুদ্র মধ্যে কথং বাসা কথং বহ্নি প্রকাশিতে।

তখন শুক বলিতেছেন মহারাজ সত্য বটে

যথা

অশ্বিনী প্রসবে গাভি, কামধেনু তুরঙ্গিনী সমুদ্র মধ্যে মম বাসা যথা রাজা তথা প্রজা। তৎসময়ে রাজা মহাশয়ের চৈতন্য হইয়া যত্ন সহকারে শুককে লইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিবার জন্য অমাত্যদিগকে আদেশ করিলেন। শুক আপন পদ প্রাপ্ত হইয়া নবরত্নের সহিত মিলিতভাবে রাজসভায় থাকিয়া রাজকার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে থাকিলেন।

কালিদাস কর্ণাটে গমন পূর্ব্বক বররুচির জীবন দান দিয়াছিলেন।

কর্ণাটের রাজরাণী বিশেষ বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী ছিলেন, এমন কি নানাদিগ্‌দেশীয় পণ্ডিত সকল আসিয়া প্রায়ই রাণীর নিকট বিচারে পরাজিত হইতেন।

এখন কোন সময় বররুচি মনে করিলেন যে কর্ণাটের রাণীকে বিদ্যাবিষয়ে বিচার দ্বারা জয় করিতে হইবে এই প্রকার মনস্থ করিয়া কর্ণাট রাজ্যে গমন করিলেন, এবং বররুচি আকর্ষিণী মন্ত্রে সিদ্ধ ছিলেন। এখন কর্ণাটে পৌঁছিয়া রাজবাটীর সন্নিদ্ধ কোন স্থানে বাসা ধার্য্য করিয়া সন্ধ্যার সময় সায়ং কার্য্য সমাপনান্তে রাণীর উপর আকর্ষিণী মন্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বসে আছেন, এদিকে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে, বর্ষাকাল টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

এখন ঐ সময় আকর্ষিণী মন্ত্রের আকর্ষণ দ্বারা রাণী বররুচির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বররুচি জানিতেছেন যে জাহাজ আসিয়া ঘাটে পৌঁছিয়াছে, এখন নোঙর করিলেই হয় ও নোঙর করিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন বররুচি জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে? তদুত্তরে রাণী পরিচয় সকল দিলেন, রাণীর পরিচয় পাইয়া বররুচি বলিতেছেন যে, তুমি রাজার রাণী হইয়া এস্থলে তোমার আসা ভাল হয় নাই, এতে বিবেচনা হয় তুমি রাণী না হবে অন্য কোন দুষ্ট অভিসন্ধিযুক্তা বনিতা, অতএব আমি দ্বার খুলিয়া দিব না ওদিকে আকর্ষিণীতে ক্রমশঃ রথের টান লাগিতেছে কোন ক্রমেই নোঙর না হইলে জাহাজ বান্ চাল্ হয়।

এদিকে বররুচি ক্রমান্বয় তর্ক বিতর্ক করিতেছেন যে যদি তুমি কর্ণাটের রাণী হবে তা হলে এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং বিন্দু বিন্দু বরিষণ হচ্চে, এমন অবস্থায়, বিশেষ রাজার রাণী হয়ে তুমি কি প্রকারে এখানে আসিলে তোমার শরীরে কি কোন ভয় নাই, সামান্য ভদ্র মহিলা যারা তারাও ত একাকিনী এ অবস্থায় কোন স্থানে গমন করিতে পারে না তাতে তুমি রাণী বলিতেছ এ কোন প্রকারে বিশ্বাস হয় না। এই রকম কথা কহিতে কহিতে যখন বররুচি মন্ত্র সিদ্ধ ও শেষ দেখিলেন তখন দ্বার খুলিয়া দিয়া রাণীকে আপন কক্ষে লইয়া বসাইলেন। ক্রমে রাণীর সহিত প্রশক্তি জন্মিল।

পরদিবস রাজবাটী উপস্থিত হইয়া বররুচি রাণীর সহিত বিচার করিবেন বলিয়া রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন।

রাজা মহাশয়ের অবারিত দ্বার ইহা পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন, রাণী মহাশয়া কায়দামতন রাজসভায় আসিয়া বররুচির সহিত বিচার আরম্ভ হইয়া রাণী পরাজিতা হইলেন যেহেতু

পূর্ব্ব রাত্রিতেই ঘাটে জাহাজ নোঙর করা হইয়াছে। সেস্থলে বিচার অতিরিক্ত আর রাজা বাহাদুর রাণীজির পরাজিতা ভাব দেখিয়া বররুচি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিবেচনায় বররুচিকে নিজ সভাপণ্ডিত করিয়া রাখিলেন, তাহাতে রাণী রাজা ও বররুচি তৃতীয় ব্যক্তিরই সুবিধা হইল।

এই প্রকারে কিছুদিন বররুচির সময় অতিবাহিত হইলে রাজার মনে সন্দেহ হইল যে রাত্রিতে কোন ব্যক্তি রাজবাটীর অন্দরমহলে গমন করিয়া থাকে, এই প্রকার স্থির করিয়া দ্বারপালদিগকে অনুমতি করিলেন যে রাত্রিতে অন্দরমহলে কোন ব্যক্তি যাতায়াত করে, যদি তোমরা গ্রেপ্তার করিতে না পার, তবে তোমাদিগেব মস্তক ছেদন করিব। এই কথা দ্বারপালদিগকে বলায় তাহারা পরস্পরে বলিতে লাগিল যে, রাজবাটীর ভিতর পিপীলিকা প্রবেশের পথ নাই, এতে যে মনুষ্য কি প্রকারে যাতায়াত করে। এইরূপ নানাপ্রকার অভিসন্ধি করিয়া কোন প্রকারে ধরিতে না পারায় কোন এক দিন জল নিকাশের পথে বাঁশ কল পাতিয়া রাখিল এখন দৈব দুর্বিপাক বশতঃ বররুচি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় ঐ বাঁশ কলে পড়িয়া মানব লীলা সম্বরণ পূর্ব্বক ধরাতলশায়ী হইলেন এখন জীবন শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একখানি খাবরার দ্বারা তিন চরণ কবি লিখিয়া রাখিলেন।

এদিকে তৎক্ষণাৎ যেমন বাঁশ কলের শব্দ হইল তখনি দ্বারপালেরা ঐ বাঁশকলের নিকট যাইয়া দেখিল, যে বররুচি পণ্ডিত বাঁশকলে পড়িয়াছেন, তখন বররুচির মৃত দেহ লইয়া রাজার গোচরে পৌঁছিলে রাজা দেখিলেন যে বররুচি, এবং বররুচিকে দেখিয়া একটু দয়া প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, অদ্য তোমরা মৃতদেহ রাখিয়া দেও এই বলিয়া দ্বারপালদিগকে আদেশ করি-

লেন পর দিবস ঐ জল নিকাশের স্থান দৃষ্ট করার জন্য গমন করিয়া দেখিলেন যে খাবার দ্বারা তিন চরণ কবি লেখা যে আছে ঐ কবি দেখিয়া বাকী চরণ পূরণ করার জন্য মহাকবি কালিদাসকে আনাইলেন, কালিদাস পোঁছিয়া কবির শেষ চরণ পুরণ করিলেন আর কবির অর্থ এই যে অমৃত কুণ্ডের জল স্নান এবং পান করাইলে বররুচির জীবন রক্ষা পাইয়া পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইবেন কালিদাস তথায় গমন করিয়া ঐ কবি পুরণ পূর্ব্বক ভগবতী নীল স্বরস্বতীর স্তব পাঠ করিয়া অমৃত কুণ্ডের জল দ্বারা স্নান ও পান করাইয়া বররুচিকে জীবন দান দিলেন।

কালিদাসের কল্পতরু হওয়ার বিষয়।

কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাস কোন সময়ে কল্পতরু হইয়া স্বীয় সোপার্জ্জিত সম্পত্তি যে কিছু ছিল, তৎসমুদয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে যে সকল জিনিস থাকার সম্ভব তৎসমস্তই ঐ সময়ে দাতা কল্পতরু হইয়া দান করিয়াছিলেন। এখন প্রাতঃকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহর তিন ঘটিকায় মধ্যেই সম্পত্তি সকল ফুরাইয়া গেল, তাহার পর বেলা অপরাহ্ন পাঁচটার সময় এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন কবিবরের পরিধীয় বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই কিন্তু কি করেন কল্পতরু হইয়া যখন বসিয়াছেন তখন যে যাহা প্রার্থনা করবে তখন তাহাকে প্রার্থিত বস্তু অবশ্যই দিতে হইবে।

তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কল্পতরু হওয়া বোধ হয় পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, এখন কালিদাস বলিলেন যে অতিথি মহাশয় আমার ত আর কিছুই নাই যে আপনাকে কিছু দিতে পারি এমত আর কিছুই নাই এই কথা বলায় তৎক্ষণাৎ অতিথি কহিল

যে পণ্ডিত প্রবর আপনার কিছু নাই একথা বলেন কেন। আপানার পরিধীয় বস্ত্র যখন সঙ্গে আছে তখন নাই একথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন কেন, এ বড় আশ্চর্য্য যে কল্পতরু হইয়া সন্ধ্যা না হইতেই আপনার সকল বস্তু ফুরাইল, এ কি প্রকার কল্পতরু। যাহা হউক এ প্রকার বলা ভাল হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠ কবিবর অতিথিকে পরিধীয় বস্ত্রখানি দিলেন।

এ দিকে লজ্জা বস্ত্র বিহীন হইয়া লোকলজ্জা হেতু নিকটে প্রভা নদী ছিল এখন বেদি হইতে উঠিয়া নদী গর্ভে দেহ লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

এখন সহরে বিশেষ জনরব যে অদ্য মহাকবি কালিদাস দাতা কল্পতরু হইয়া পরিধীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত দান করিয়া লোক লজ্জা হেতু নদীর জলে বসিয়া আছেন, এই সংবাদ রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট পর্য্যন্ত হইলে, তখন রাজা মহাশয় মহা কবি কালিদাসকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন তজ্জন্য কবিবরের নিকট মহারাজ গমন করিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য, কালিদাসের বেদির নিকট পেঁৗছিয়া দেখিলেন যে, কালিদাস বেদি ছাড়িয়া জলে বসিয়া আছেন, তখন মহারাজ পণ্ডিত প্রবরকে সমস্ত অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন যে,

যথা—

অসম্যগ্ ব্যয় শীলস্য গতিরেষাদৃশি ভবেৎ।

অর্থ। অমিতব্যয়ী ব্যক্তির এই প্রকার দুর্দ্দশা দেখাযায়।

তখন কবিবর ঐ শ্লোক পুরণ করিয়া কহিলেন।

যথা—

তথাপি প্রাতরুত্থায় নাম স্তু নৈ্যব গীয়তে।

অর্থঃ। ঐ কথাই সত্যবটে কিন্তু মহারাজ সাধারণ লোক প্রাতঃকালে উঠিয়া দাতা ব্যক্তিরই নাম স্মরণ করিয়া থাকে।

তখন রজা বিক্রমাদিত্য সন্তোষ হইয়া পরিধীয় বস্ত্র প্রভৃতি আনাইয়া কালিদাসকে দিলেন এবং তদ্দিবসীয় দান করার জন্য আরও যথা যোগ্য অর্থ পণ্ডিত কালিদাসকে দিলেন। কালি-দাস অর্থ লইয়া অন্যান্য সকল লোককে দিয়া কল্পতরুর বেদি প্রতিষ্ঠা করিলেন;

প্রথমা রাক্ষসীর প্রশ্ন।

এক রাক্ষসী স্বীয় পতির সহিত বিবাদ করিয়া রাজা বিক্রমা-দিত্যের সভায় আসিয়া কহিল যে মহারাজ আমার এই সমস্যাটি তিন দিবস মধ্যে পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

যথা—

ততঃ কিং, ততঃ কিং, ততঃ কিং, ততঃ কিং।

তখন বিক্রমাদিত্য মহারাজ বলিলেন যে তুমি তৃতীয় দিবসে এখানে উপস্থিত হইয়া পূরণ করিয়া লইবে, এই কথা বলিবার পর রাক্ষসী চলিয়া গেল, পরে তিন দিবসের দিবস রাক্ষসী আসিবা মাত্রে রাজা বাহাদুর কালিদাসের নিকট রাক্ষসীকে পাঠাইলেন রাক্ষসী পেঁাছিয়া কালিদাসকে অভিবাদন পুর্ব্বক ঐ কথা কহিলে কালিদাস উক্ত সমস্যা পূরণ করিলেন,

যথা—

মেরুতুল্য ধনং ন দান ততঃ কিং।
কুশাগ্রে বুদ্ধি ন পাঠ ততঃ কিং॥
বপুঃ কর্ম্ম ফলং ন তীর্থ ততঃ কিং।
ন স্বামী প্রিয় জীবনং ততঃ কিং॥

অর্থঃ। সুমেরু পর্ব্বত তুল্য যাহার ধন থাকে সে যদি ঐ

ধনের কোন অংশ দান না করে তবে তাহার ধন মিথ্যা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি অধ্যয়ন না করে তবে তাহার বুদ্ধিও মিথ্যা আর হৃষ্ট পুষ্ট দেহে যদি তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম না করে তবে তাহার দেহও মিথ্যা আর স্বামীর সহিত যে স্ত্রীলোকের বিবাদ হয় সে স্ত্রীপুরুষের প্রাণ ও প্রণয় উভয়ই মিথ্যা।

এই সদুত্তর পাইয়া রাক্ষসী অতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া কবিবর কালিদাসকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক আপন গৃহে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয়া রাক্ষসীর প্রশ্ন।

কোন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট দ্বিতীয়া নাম্নী রাক্ষসী আসিয়া কহিল যে মহারাজ আমার একটী সমস্যা সপ্তাহ মধ্যে পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

যথা—

তন্নষ্টং।

এখন মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি অষ্টরত্ন ইহাঁরা ৩।৪ দিবস পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিলেন কিন্তু কোন রকমে ঐ তন্নষ্টং সমস্যা পূরণ করিতে পারিলেন না তখন মহাকবি কালিদাস ভোজ রাজার রাজ্যে গিয়াছেন বিক্রমাদিত্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া কবিবর কালিদাসকে ভোজ রাজার রাজ্য হইতে আনয়ন করিয়া ঐ সমস্যা পূরণের জন্য বলিলেন, কিন্তু কালিদাসও ২।১দিবসচেষ্টা করিয়া পূরণ করিতে না পারায় রাজা বিক্রমাদিত্যের অজ্ঞাতে স্বদেশ হইতে পলাইয়া গেলেন কারণ এ দিকে ৬ দিবস অতীত হইতে চলিল সুতরাং সমস্যা পূরণ না হইলে, রাক্ষসী নগরে আসিয়া রাজ্যের সমস্ত লোককে খাইয়া ফেলিবে, এজন্য যে যেখানে ছিল সকলে আপন আপন জীবন লইয়া পলাইয়া গেল, তৎসঙ্গে কালিদাসও এক জোড়া ছেঁড়া চটিজুতা পায় দিয়া দেশান্তর পলা-

স্নান করিতে গমন করিলেন, এমন কি ৩।৪ ক্রোশ রাস্তা চলিয়া গিয়াছেন ওদিকে বৈশাখ মাস প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত হইয়া পথিমধ্যে কোন এক বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুধুপায় ঐ রৌদ্রের সময় ঐ পথ দিয়া যাইতেছেন কালিদাস ঐ ব্রাহ্মণের ক্লেশ দেখিয়া স্বীয় পাদুকা জোড়াটী ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঐ বিনামা জোড়াটি পাইয়া সন্তোষের সহিত চলিয়া গেলেন। কালিদাস বৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছেন এমং সময়ে একটা জিন রেকাব আটা অশ্ব কালিদাসের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল, কালিদাস ইতস্তত চারিদিক দেখিলেন যে জিন আঁটা ঘোড়াটি মাত্র, সওয়ার বা রক্ষক কেহ সঙ্গে নাই ইহার কারণ কি এই বলিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন এখন পাঠকদিগের মনে থাকিবে যে মহাকবি কালিদাস ভগবতী নীল সরস্বতীর বরপুত্র, তখন কালিদাস ভগবতীর আরাধনা করায় ভগবতী স্বয়ং কণ্ঠোস্থ হইয়া পূর্ব্বোক্ত সমস্যা পুরণ করিয়া দিলেন।

যথা—

দ্বিজায় দত্তা পাদুশ্চ শতবর্ষীয় জর্জ্জরা।
তৎফলাৎ অশ্বলা ভুমে তন্নষ্টৎ য ন্নদীয়তে॥

অর্থঃ। শতবর্ষীয় জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণকে বিনামাদান করা হেতু সেই ফলেতে করে জগদীশ্বর অস্মদ নিকটে অশ্ব আনিয়া দিলেন, যাহাতে তুরগমনে ক্লেশ হবে না অতএব যে বস্তু দান করা হয় সেই পদার্থই স্বার্থ আর যে বস্তু দান করা না হয় সেই বস্তু ব্যর্থ বা নষ্ট জানিবে।

এই সমস্যা পুরণ করিয়া কবিবর রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট যাইয়া বলিলেন যে মহারাজ ভয় নাই আগামী কল্য রাক্ষসী আসিলে সমস্যা পুরণ হইবে তন্নিমিত্ত আপনি কোন চিন্তা করি-

বেন না এই বলিয়া রাজাকে সুস্থ করিয়া ক্রমে সকলে একত্র হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন ক্রমে রাত্রি সমাগত হইয়া ছয় দিবস গত হইলে পর সপ্তম দিবসে পদার্পণ করিলে বেলা ৮টার সময় রাক্ষসী আসিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল, রাজা বাহাদুর রাক্ষসীকে বলিলেন যে পণ্ডিতের নিকট হইতে সমস্যা পূরণ করিয়া লও এই কথা বলে কালিদাসকে দেখাইয়া দিলেন। কালিদাস রাক্ষসীকে যথাযোগ্য সম্মান পুর্ব্বক উক্ত তন্নষ্টং কবিতাটি পূরণ করিয়া সন্তোষ সহকারে বিদায় দিলেন রাক্ষসীও সন্তুষ্ট লাভ পূর্ব্বক আপন আলয়ে গমন করিল। পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন এই যে এই প্রকারে কালিদাস অনেক রাক্ষসি দিগের সমস্যা পূরণ করিতেন তন্মধ্যে অশ্লীল গল্প সকল ত্যাগ করিয়া উপযুক্ত কথা সকল অত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

তৃতীয়া রাক্ষসীর প্রশ্ন।

কোন সময় এক দিন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় তৃতীয়া নাম্নী রাক্ষসী আসিয়া কহিল, যে মহারাজ আমার একটি প্রশ্ন আছে ঐ প্রশ্নের উত্তর সপ্তাহ মধ্যে দিতে হইবে তা না হলে আমি আপনার রাজ্যের সমস্ত লোককে ভক্ষণ করিব। এই বলিয়া প্রশ্ন করিল।

যথা—

এখানে আছে, সেখানে নেই ;
সেখানে আছে, এখানে নেই।
এখানেও নেই, সেখানেও নেই ॥

তখন মহারাজ কেবল চিন্তা করিতেছেন কিন্তু চিন্তা করিতে করিতে ৪।৫ দিবস গত হইল এদিকে কালিদাস অন্যত্র দূরে গমন করিয়াছেন হটাৎ সংবাদ দিয়া আনাইবেন এমন উপায়ও নাই

কিন্তু মহারাজ অতি পুণ্যবান ও ধর্ম্মশীল একারণ ভগবৎ সেচ্ছায় কালিদাস ছয় দিবসের দিবস সভায় পৌঁছিলেন এখানে কালিদাসকে পাইয়া বিক্রমাদিত্য মহারাজ বিশেষ সন্তোষ হইয়া বলিলেন পণ্ডিত প্রবর কালিদাস সম্প্রতি বিপদ উপস্থিত, এবিষয়ের উপায় কি? কালিদাস তদুত্তরে বলিলেন যে, মহারাজ ও বিষয়ের নিমিত্ত চিন্তা করিতে হইবে না। আগামী কল্য রাক্ষসী আসিলে; আমার নিকট পাঠাইবেন আমি প্রশ্নের উত্তর দিয়া সন্তোষ করিব আর যাহাতে রাজ্যের প্রজাদিগের কোন অনিষ্ট না হয়, তাহাও করিব, তদ্বিষয়ে চিন্তিৎ হইবেন না। এই বলিয়া কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যকে চিন্তান্তরিত করিয়া সুস্থ করিয়া দিলেন। তৎপর দিবস রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা 'কালিদাসকে' দেখাইয়া দিলেন। কালিদাস যথা বিহিত সম্মান পূর্ব্বক রাক্ষসীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

যথা—

রাজপুত্র, চিরঞ্জীবি, নিপাত মণিপুত্রকঃ।
মরবা জিওবে সাধু ভিক্ষাং নৈবচ নৈবচ॥

অর্থঃ। রাজ পুত্র সকল এখানে অর্থাৎ ভূলোকে সুখে আছেন, মণিপুত্র সকল স্বর্গে সুখ ভোগ করিতেছেন, সাধু ব্যক্তি সকলেরা এখানে বা স্বর্গলোকে উভয় স্থানে সুখ ভোগ করিতেছেন, ভিক্ষুকের এখানেও নাই স্বর্গেও নাই।

ঐ উত্তর পাইয়া রাক্ষসী মহা সন্তোষ সহকারে কালিদাস পণ্ডিতকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া আপন আলয়ে চলিয়া গেলেন। এ দিকে রাজা বাহাদুরের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়িল অর্থাৎ ভাবনা দূরে গেল।

সসেমিরার গল্প।

কোন সময়ে ভোজরাজ ইচ্ছা করিলেন যে, স্বীয় পত্নী ভানুমতীর চিত্রপট একখানি প্রস্তুত করিয়া রাজসভায় সিংহাসনের সম্মুখে সংস্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি করিবার জন্য ভাস্করকে আদেশ করিলেন। রাজ আজ্ঞামতে মহারাণী ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপট প্রস্তুত করিয়া রাজার নিকট ভাস্কর উপস্থিত করিলে, ভোজরাজ ঐ চিত্রপট দেখিয়া ভানুমতীর অবিকল প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছে মনে মনে স্থির করিয়া ভাস্করকে পুরস্কার দিবার জন্য কর্ম্মচারিদিগের প্রতি অনুমতি করিলেন, তখন ঐ প্রতিমূর্ত্তি কালিদাস দেখিয়া কহিলেন যে মহারাজ ঐ চিত্রপট অবিকল হয় নাই।

এখন ভাস্কর, কালিদাস পণ্ডিতের ঐ কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া হস্তস্থিত তুলিকাটি দূরে নিক্ষেপ করিল। এখন তুলিকা দূরে নিক্ষেপিত হওয়ায় তুলিকাস্থিত রং চিত্র পটস্থিত ভানুমতীর উরুদেশে পতিত হইলে ঐ উরুদেশে কালির চিহ্ন তিলের চিহ্নের ন্যায় হইলে তখন কালিদাস বলিলেন যে মহারাজ এখন প্রতিমূর্ত্তি যথাযোগ্য রকমে হইয়াছে।

তখন ভোজরাজ কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এইক্ষণ পূর্ব্বে তুমি বলিলে যে কল্পিত মূর্ত্তি প্রকৃত রকমে হয় নাই। আবার এই সময় মধ্যে বলিলে যে প্রতিমূর্ত্তি ঠিক হইয়াছে, তবে তোমার কোন কথা সত্য। তখন কালিদাস বলিলেন যে মহারাজ মহারাণী ভানুমতীর উরুদেশে একটী তিলের চিহ্ন আছে, ভাস্কর কল্পিত মূর্ত্তিতে তাহা দিতে ক্ষমবান হয় নাই। এই জন্য বলিয়াছিলাম যে হয় নাই এক্ষণে ঐ ভাস্কর তুলিকাটি নিক্ষেপ করায় ঐ তুলিকার মসি কণার ছিটা লাগায় এক্ষণে ঠিক হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেছি।

তখন রাজা কালিদাসের প্রতি ক্রোধপরতন্ত্র বশতঃ মনে মনে করিলেন যে আমি যাহা জ্ঞাত নহি কালিদাস কি প্রকারে এ বিষয় জানিতে পারিল, এবং সর্ব্বদা দর্শনের স্থান নহে তবে কিরূপে কালিদাস জ্ঞাত হইল, তাহাতে বিবেচনা হয় যে এবিষয়ে কালিদাসের অন্য কোন রকম অভিসন্ধি আছে। এই ভাবিতে ভাবিতে মহারাজ লোকলজ্জায় লজ্জিত হইয়া অন্য কোন কারণ তদন্ত না করিয়া মহারাজ অমাত্যগণের প্রতি আদেশ করিলেন যে এই মুহূর্ত্ত মধ্যে কালিদাসের মস্তক ছেদন করিয়া উহার শোণিত আমাকে দৃশ্য করাও।

মহারাজের অনুজ্ঞা পাইয়া কিঙ্করগণ কালিদাসকে বন্ধন পূর্ব্বক মসানে লইয়া গেল। তখন কালিদাস কি করেন রাজার হুকুম অন্য কোন উপায় না পাইয়া দ্বারপালদিগকে নানাপ্রকার বিনয় সহকারে উপদেশ দিতে লাগিলেন। যে তোমরা, আমার প্রাণ বিনাশ না করিয়া অন্য প্রকার উপায় দ্বারা রাজা মহাশয়ের আজ্ঞাপালন করিতে পার, সে স্থলে ব্রহ্মহত্যা না করিয়া কারণ ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ অতএব ব্রাহ্মণকে বিনাশ না করিয়া উক্ত উপায়ে তাহার শোণিত লইয়া মহারাজকে দৃষ্ট করাইলে আমার জীবন রক্ষা হইতে পারে এবং তোমারদিগের ও ব্রহ্ম-হত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না এজন্য তোমরা দয়া প্রকাশ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দেও আমি অন্য রাজ্যে প্রস্থান করি, তাহা হইলে মহারাজ তোমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না। কালিদাসের এই সমস্ত কথা কিঙ্করগণ শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে উহাই করিল। তখন কিঙ্করগণের কৃপায় কালিদাস অন্য রাজ্যে পলাইয়া গেলেন। এবং কিঙ্করগণ অন্য একটী ছাগ পশু মারিয়া তাহার শোণিত মহারাজ ভোজরাজকে দর্শন করাইল।

এখন কিছু দিন পরে ভোজরাজের পুত্র মৃগ স্বীকার নিমিত্ত বনগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব দুর্বিপাক বশতঃ লোক জন ও সৈন্য সামন্ত সকল নানা স্থানে পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু ক্রমে দিবা প্রায় অবসান হইতে চলিল রাত্রি সমাগত তখন রাজপুত্র কি করেন নানাবিধ চিন্তা করিয়া কোন রকম স্থির করিতে না পারায় কোন এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এখন ঐ সময় এক ভল্লুক ব্যাঘ্র ভয়ে ভীত হইয়া ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিল।

তখন রাজপুত্র উহাকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই ভল্লুক আমার প্রাণসংহারক হইল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বিনীতভাবে ঐ ভল্লুকের সহিত মিত্রতা করিবার বাঞ্ছা করায় ভল্লুকও তাহাতে স্বীকার করিল, কিন্তু ভল্লুক এই স্থির করিল যে মনুষ্যকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। আরও একটি নিয়ম অবধারণ করিবার জন্য রাজপুত্রকে কহিল, যে, প্রথম প্রহর হইতে চতুর্থ প্রহর পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে জাগরিত ও নিদ্রিত হইব এই প্রকার স্থির হইলে ভল্লুক মনে মনে বিবিধ প্রকার চিন্তা করিয়া আপনার নখ ঐ বৃক্ষে বিদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। তন্মধ্যে ব্যাঘ্র প্রহরে প্রহরে ঐ বৃক্ষের তলে আসিয়া উহাদের উভয়কে কহিতে লাগিল তুমি নিদ্রিত পশু বা রাজপুত্রকে বৃক্ষ হইতে নিক্ষেপ কর, এই রকম কথা বার বার শ্রবণে রাজপুত্র ভল্লুককে ধাক্কা দিতে ভল্লুক কোনক্রমে বৃক্ষ হইতে পড়িল না বরং রাজপুত্রের মিত্রতা ব্যবহারে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া রাজপুত্রকে প্রাণে বিনাশ না করিয়া রাজপুত্রের দুই গালে চারিটি চপেটাঘাত দিল। এ দিকে ক্রমে বিভাবরী প্রভাতা হইলে রাজপুত্র বৃক্ষ হইতে নামিয়া যথেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এবং কিছুকাল বনভ্রমণ পূর্ব্বক পরে রাজভবনে পৌছিলেন।

রাজভবনে পৌছিয়া কেবল সসেমিরা এই চতুর্ব্বর্ণ উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন।

রাজপুত্রের ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া মহারাজ নিতান্ত চিন্তা যুক্ত হইলেন, এবং দেশ দেশান্তর হইতে চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই রাজপুত্রের রোগের উপশম হইল না বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

তখন মহারাজ রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে রাজপুত্রকে আরোগ্য করিতে পারিবে তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দিব।

এই ঘোষণার পর নানাদিগ দেশ হইতে বিবিধ প্রকার চিকিৎসক আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন রকমেই রাজপুত্র চিকিৎসিত হইতে পারিলেন না। এক্ষণ কালিদাস ভোজরাজার অধিকারস্থ কোন এক ব্রাহ্মণের বাটীতে স্ত্রীবেশে কালযাপন করিতেছিলেন তখন এই ব্যাপার শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "হে পিতঃ! আপনি রাজার নিকট যাইয়া রাজপুত্রকে আরোগ্য করিব এই কথা প্রকাশ করুন?"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল আমি রাজপুত্রকে কি প্রকারে আরোগ্য করিব। "কন্যারূপী কালিদাস" কহিলেন যে মহাশয় আমি আরোগ্য করিব তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, আপনি রাজা বাহাদুরের নিকট যাইয়া বলুন।

এখন ব্রাহ্মণ রাজবাটী যাইয়া রাজার নিকট ঐ সকল কথা ব্যক্ত করায় রাজা আদেশ করিলেন যে তবে কন্যাকে আনয়ন করাইয়া রাজপুত্রকে আরোগ্য করুন।

এই সমস্ত কথাবার্ত্তার পর "কন্যারূপী কালিদাস" রাজপুত্রের চিকিৎসা করার জন্য রাজবাটী পৌছিলে রাজপুত্রকে আনয়ন করা হইল। রাজপুত্র সভায় আসিয়া ঐ সসেমিরা এই

শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন কন্যা রূপধারী কালিদাস বলিলেন যে মহারাজ তবে রাজপুত্রকে চিকিৎসা করি।

এই কথা জিজ্ঞাসার পর মহারাজ আদেশ করিলেন। অবশ্য চিকিৎসা করার জন্য যখন আনাইয়াছি তখন চিকিৎসা করিবে তাহাতে সন্দেহ কি আছে এই প্রকার রাজার আজ্ঞা পাইয়া কন্যা বেশধারী কালিদাস বলিলেন যে রাজপুত্র তোমার রোগ ঐ "চতুর্ব্বর্ণ" সসেমিরা তাহা এক এক অক্ষরের এক শ্লোক পুরণ করিতে হইবে অতএব তুমি ক্রমে ক্রমে মিমাংসা করিয়া লও তাহা হইলে তুমি রোগ হইতে মুক্ত হইবে।

যথা—

সম্ভাব প্রতি পন্নানাং বঞ্চনেকা বিদগ্ধতা।

অঙ্কে কুমার মাদার সুপ্ত কিং নাম পৌরুষং॥

অর্থঃ। সদ্ভাবে প্রতিপন্ন যে ব্যক্তি তাহাদিগকে বঞ্চনা করিলে যে কি ঘটনা উপস্থিত হয় তাহা বলা যাইতে পারে না। যেমন শক্র, সন্তানকে ক্রোড়ে করিলে নাম এবং পৌরুষ হয় না।

তখন কন্যা বেশধারী কালিদাস মহারাজকে কহিলেন যে, এক্ষণে রাজপুত্র কি বলেন তাহা শ্রবণ করুন, তখন রাজপুত্রের চতুর্ব্বর্ণের এক বর্ণ চিকিৎসিত হইয়া বাকী তিন বর্ণ যথা সে মিরা রহিল বলিয়া দ্বিতীয় অক্ষরের শ্লোক পূরণ।

যথা—

সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।

ব্রহ্ম হা মূচ্যতে পাপৈঃ মিত্রদ্রোহি ন মুঞ্চতি॥

অর্থঃ। ব্রহ্মহত্যাকরী মানব সেতুবন্ধ সমুদ্রে এবং গঙ্গা-সাগরে স্নান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু মিত্রদ্রোহি ব্যক্তির কোন রকমে পাপের বিমোচন হয় না।

পুনর্ব্বার কালিদাস রাজাকে কহিলেন যে মহারাজ এক্ষণ রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলে এখন রাজপুত্র মিরা এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

তখন কালিদাস তৃতীয় বর্ণের অক্ষর পূরণ করিতে লাগিলেন।

যথা—

মিত্রঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ যে নরা বিশ্বাসঘাতকা।
তে নরা নরকে যান্তি যাবৎ চন্দ্র দিবাকরৌ॥

অর্থ। চন্দ্র সূর্য্য যাবৎকাল আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি করিবেন তাবৎকাল মিত্র হন্তারক আর কৃতঘ্ন ব্যক্তি ও অবিশ্বাসি ব্যক্তি ইহারা তাবৎ কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিবেন। ৩।

তখন কালিদাস পুনরায় মহারাজ কে কহিলেন যে মহারাজ এখন রাজপুত্র কি বলেন শ্রবণ করুন। এই কথা বলার পর রাজা স্বীয় পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে রাজপুত্র (রা) এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন এখন ঐ (রা) শব্দ পূরণ।

যথা—

রাজর্ষি রাজপুত্রোর্যি যদি কল্যাণ মিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারা ধনৈরপি॥ ৪॥

অর্থ। যদি রাজা কিম্বা রাজপুত্রের মঙ্গল কামনা করেন তবে তাহা হইলে দেবগণের পূজাদি পূর্ব্বক দ্বিজাতিগণকে অর্থ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৪।

তখন রাজপুত্র পূর্ব্ব প্রকৃতিস্থ হইয়া রাজসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন, তখন এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মহারাজ অতিশয় আহ্লাদ সহকারে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদয় বর্ণনা করিতে রাজপুত্রকে আদেশ করিলেন।

রাজপুত্র পিতৃ সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা

করিলেন। রাজা সমস্ত অবস্থা শুনিয়া কন্যা বেশধারী কালি-দাসকে কহিতে লাগিলেন।

যথা—

গৃহে বসসি কৌমারি অটব্যাং নৈব গচ্ছসি।

সিংহ, ব্যাঘ্র মনুষ্যানাং কথং যা না মি সুন্দরি। ১।

অর্থঃ। হে কুমারি, তুমি নিরন্তর গৃহে বাস করিয়া থাক; তুমি কখন বন গমন কর নাই অতএব সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতির বৃত্তান্ত সকল কি প্রকারে জানিতে পারিয়াছ তদ্বিষয় সবিস্তার আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন কন্যাবেশধারি কালিদাস বলিতেছেন।

যথা—

দেবগুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতি

তে নাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যা স্তিলং যথা। ২।

অর্থঃ। হে রাজন্, দেবতা এবং গুরুর প্রসাদাৎ বাগ্বাদিনী নীল সরস্বতী ভগবতী আমার জিহ্বাগ্রে নিরন্তর বাস করিতে-ছেন। তাঁহার কৃপাবলে সমস্ত জানিতে পারি, একারণ মহা-রাণী ভানুমতির উরুদেশে যে তিল ছিল তাহাও ঐ বলেতে বলিয়াছিলাম। ২।

তখন ভোজরাজ বাহাদুর বিস্ময় বিশিষ্ট হইয়া আপনাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন যে, আমি অকারণ ব্রহ্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম এক্ষণে এ কি বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটিল এই প্রকার নানা রকম আত্ম ধিক্কার করিয়া কালিদাস কে কন্যার বেশ ছাড়াইয়া পূর্ব্ব বেশ ধারণ করাইলেন এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। আর কালিদাসকে হত্যা না করিয়া যাহারা ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহাদিগের আনা-ইয়া বিবিধ প্রকার পুরস্কার দিতে রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রতি

অনুজ্ঞা করিলেন এবং কালিদাসকে লইয়া পুর্ব্বের ন্যায় আহ্লাদ আমোদ করিতে থাকিলেন। যে, যদি তুমি না থাকিতে তাহা হইলে ত রাজবংশ লোপ হইত, অতএব তুমি আমার শিরোরত্ন এইরূপে নানা প্রকার সন্তোষ বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বিবিধ রত্ন সকল কালিদাসকে প্রদান করিলেন, কালিদাস যথা নিয়মে ভোজরাজার সভায় সভাসদ হইয়া থাকিলেন।

কালিদাসের বেশ্যালয়ে মস্তক মুণ্ডন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের লক্ষহিরা নাম্নী একটি অবিদ্যা ছিল, রাজা বাহাদুর বহুকাল হইতে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন। এখন কালিদাস রাজসভার মধ্যে নবরত্নের একজন প্রধান রত্ন বিশেষ, এবং অতি সুরসিক পুরুষ, রাজা কোন কোন সময় ঐ লক্ষহিরার নিকট গল্প করেন, যে কালিদাস নামক একটী অতি সুপণ্ডিত আমার সভায় আছেন এবং সুরসিক ও বটে, তাহাতে ঐ লক্ষহিরা বলে যে আমাকে দেখাতে হবে, বেশ্যার আদেশ, স্বাধীন রাজা বা দেবতার আজ্ঞাপেক্ষা বেশ্যাশক্তদিগের বেশ্যার আজ্ঞা গুরুতর। সে জন্য কোন সময় কালিদাসকে সঙ্গে লইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য লক্ষহিরার নিকট গমন করিলেন।

এখন কালিদাস সুপণ্ডিত ও সুরসিক তাহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে পাঠকদিগের মনে থাকবে।

কালিদাসের পাণ্ডিত্য এবং রসিকতা দর্শনে লক্ষহিরার অন্তঃকরণ এককালীন দ্রব হইয়া কালিদাসের প্রেমে লিপ্ত হওয়ায় তদ্দিবস হইতে রাজা বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞাতে কালিদাস লক্ষহিরার বাটীতে গমন করেন। ক্রমশঃ কিছু দিন এই প্রকারে যাতায়াত হইতে থাকে এখন কোন সময়ে কালিদাসের পরামর্শ

হেতু লক্ষহিরা রাজা বাহাদুরকে কহিল যে মহারাজ আমার ঘোড়া চড়িতে ইচ্ছা হয় কিন্তু স্ত্রীজাতি এ বিষয় কি উপায় তাহা আমাকে বলুন। এই কথার পর বেশ্যাশক্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলিলেন যে আমি ঘোড়া হই তুমি সওয়ার হও।

তখন লক্ষহিরার অনুমতি হেতু রাজা ঘোড়া হইলেন, লক্ষহিরা সওয়ার হইয়া রাজাকে চাবুক মারিল, রাজা চাবুক খাইয়া চিঁহিঁ শব্দ করিলেন, তাহার পরে রাজা মনে করিলেন যে, এ প্রকার ব্যবহার ত কখন লক্ষহিরা করে নাই এখনই বা এ প্রকার করে কেন, তবে বোধ হয় যে এ কালিদাস পণ্ডিতের কার্য্য বিবেচনা হয়, কালিদাস গোপনে লক্ষহিরার নিকট গমন করে এই রকম চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন যে, কালিদাসকে ঐ লক্ষ হিরার দ্বারা বিশেষ কোন রকম জব্দ করিতে হইবে।

এই প্রকার যুক্তি স্থির করিয়া কোন দিন লক্ষহিরাকে কহিলেন যে লক্ষহিরা তুমি যদি কালিদাসের মস্তক মুণ্ডন করিয়া ঘোল ঢালিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে দশ সহস্র টাকা পুনস্কার দিই। এই কথা শুনিয়া বেশ্যা, সে, বিশেষ উৎসাহের সহিত কহিল যে মহারাজ আগামী কল্যই করিব, তবে আপনি আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। রাজা বাহাদুর মনে মনে যাই ভাবুন বাহ্যিক তাহাই স্বীকার করিলেন, এখন তৎপর দিবস কালিদাস যেমন লক্ষহিরার বাটী এসে পৌঁছিয়াছেন, তখন হইতে লক্ষহিরা কালিদাসকে বলিল যে, পণ্ডিত মহাশয় আপনি নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন এবং মহারাজ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন, অতএব আপনার চুলগুলা অতি কদর্য্য এজন্য আমি ঔষধি আনাইয়াছি যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে বড় ভাল চুল হয়, এবং চুল দেখে লোকে তুষ্ট হইবে আপনি কি বলেন।

তৎক্ষণাৎ কালিদাস বেশ্যার কথা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক তখনি পরামানিক আনাইয়া মস্তক মুণ্ডন করিলেন, ওদিকে ঘোল ও প্রস্তুত ছিল লক্ষহিরা ঘোল সহ কালিদাসের নিকট আসিয়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিল। যখন কালিদাস মাথা মুড়ান তখন বেশ্যার কথায় অচৈতন্য হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, ক্রমে যখন চৈতন্য হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে রাজবাটী কি করিয়া নেড়া মাথা লইয়া যাইব, এই রকম বিবিধ প্রকার চিন্তা করিতেছেন, আবার মীমাংসা করিতেছেন যে, আমাদের মাথায় পাকড়ী আছে তজ্জন্য চিন্তা কি, আবার তর্ক হইতেছে যে সভায় ত পাগড়ি খুলিয়া বসিতে হয় তবে কি হইবে, ওদিকে লক্ষহিরা রাজবাটী খবর দিয়া পুরস্কার লউক।

এখন কালিদাসের মহাভাবনা উপস্থিত, তখন লক্ষহিরা নানা প্রকার প্রলাপের দ্বারা পণ্ডিতজিকে বুঝাইতেছে কালিদাস কোন সময় বুঝিতেছেন আবার বা কোন সময় তর্ক করিতেছেন, এই প্রকার চলিতেছে এখন রাজবাটী হতে একজন লোক আসিয়া কহিল যে পণ্ডিত জি, মহারাজ আপনাকে ডাকছেন।

কালিদাস বলিলেন যে আমার শারীরিক কোন পীড়া হইয়াছে অতএব অদ্য আমি যাইতে পারিব না, এই বলিয়া লোককে বিদায় দিলেন। পুনর্ব্বার দ্বিতীয় লোক আসিয়া কহিল যে, মহারাজ বিশেষ কার্য্যবশতঃ আপনাকে ডাকিতেছেন, তখন কি করেন কোন রকমেই ছাড়াইতে পারেন না কাজে কাজেই মাথায় ভাল রকম পাকড়ি করিয়া রাজবাটী গমন করিলেন।

সভায় পোঁছিয়া অন্যান্য দিন যেমন অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় পাকড়ি নামাইয়া বসেন তাহা না করিয়া তদ্দিবস মাথার পাগড়ি মাথাতেই রহিল। তখন রাজা মহাশয় বলিলেন যে কালিদাস আপনি আজ পাকড়ি নামাইলেন না কেন?

তখন কি করেন অগত্যা কালিদাস পাকড়ি নামাইয়া রাখি-লেন, এখন পাকড়ি নামাবা মাত্রেই কালিদাসের বিদ্যা প্রকাশ হইলে রাজা বিক্রমাদিত্য পণ্ডিতজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

যথা—

কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ মুণ্ডনং কৃত পার্ব্বণে,

তখনি কালিদাস উত্তর করিলেন। যথা—

যস্মিন তীর্থে হয়োভর্ত্তা চিঁ হিঁ শব্দ চকারয়েৎ।

এই রকমে কালিদাসকে লইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য নানাবিধ কৌতুক প্রভৃতি করিতেন তন্মধ্যে "আমি,, অশ্লীল ভাষা সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভাল ভাল যে সকল গল্প তাহাই সংগ্রহ পূর্ব্বক এই জীবন বৃত্তান্তে সন্নিবেশিত করিলাম ইহাতেই পাঠক মহাশয় দিগের আগ্রহ নিবৃত্তি হইবে।

কালিদাসের মৃত্যু শয্যা।

কালিদাস, হাসি খুসিতেই লক্ষহিরার বাড়ী রাজা বিক্রমা-দিত্যের অজ্ঞাতে প্রত্যহ গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু জানেন না যে ভাবী বিপদ হইবার সম্ভাবনা, কারণ পাপ, কুকার্য্য এবং কর্ত্তব্য লঙ্ঘন ধীরে ধীরে মানুষ কে বিনাশের দিকে পরিচালন করে এবং সংসারে কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলেই আপন আপন কুকার্য্য এবং কর্ত্তব্য লঙ্ঘন সম্ভূত ঘটনাবলীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, চরমে ঘোর বিপদ সাগরে নিমগ্ন হয়।

কিন্তু সংসারের মোহান্ধকারে পড়িয়া মানুষ বুঝিতে পারে না, যে বর্ত্তমান কুকার্য্য তাহার ভবিষ্য বিপদের বীজবপন করি-তেছে। ফল কথা সংসারের কোলাহল তাহার কর্ণকে বধির করিয়া দেয়, বেশ্যা শক্তির যবনিকা তাহার ভবিষ্য দৃষ্টিকে অব-রোধ করে।

শারীরিক রোগের ন্যায় মানসিক এবং নৈতিক রোগও অস্পষ্ট ভাবে এবং অজ্ঞাতসারে মানব জীবনে প্রবেশ করে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে না যে, গত জীবনের কোন সময়ে এই বর্ত্তমান রোগের বীজ তাহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, বিপন্ন ব্যক্তিও তদ্রূপ কখনও অবধারণ করিতে সক্ষম হয় না। যে কোন্ দিনের কর্ত্তব্য লঙ্ঘন তাহাকে এ বিপদ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে। অর্থলোভী ব্যক্তি অর্থ লালসায় তাহার নিকট এমন কার্য্য নাই যে, সে করিতে অক্ষম হইবে কোন দিন রাজা বিক্রমাদিত্য ক্রোধের বশীভূত হইয়া লক্ষহিরাকে বলেন যে, যদি কালিদাসকে বিনাশ করিয়া কালিদাসের মুণ্ড আমার নিকট দেখাইতে পার তাহা হইলে তোমাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিই। এই কথা রাজা বাহাদুর লক্ষহিরাকে বলায় লক্ষহিরা বেশ্যাজাতি তাতে না পারে এমন কার্য্যই নাই। বিশেষ পাঠকবর্গের মনে থাকবে যে, দেবী ভগবতীর মুখ বর্ণিমা করায় তৎকালীন দেবী ভগবতী নীল সরস্বতী কালিদাসকে বর দিয়াছিলেন যে বরপুত্র কালিদাস তুমি সামান্য বনিতায় আশক্ত থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিবে আজ কালিদাসের সেই বরপ্রাপ্ত দিন উপস্থিত।

উজ্জয়িনীর রাজসভার নবরত্নের পদ বিনাশের যে বীজ রাজা বাহাদুর লক্ষহিরার ঘরে বপন করিয়াছেন তাহা কালিদাস পূর্ব্বে বুঝিতে বা জানিতে পারেন নাই। এবং যেখানে যত বেশ্যা কর্ত্তৃক বিনাশ হয় কে জানিতে পারে। আরও অধিকন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান বিবর্জিত মনুষ্য সকল আপন আপন হৃদয় মোহান্ধকার নিবন্ধন হেতু সর্ব্বদাই ভ্রমজালে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। এখন পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা লক্ষহিরার সহিত হইয়া পরে তদ্দিবসের সুখ সম্ভোগ ক্রিয়া সকল সমাধান্তে কোন সুযোগ

মতে লক্ষহিরা বিষাক্ত ছুরিকা দ্বারা কালিদাসকে শমন-সদনে পাঠাইলে। কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের ১৫ শকে ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ৬২ শকে লক্ষহিরার ঘরে অন্তোষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ পূর্ব্বক সুখ সম্ভোগ সকল পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে বিষাক্ত ছুরিকার আঘাত প্রাপ্তির পর বিষ এবং ছুরিকার যন্ত্রণায় কালিদাসের শরীর ছট ফট করিতে লাগিল। এবং কালিদাস ইহ জগতের লীলা সম্বরণ করিয়া সুখভোগ সকল পরিত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ লক্ষ হিরা কালিদাস দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহাশয়ের মুণ্ড লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল।

রাজা দেখিয়া লক্ষহিরাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিবার জন্য রাজমন্ত্রীদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন। লক্ষহিরা লক্ষ মুদ্রা লইয়া আপন গৃহে গমন করিল।

সমাপ্ত হইল পুথি।

বল হরি, হরি।